বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩

ভ্যাকসিন হিরো অ্যাওয়ার্ড

এমডিজি অ্যাওয়ার্ড

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

১৫ অক্টোবর ২০২৩

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধান পৃষ্ঠপোষক: জনাব জাহিদ মালেক, এমপি

মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে: মোঃ আজিজুর রহমান

সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

সম্পাদনা পরিষদ

১.	এ.কে.এম নূরুন্নবী কবির, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	আহবায়ক
২.	ডা. আশরাফী আহমদ, এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব (জনসংখ্যা, পরিবার কল্যাণ ও আইন)	সদস্য
৩.	মোঃ আব্দুস সালাম খান, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ)	সদস্য
৪.	মঈনউল ইসলাম, যুগ্মসচিব (বাজেট অনুবিভাগ)	সদস্য
৫.	ড. রনজিৎ কুমার সরকার, যুগ্মসচিব (চিকিৎসা শিক্ষা অনুবিভাগ)	সদস্য
৬.	ইশরাত জামান, যুগ্মসচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগ)	সদস্য সচিব
৭.	মল্লিকা খাতুন, যুগ্মসচিব (চিকিৎসা শিক্ষা অধিশাখা)	সদস্য
৭.	এস এম আহসানুল আজিজ, যুগ্মসচিব (নির্মাণ ও মেরামত অধিশাখা)	সদস্য
৮.	সারা দিবা, যুগ্মসচিব (পার অধিশাখা)	সদস্য
৯.	ড. সৈয়দা সালমা বেগম, যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা)	সদস্য
১০.	মোহাম্মদ আবদুল কাদের, যুগ্মসচিব (নার্সিং অধিশাখা)	সদস্য
১১.	মোঃ তমিজুল ইসলাম খান, যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা)	সদস্য
১২.	প্রতিবেদন সংগ্রহ ও সমন্বয় কমিটির সকল সদস্য	সদস্য
১৩.	নাদিরা হায়দার, যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১)	সদস্য
১৪.	মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক, উপসচিব (প্রশাসন-২)	সদস্য
১৫.	রাহেলা রহমত উল্লাহ, সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১)	সদস্য
১৬.	রীতা ফারাহ্ নাজ, প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা (সংযুক্ত-বাজেট-১)	সদস্য

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়

প্রশাসন অনুবিভাগ
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

৭ম সংকলন

প্রকাশক ও স্বত্ব

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

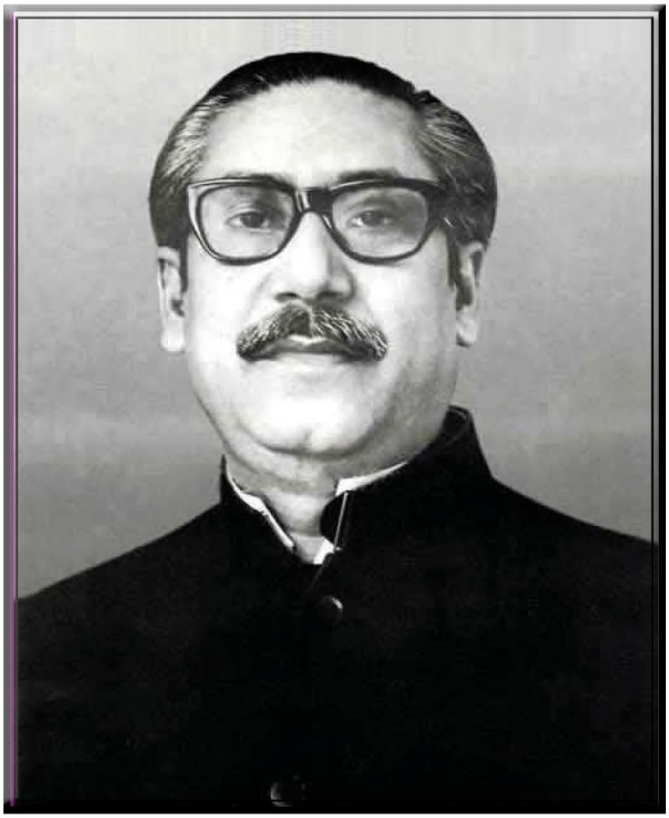

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"সরকারী কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে। তারা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই। তারা জনগণের বাপ, জনগণের ছেলে, জনগণের সন্তান। তাদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।"

"সমস্ত সরকারী কর্মচারীকেই আমি অনুরোধ করি, যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে তাদের সেবা করুন।"

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

"স্বাস্থ্যই সম্পদ', যা শুধু রাষ্ট্রপুঞ্জের সরকারসমূহ, পেশাজীবী, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, প্রাইভেট সেক্টর ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমন্বিত কর্মোদ্যোগের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব।"

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্নের সোনার বাংলা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন অভীক্ষা ২০৩০, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এবং বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে। এ সকল মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ বদ্ধপরিকর।

মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সার্বিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং সরকারের গৃহীত কার্যক্রম জনগণকে অবহিত করার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইনে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ সরকার কর্তৃক জনগণকে প্রদত্ত ম্যান্ডেট বাস্তবায়নেরই অংশ।

দেশ দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের অন্যান্য সেক্টরের ন্যায় স্বাস্থ্যখাতও আজ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে সারা বিশ্বে সমাদৃত।

মানসম্মত ও দক্ষ স্বাস্থ্য কর্মী তৈরিতে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর ও সকল চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একযোগে কাজ করছে। সম্প্রতি মহান জাতীয় সংসদে চিকিৎসা শিক্ষা অ্যাক্রিডিটেশন এ্যাক্ট পাশ হয়েছে, যা আমাদের দেশের চিকিৎসা শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে স্বীকৃতি এনে দিবে।

এছাড়া, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। তথ্য ও গবেষণায় নিপোর্ট এবং মানসম্মত স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সার্বিক কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার জন্য এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই শুভেচ্ছা। ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জাহিদ মালেক, এমপি

সচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

বার্ষিক প্রতিবেদন একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য দলিল। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর ও সংস্থার ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সার্বিক কার্যক্রমের তথ্য উপাত্ত সন্নিবেশ করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। এই বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারি কার্যক্রমে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের পাশাপাশি সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যাবলী এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের কর্মকান্ড ও অগ্রগতি সম্পর্কে দেশবাসীকে সামগ্রিক ধারণা প্রদানে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত 'রুপকল্প ২০৪১' এবং ২০৩০ সালের মধ্যে স্বাস্থ্য খাতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) 'সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে' স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ বহুমুখী উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে চিকিৎসা শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গবেষণা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট ও খুলনা বিভাগে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে সকল বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। বর্তমানে সারাদেশে ৩৭টি সরকারি ও ৭০টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, ০৯টি সরকারি ও ২৭টি বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ/ইউনিট, ৬৯টি সরকারি ও ৩৭২টি বেসরকারি নার্সিং কলেজ, ২৩টি সরকারি ও ১১২টি বেসরকারি আইএইচটি এবং ১৮টি সরকারি ও ২০০টি বেসরকারি ম্যাটস স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ৪১৪৩টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, ২৩০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং ০৩টি বিশেষায়িত মা ও শিশু কল্যাণ হাসপাতালের মাধ্যমে মা ও শিশু স্বাস্থ্যের পাশাপাশি কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা এবং নিরাপদ প্রসব ও মাতৃত্ব সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ফলে মাতৃমৃত্যু, শিশুমৃত্যু ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস এবং গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য সূচকে পার্শ্ববর্তী যে কোনো দেশের তুলনায় বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। স্বাস্থ্যখাতে যুগান্তকারী সাফল্যের স্বীকৃতি হিসাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পুরস্কার, GAVI পুরস্কার, সাউথ-সাউথ পুরস্কার ও 'Vaccine Hero' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়াই আমাদের অঙ্গীকার।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এর ২০২২-২৩ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত এ প্রতিবেদন হতে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও অগ্রগতির স্বচ্ছ ধারণা পাবেন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে জনসাধারণ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, বিশেষজ্ঞ ও গবেষকগণের মূল্যবান মতামত প্রদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও, ভবিষ্যতে এ বিভাগের নিজস্ব কর্মকাণ্ড সমন্বয় ও গতিশীলতা বজায় রাখতে তা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ প্রণয়ন ও প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত এ বিভাগসহ অধীনস্থ অধিদপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আজিজুর রহমান
সচিব

আহবায়ক
সম্পাদনা পরিষদ
ও
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

সম্পাদকীয়

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ অন্যান্য বছরের ন্যায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৬(৩) ধারা অনুযায়ী এ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো, মিশন, ভিশন, গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি, আইন-নীতিমালা-বিধিমালা এবং নাগরিকদের সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার উল্লেখসহ এক বছরের গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ খাতের অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। রূপকল্প ২০৪১, এসডিজি ২০৩০, নির্বাচনী ইশতেহার এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিধৃত উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), মধ্যমেয়াদী বাজেটারি ফ্রেমওয়ার্ক, ইনোভেশন ও ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম প্রভৃতি ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে বর্ণিত হয়েছে।

সকল সেবা গ্রহীতা এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের তথ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করতে তথ্যভিত্তিক এ প্রতিবেদন সহায়তা করবে। প্রতিবেদনটি এ বিভাগের দর্পণ হিসেবে কাজ করবে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং এর অধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের সার্বিক সহযোগিতা, আন্তরিকতা, মেধা, শ্রম ও মননশীলতার প্রতিফলন ঘটেছে এ প্রতিবেদনে। প্রতিবেদন প্রস্তুতে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত দিয়ে যারা সহযোগিতা করেছেন এবং এর সম্পাদনা, ডিজাইন, প্রচ্ছদ, মুদ্রণ ও অলংকরণে যারা সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মহোদয়ের প্রতি যাঁদের মূল্যবান দিক-নির্দেশনা, পরামর্শ ও পৃষ্ঠপোষকতার ফলে এ প্রতিবেদন প্রকাশ সহজতর হয়েছে।

এ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন ভবিষ্যতে আরও তথ্যবহুল, নির্ভুল ও সমৃদ্ধ করতে এবং বর্ধিত কলেবরে প্রকাশ করতে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কাম্য।

এ. কে. এম. নূরুন্নবী কবির

সূচিপত্র

বার্ষিক প্রতিবেদন: ২০২২-২০২৩

ক্রম			বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	বঙ্গবন্ধু'র স্বাস্থ্য ভাবনা			১৯
০২	নির্বাহী সারসংক্ষেপ			২১
০৩	বিভাগের পরিচিতি, রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য			২৩
০৪	সাংগঠনিক কাঠামো			২৪-২৫
০৫	অধিদপ্তর, দপ্তর, সংস্থা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান			২৬-২৭
০৬	অনুবিভাগভিত্তিক কর্মবণ্টন			২৮-৩২
০৭	**২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম**			৩৩-৪৪
	৭.১		গুরুত্বপূর্ণ আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন	৩৩
	৭.২		বিভাগের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী কার্যাবলি	৩৪
	৭.৩		উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	৩৫-৩৮
	৭.৪		বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	৩৮-৩৯
	৭.৫		শুদ্ধাচার কার্যক্রম	৩৯
	৭.৬		ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম	৪০-৪২
	৭.৭		তথ্য অধিকার ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	৪৩
	৭.৮		টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন	৪৩-৪৪
০৮	অধিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কার্যক্রম			৪৫-৯৫
	৮.১	**মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়**		৪৫
		৮.১.১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	৪৫
		৮.১.২	চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	৪৬-৪৮
		৮.১.৩	রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	৪৮-৪৯
		৮.১.৪	সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	৪৯
		৮.১.৫	শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা	৪৯-৫০
	৮.২	স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর		৫১-৫৬
	৮.৩	বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমএন্ডডিসি)		৫৭
	৮.৪	বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জন্স (বিসিপিএস)		৫৭
	৮.৫	বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (বিএমআরসি)		৫৭
	৮.৬	বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড		৫৭
	৮.৭	বাংলাদেশ বোর্ড অব ইউনানী এন্ড আয়ূর্বেদিক সিস্টেমস্ এন্ড মেডিসিন		৫৮
	৮.৮	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কার্যক্রম		৫৯-৬৯
	৮.৯	জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)		৭০-৭৮
	৮.১০	নার্সিং ও মিডওইফারি কার্যক্রম		৭৯-৮৫
	৮.১১	স্বাস্থ্য প্রকৌশল কার্যক্রম		৫৮-৯৫
০৯	জাতীয় দিবসসমূহ উদযাপন			৯৬-৯৭
১০	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের বিশেষ উদ্যোগ			৯৮
১১	স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা			৯৯-১০০
১২	পরিশিষ্ট: ব্যবহৃত শব্দ সংক্ষেপ			১০১-১০৪

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

- হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ প্রয়োজনীয় আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়নসহ উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।
- জনগণের দোরগোঁড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছানো এবং আধুনিক ও মানসম্মত চিকিৎসা শিক্ষা নিশ্চিতকরণের প্রত্যয়ে ০৫ টি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি ৩৭টি, বেসরকারি ৭০টি এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত ০৬টি মেডিকেল কলেজ, ০২টি সরকারি ডেন্টাল কলেজ, ০৮টি সরকারি মেডিকেল কলেজে ডেন্টাল ইউনিট, ১২টি বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ ও ১৫টি বেসরকারি ডেন্টাল ইউনিট এ উন্নীত হয়েছে। এছাড়া, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল ইউনিটকে পূর্ণাঙ্গ ডেন্টাল কলেজে রূপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- বেসরকারি পর্যায়ে চিকিৎসা শিক্ষায় শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে 'বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ আইন, ২০২২' প্রণয়ন করা হয়েছে। চিকিৎসকদের জন্য উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারে 'দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা ও তদুদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত প্রেষণ নীতিমালা, ২০২২ (সংশোধিত)' প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি পরীক্ষায় ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার করে নতুনত্ব আনা হয়েছে। 'মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা-২০২৩' প্রণয়ন করে সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজসমূহে সম্পূর্ণ অটোমেশন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার মাধ্যমে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে।
- নার্সিং শিক্ষা সম্প্রসারণে সরকারি পর্যায়ে ৬৯টি নার্সিং ও মিডওয়াইফারি প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি পর্যায়ে ৩৭২টি নার্সিং ও মিডওয়াইফারি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৩টি সরকারি আইএইচটি, ১১২টি বেসরকারি আইএইচটি এবং ১৮ টি সরকারি ও ২০০ টি বেসরকারি ম্যাটস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- মাতৃ-শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে যুগোপযোগী কার্যক্রম। ৪১৪৩টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, ২৩০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং ০৩টি বিশেষায়িত মা ও শিশু কল্যাণ হাসপাতালের মাধ্যমে মা ও শিশু স্বাস্থ্যের পাশাপাশি কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা এবং নিরাপদ প্রসব ও মাতৃত্ব সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সারাদেশে প্রতিমাসে প্রায় ৩০,০০০ স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজনের মাধ্যমে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাগণ তৃণমূল পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছে।
- চিকিৎসা শিক্ষাকে বিশ্বমানে উন্নীত করার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ চিকিৎসা শিক্ষা অ্যাক্রিডিটেশন আইন, ২০২৩' প্রণয়ন করা হয়েছে।
- চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকায়নের জন্য বিজ্ঞানের নতুন ধারা এবং কলাকৌশল উদ্ভাবনের জন্য ফেলোশিপ এবং অনুদান প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। 'সমন্বিত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কিত নীতিমালা, ২০২১' এর আওতায় অর্থ বিভাগের বরাদ্দকৃত ১০০ কোটি টাকার তহবিল থেকে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান গবেষণায় অর্থায়ন করা হচ্ছে।
- বাংলাদেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুগঠিত করা, হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা, রোগীর যত্ন এবং গবেষণামূলক কর্মকাণ্ডের উৎকর্ষতার জন্য বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড এর ঢাকার মিরপুরে ০১টি সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়াও, বেসরকারিভাবে ৬২টি ডিপ্লোমা পর্যায়ের হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ডের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা বিষয়ে সরকারিভাবে ০১টি স্নাতক পর্যায়ের মেডিকেল কলেজ এবং ০১টি ডিপ্লোমা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, বেসরকারিভাবে ০২টি স্নাতক পর্যায়ের ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ এবং ২৪টি ডিপ্লোমা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে অধিকতর সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে এ বিভাগ নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশে ২ কোটি ৭৭ লক্ষ ৩৫ হাজার জন সক্ষম দম্পতিদের মধ্যে পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা প্রায় ২ কোটি ১৭ লক্ষ ৮৯ হাজার এবং পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার ৭৮.৫৬%। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে ১.৩৭% হয়েছে (BSVS-2020)। প্রতি এক হাজার জীবিত জন্মে মাতৃমৃত্যু হার বর্তমানে হ্রাস পেয়ে ১.৬৩ হয়েছে (BSVS-2020) এবং নবজাতকের মৃত্যু হার বর্তমানে হ্রাস পেয়ে প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ১৫ হয়েছে (BSVS-2020)।
- সারাদেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং রিপোর্ট জেনারেশনের সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে ডিজিটাল করার মানসে উন্নয়ন সহযোগীদের সহযোগিতায় ই-রেজিস্টার (EMIS) প্রণয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এই ইএমআইএস কর্মসূচির আওতায়, জুন ২০২১ মাস পর্যন্ত সারাদেশে ৭,২৯৩ জন পরিবার কল্যাণ সহকারী; ১,৮৭৯ জন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক এবং ২,২৯১ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা এবং উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার ট্যাব ব্যবহার করে পরিবার পরিকল্পনা এবং

মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেন। তথ্য ও সেবা প্রদানের জন্য 'সুখী পরিবার' নামক ২৪ ঘন্টা/৭ দিন কল সেন্টার (১৬৭৬৭) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

- মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুণগত সেবা প্রদানের নিমিত্ত দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ে ১৭ ব্যাচে ০৪ ধরনের প্রশিক্ষণে মোট ৩০৩ জনকে, ১১টি RPTI, ১টি FWVTI -তে ১০ ধরনের প্রশিক্ষণে ৩০৪ ব্যাচে মোট ৫,৮২৭ জনকে ও ২০ টি RTC-তে ০৮ ধরনের প্রশিক্ষণে ৩০৯ ব্যাচে মোট ৬,৯৯০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন (TRD) অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ে "কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাথমিক পরিচর্যা","প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা ও সুরক্ষা বিষয়ক কারিকুলাম" এবং 'দুর্যোগ প্রতিরোধ এবং ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক ০১টি কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে। 'শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ এবং শিশু অধিকার' ও 'দলগত প্রশিক্ষণ' বিষয়ক ০২টি কারিকুলাম মুদ্রণ করা হয়েছে। তাছাড়া, ২০২০-২১ অর্থ বছরে নিপোর্ট ৩টি জতীয় সার্ভে ও ১১টি গবেষণা পরিচালনা করেছে।
- পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন অস্থায়ী, দীর্ঘমেয়াদী ও স্থায়ী পদ্ধতির সেবা প্রদান, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা, তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ, ইএমআইএস ইত্যাদি বিষয়ে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ৮টি ইউনিট ও ৭টি অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে ৭৪৩টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে মোট ১৯,১৯৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, অধিদপ্তরের কার্যক্রম ও সেবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১২,২৯৩ জনের অংশগ্রহণে ৩৪৯টি সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।
- কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় অস্থায়ী ক্যাম্পে অবস্থানরত জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের সেবা প্রদানের জন্য মোট ৭টি মেডিকেল টিম ও ১৫টি এনজিও কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ দুইটি উপজেলার পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের ক্লিনিক ও ৬টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার ভাসানচরে স্থানান্তরিত (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন২০২১ পর্যন্ত) মোট ৩২৪৯ জন রেজিস্ট্রেশনকৃত দম্পতিকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- চলমান '৪র্থ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি '-এর আওতায় স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪৯টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC) নির্মাণ কাজ, ৩৩টির পুনঃনির্মাণ কাজ, ০২টির উন্নীতকরণ কাজ, ২৭টি ১০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, ০২টি আইএইচইটি, ০২টি ম্যাটস এবং ৯টি উপজেলা ষ্টোর কাম পরিবার পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের লাইব্রেরিতে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' স্থাপন করা হয়েছে। ৮টি বিভাগে ৮টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রকে মডেল মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে ব্যাপকভাবে সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এমসিএইচটিআই, আজিমপুর এবং এমএফএসটিসি, মোহাম্মদপুরসহ ৫৮টি জেলা শহরে বিদ্যমান মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে 'ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার' চালু করা হয়েছে; এছাড়াও ৩০০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে 'কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কর্ণার' চালু করা হয়েছে। মাতৃমৃত্যু রোধে গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় চালুকৃত সফল উদ্ভাবনী উদ্যোগ 'মাতৃমৃত্যুমুক্ত কাপাসিয়া মডেল' আরও ১০০টি উপজেলায় বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান আছে।
- মাতৃমৃত্যু, শিশুমৃত্যু ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস এবং গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য সূচকে পার্শ্ববর্তী যে কোনো দেশের তুলনায় বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে।
- দেশের আপামর জনসাধারণের জন্য আধুনিক, মানসম্মত এবং সাশ্রয়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ সদা সচেষ্ট ও বদ্ধ পরিকর।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের পরিচিতি, রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

চিকিৎসা শিক্ষার সম্প্রসারণ, মানোন্নয়ন ও পরিকল্পিতভাবে মানব সম্পদ উন্নয়ন ব্যতীত জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ লক্ষ্য অর্জনে চিকিৎসা শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে বিভক্ত করে দু'টি আলাদা বিভাগ গঠনের উদ্যোগ নেন। এরই ধারাবাহিকতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গত ১৬/০৩/২০১৭ তারিখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠন করে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ (Health Services Division) এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ (Medical Education and Family Welfare Division) দুটি বিভাগ গঠন করা হয়। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- মানসম্মত স্বাস্থ্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকরণ, সর্বজনীন পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ, মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা জোরদারকরণ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন এবং গবেষণা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সম্প্রসারণ। এ লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, নিপোর্ট, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের নার্সিং শিক্ষা উইং, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, মেডিকেল কলেজসমূহ, নার্সিং কলেজ, নার্সিং ইনস্টিটিউট, আইএইচটি, ম্যাট্স, ইউনানী, আয়ূর্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক ও মিডওয়াইফারিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে।

রূপকল্প (Vision)

সকলের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং সাশ্রয়ী পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান

অভিলক্ষ্য (Mission)

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে মানসম্মত স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং সবার জন্য সাশ্রয়ী ও গুণগত পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান নিশ্চিত করা

বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

১. চিকিৎসা শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত যুগোপযোগী আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;
২. স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত স্থাপনা নির্মাণ, পরিদর্শন, রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণ;
৩. স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান এবং জনগণের প্রত্যাশিত স্বাস্থ্যসেবার পরিধি সম্প্রসারণ;
৪. শিশু, কিশোর, প্রজনন ও মাতৃ স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং মাঠ পর্যায়ের
মনিটরিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
৫. স্বাস্থ্য শিক্ষা ও জনসংখ্যা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি।

সাংগঠনিক কাঠামো

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ-এর সাংগঠনিক কাঠামো

কার্যপরিধি

১. পরিবার পরিকল্পনা, চিকিৎসা শিক্ষা, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল, নার্সিং ও মিডওয়াইফারী, দেশজ, হোমিওপ্যাথিক, ফার্মাসিউটিক্যাল, ম্যাটস ও আইএইসটি, চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার যন্ত্র বিষয়ক নীতি, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা;
২. বিএমডিসি, এসএমএফ, বিএমআরসি, বিএনএমসি সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং মেডিকেল, ডেন্টাল, নার্সিং ও মিডওয়াইফারী পেশাদার এবং বিকল্প চিকিৎসক কর্মীদের রেজিস্ট্রেশন এবং মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
৩. পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে জাতীয় ও সামাজিক পর্যায়ে প্রচারণা ও প্রণোদনা প্রদান;

কার্যপরিধি

৪. জন্ম নিয়ন্ত্রণ উপকরণ ক্রয়, মজুদ এবং বিতরণ, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সহায়তা প্রদান;
৫. স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ, নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর, ইউনানী, আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক, নিমিউ এন্ড টিসি, টেমো এবং অধীনস্থ অন্যান্য দপ্তরের প্রশাসনিক বিষয়াদি;
৬. বিভাগের সম্পত্তি, আইন, বাজেট, পরিসংখ্যান, ফিস ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা।

জনবল (কর্মকর্তা)

ক্রম.	পদের নাম	পদের সংখ্যা
১	সচিব	১
২	অতিরিক্ত সচিব	২
৩	যুগ্মসচিব	৪
৪.	উপসচিব	১৩
৫.	উপপ্রধান	১
৫.	সচিবের একান্ত সচিব (সি,স,স)	১
৬.	সিনিয়র সহকারী সচিব	২৯
৭.	সি.সহ. প্রধান/সহকারী প্রধান	৯
৮.	সিস্টেম এনালিস্ট	১
৯.	প্রোগ্রামার	১
১০	সহকারী প্রোগ্রামার	২
১১	সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জি:	১
১২	সিনিয়র কম্পি: অপারেটর	১
১৩	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১
১৪.	লাইব্রেরিয়ান	১
	মোট =	৬৮

জনবল (কর্মচারী)

১.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯
২.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২১
৩.	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পি: অপা:	১৩
৪.	অফিস সহ: কাম কম্পিউ: অপা:	২৮
৫.	হিসাবরক্ষক	০১
৬.	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১
৭.	ক্যাশিয়ার	০১
৮.	ক্যাটালগার	০১
৯.	কম্পিউটার অপারেটর	০৬
১০.	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	০১
১১.	অফিস সহায়ক	৪৩
	মোট=	১৪৫

অফিস সরঞ্জামাদির তথ্য

ক্রমিক	নাম	পরিমাণ
০১.	জীপ	০১
০২.	মাইক্রোবাস	০৫
০৩.	মোটর সাইকেল	০১
০৪.	ফটোকপিয়ার মেশিন	০৫

অধিদপ্তর, দপ্তর, সংস্থা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
ম্যাটস
আইএইচটি
ইউনানী আয়ুর্বেদিক কলেজ
নার্সিং কলেজ / ইন্সটিটিউট
মেডিকেল কলেজ

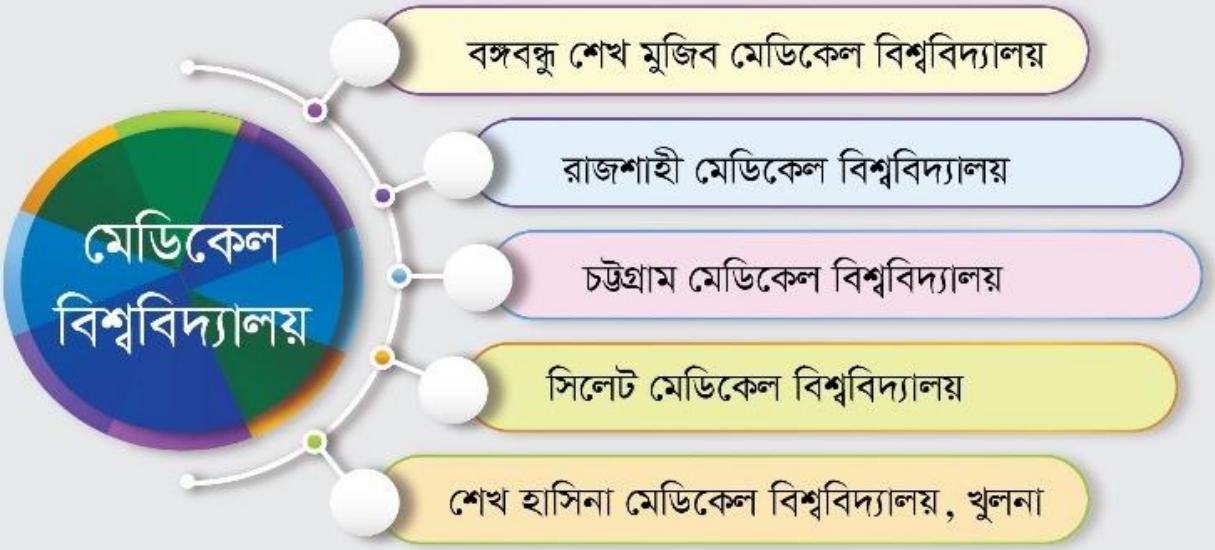
মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা

অনুবিভাগভিত্তিক কর্মবণ্টন

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতায় ০৬টি অনুবিভাগ রয়েছে। অনুবিভাগভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(১) প্রশাসন অনুবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

- প্রটোকল, সাধারণ সেবাসহ সাধারণ প্রশাসন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ, স্থানান্তর, স্থায়ীকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- নিয়োগ বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন/পদবি পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- নিয়োগ, বদলি, পদায়ন, ছুটি, লিয়েন, পদোন্নতি, নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র প্রদান, বেতন বৈষম্য দূরীকরণ, অনিয়মিত নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- প্রেষণ, ইস্তফা, পিআরএল, অবসর গ্রহণ, গ্রেডেশন তালিকা প্রণয়ন সংক্রান্ত রেফার্ড কেস ও প্রশাসনিক কার্যক্রম;
- বিভাগের বিভিন্ন অনুবিভাগ, অধিশাখা, ও শাখায় কার্যক্রম বণ্টন এবং সামঞ্জস্যকরণ;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;,
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় মন্ত্রীর বক্তৃতা প্রস্তুত সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- জাতীয় সংসদে স্থায়ী কমিটির কার্যসমূহ, জাতীয় সংসদ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- সংসদে উপস্থাপিত প্রশ্নপত্রের জবাব প্রণয়ন ও প্রেরণ;
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রদান ও সভায় অংশগ্রহণ;
- জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় নিশ্চিতকরণ;
- এ বিভাগ ও বিভাগের অধীনস্থ অধিদপ্তর এবং দপ্তরসমূহের স্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, ভূমি ব্যবস্থাপানা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- এ বিভাগের ও বিভাগের অধীনস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন, অন্যান্য অগ্রিম ও ঋণ মঞ্জুরী এবং কর্মচারীদের কল্যাণ ও সেবা বিষয়ক কার্যাবলী;
- ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও বোর্ড, মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল, রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ, বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল এবং চিকিৎসা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন প্রদানকারী অন্যান্য সংস্থা সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাবলী;
- মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও কর্ম সম্পাদন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে Performance Management কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- বিভাগ ও বিভাগের অধীনস্থ অধিদপ্তর, দপ্তর, সংস্থাসমূহের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান এবং জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যক্রম মনিটরিং ও এ বিষয়ে নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা/কর্মশালায় প্রতিনিধি মনোনয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ইআরডি, অর্থ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর অফিস-এর সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার, কর্মশালা, বিদেশে শিক্ষাসফর, দেশি-বিদেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত ফেলোশিপ, উচ্চ শিক্ষা কোর্সে বৃত্তি, শিক্ষা ছুটি, প্রেষণ ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- যানবাহন ক্রয়, সংগ্রহ ও মেরামতের বিষয়ে আর্থিক/প্রশাসনিক মঞ্জুরি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন ও জেন্ডার ইস্যু সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- এ বিভাগ এবং এ বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের সার্বিক কার্যক্রমের সমন্বয়, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন;
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

(২) জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ ও আইন অনুবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

- জনসংখ্যা নীতিসহ জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত আইন/বিধি/প্রবিধি/কৌশল/এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন/সংশোধন, হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- 'জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ' এবং 'জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের নির্বাহী কমিটি' সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- Partners in Population and Development (PPD)-এর প্রজনন স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)-এর সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- নিপোর্ট-এর প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়াবলী (curriculum, training calendar/plan প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ইত্যাদি) সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ম্যাটারনাল, শিশু, নবজাতক, প্রজনন এবং adolescent স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কার্যক্রম;
- জনসংখ্যার বিভিন্ন অংশ (শিশু, নারী, প্রতিবন্ধী ইত্যাদি) উপর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত স্বাস্থ্যগত প্রভাব ও তার প্রতিকার সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের গবেষণা, সমীক্ষা, কেস স্টাডি সংক্রান্ত কার্যক্রম,
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আওতায় জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিভাগীয় মামলা ও শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রমের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার তথ্যবিবরণী প্রণয়ন ও মামলা পরিচালনা সম্পর্কিত কার্যক্রম;
- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিভাগীয় মামলা ও শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আদালতে/প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত আপীল সম্পর্কিত কার্যক্রম;
- রীট পিটিশন, সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ, আপীল বিভাগের বিবেচ্য যাবতীয় বিষয়, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও আপীলেট ট্রাইব্যুনালে দাখিলকৃত মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি;
- অধঃস্তন আদালতসমূহে দায়েরকৃত মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি, আদালত অবমাননার মামলা সম্পর্কে যাবতীয় কার্যক্রম।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

(৩) আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

- উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকুরী ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;
- উন্নয়ন বাজেটের আওতায় পদ সৃষ্টি, জনবল নিয়োগ, পদ সংরক্ষণ ও স্থানান্তর সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- অর্থ ছাড়, বরাদ্দ, ব্যয় ইত্যাদিসহ উন্নয়ন বাজেটের আওতায় আর্থিক ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- প্রকল্প/কর্মসূচির পরিচালক/লাইন ডাইরেক্টর এবং পণ্য সংগ্রহকারী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে অর্থ ন্যস্তকরণ, হিসাব সংগ্রহ, সমন্বয় ও সামঞ্জস্যবিধান;
- MTBF (Mid Term Budgetory Framework) প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের রাজস্বখাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- উন্নয়ন প্রকল্প /কার্যক্রমসমূহের প্রশাসনিক ও আর্থিক মঞ্জুরি, অর্থ ছাড়, ব্যয় বিবরণী প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ঋণ চুক্তির অধীন আইডিএ ও উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থা কর্তৃক অর্থায়িত ও ব্যয়িত অর্থের যাবতীয় হিসাব সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং হিসাব ও অডিট সংক্রান্ত স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের যাবতীয় কার্যক্রম;
- অডিট এবং অডিট আপত্তি নিস্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- পাবলিক একাউন্টস্ কমিটি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ;
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

(৪) উন্নয়ন অনুবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

- ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন/বাস্তবায়ন সমন্বয়;
- বিভিন্ন স্থাপনার নির্মাণ, মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের প্রকল্প গ্রহণ/বরাদ্দ, বাছাই, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়/তদারকি;
- স্থাপনার নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সংক্রান্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়;
- স্থাপনাসমূহ নির্মাণ, মেরামত, সংস্কার, সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়/তদারকি;
- নির্মাণ/মেরামত বাস্তবায়নকারী সংযুক্ত দপ্তরের প্রশাসনিক/আর্থিক বিষয়াবলি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, বর্ণিত কাজের জন্য গণপূর্ত ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ/সমন্বয়;
- ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামতের জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাস্তবায়ন;
- এ বিভাগের আওতায় যাবতীয় সংগ্রহ নীতিমালা প্রণয়ন ও সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকি;
- এ বিভাগের আওতাধীন (বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ইনস্টিটিউট/দপ্তরসমূহ) যাবতীয় ক্রয়/সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকি;
- Procurment Management Co-Ordination (PMCC)-এর কার্য সম্পাদনে দেশি ও বিদেশি পরামর্শক নিয়োগ ও তাদের কার্যক্রম সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ খাতের সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহকে এডিপি বরাদ্দের আওতায় প্রস্তাবের প্রশাসনিক/আর্থিক মঞ্জুরি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের অর্থপুষ্ট জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম;
- জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী বিক্রয়লব্ধ টাকার আর্থিক /প্রশাসনিক মঞ্জুরী সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরিবার কল্যাণ, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি এবং জনসংখ্যা সেক্টর এবং এ বিভাগের আওতাধীন সকল উন্নয়ন প্রকল্প, কর্মসূচির পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদনের সামগ্রিক কার্যাবলীর তদারকি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (২০১৭-২০২২) বাস্তবায়ন, মনিটরিং, পরিকল্পনা দলিল (PIP) সংশোধন ও অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ এবং সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যক্রম, দীর্ঘ মেয়াদী, স্বল্প মেয়াদী কর্মসূচি এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সার্বিক কার্যক্রম;
- সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, এসডিজি একশন প্ল্যান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যক্রম, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর (২০১৭-২০২২) কর্মসূচিভুক্ত অপারেশনাল প্ল্যানসমূহ অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- Mid Term Budgetory Framework/Roadmap প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ভবিষ্যৎ প্রকল্প/কর্মসূচির জন্য বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ এবং বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির ব্যাপারে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- কর্মসূচি/প্রকল্প দলিলাদি অনুমোদনের নিমিত্ত পরীক্ষা, পর্যালোচনা এবং অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশ এর সাথে অর্থায়ন চুক্তি সম্পাদনের জন্য যাবতীয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশ কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহের পর্যালোচনা মিশনের সাথে মতবিনিময়, সমন্বয়, সমঝোতা, চুক্তি বিনিময় ও স্বাক্ষর সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদানুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা, রোডম্যাপ ও অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান ও সমন্বয় সাধন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরিবার কল্যাণ, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি এবং জনসংখ্যা সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের বিষয়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে সমন্বয় সাধন সংক্রান্ত কার্যক্রম;

- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, NIPORT এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর-এর সকল উন্নয়ন কার্যাবলী পর্যালোচনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- প্রকল্পসমূহ/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- NEC এর ECNEC সভায় গৃহীত স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরিবার কল্যাণ, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি এবং জনসংখ্যা খাতের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সমন্বয়মূলক কার্যক্রম;
- বাংলাদেশ সরকার ও স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টিসেক্টর (২০১৭-২০২২) কর্মসূচির উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে যৌথভাবে Annual Program Review (APR), Mid-Term Review (MTR) সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- World Bank সহ সকল উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার সাথে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পাদন এবং সার্বিক সমন্বয় (Donor Co-ordination) সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

(৫) চিকিৎসা শিক্ষা অনুবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

- চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রমের নীতিমালা প্রণয়ন ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ এবং নীতিমালা বাস্তবায়ন ও অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- জাতীয় সংসদে চিকিৎসা শিক্ষা সংক্রান্ত উত্থাপিত বিষয়ে তথ্য প্রদান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকল কোর্সে ভর্তি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্নাতক/স্নাতকোত্তর কোর্স খোলার নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং আসন সংখ্যা নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর কোর্সে অধ্যয়নের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন ও হালনাগাদ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিভিন্ন মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে বিদেশি ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন সংক্রান্ত কার্যাবলী সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- নার্সিং খাতে বিভিন্ন শিক্ষা/কোর্সের নীতিমালা ও কারিকুলাম প্রণয়ন এবং হালনাগাদ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সরকারি/বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ/ডেন্টাল ইউনিট, মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস), ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি (আইএইচটি), ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- নার্সিং সেবার মান উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন, সূচক নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- নার্সিং শিক্ষা সংক্রান্ত সকল ধরনের প্রশ্নের জবাব ও তথ্যাদি জাতীয় সংসদে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে চাহিদার ভিত্তিতে প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আন্তর্জাতিক সংস্থা স্বীকৃত তালিকায় বাংলাদেশ সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও ডেন্টাল কলেজসহ এ বিভাগের আওতাভুক্ত অন্যান্য স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- নার্সিং কাউন্সিল, নার্সিং অধিদপ্তর, নার্সিং কলেজ ও ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাদের চাকুরী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বেসরকারি চিকিৎসকগণকে বিদেশে উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণ/চাকুরী গ্রহণের জন্য অনাপত্তি প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

(৬) বাজেট অনুবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় এ বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার বাজেট প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর এমবিএফ বা বর্ণনামূলক অংশ প্রস্তুতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত অর্থনৈতিক সমীক্ষার জন্য বিভাগের সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত প্রস্তুতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বাজেট বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC) ও বাজেট ওয়ার্কিংগ্রুপ (BWG) এর সভার আয়োজন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আওতাধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের পেনশন নিষ্পত্তিকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আওতাধীন সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের অর্থবছরের গৃহনির্মাণ, গৃহমেরামত লোন, মোটরগাড়ি, মোটরসাইকেল, কম্পিউটার অগ্রিম-এর মঞ্জুরি আদেশ প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- এ বিভাগের বিভিন্ন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার অনুকূলে বকেয়া পরিশোধ, নিজস্ব কোডে পুনঃউপযোজন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মেয়াদ উত্তীর্ণ চেকের পরিবর্তে নতুন চেক ইস্যু সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মৃত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রকার ঋণ মওকুফ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জিপিএফ অগ্রিম ঋণ উত্তোলন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

৭. ২০২২-২৩ অর্থ বছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

৭.১ গুরুত্বপূর্ণ আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন

ক) প্রণীত আইন:

- ১) 'বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ আইন, ২০২২
- ২) 'বাংলাদেশ চিকিৎসা শিক্ষা অ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০২৩'

খ) প্রণীত বিধিমালা/নীতিমালা:

- ১) 'বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জন এর কর্মচারী (অবসর ভাতা, অবসরজনিত সুবিধা ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল) বিধিমালা, ২০২৩'
- ২) 'বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জন এর কর্মচারী চাকরি বিধামালা, ২০২৩'
- ৩) 'মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা, ২০২৩'

গ) প্রণীতব্য উল্লেখযোগ্য আইনসমূহ:

- ১) 'বাংলাদেশ অ্যালাইড হেলথ শিক্ষা বোর্ড আইন, ২০২৩'
- ২) 'বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা আইন, ২০২৩'
- ৩) 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন, ২০২৩'
- ৪) 'সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন, ২০২৩'
- ৫) 'বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা আইন, ২০২১'
- ৬) 'বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা আইন, ২০২৩'

ঘ) প্রণীতব্য বিধিমালা/নীতিমালা:

- 'বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল চাকরি বিধিমালা ২০২৩'
- 'বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ বিধিমালা, ২০২৩'

৭.২ বিভাগের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী কার্যাবলী

(১) ২০২২-২৩ অর্থবছরের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অনুমোদিত কর্মরত ও শূন্যপদ সংখ্যা নিম্নরূপ:

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	রিটেনশনকৃত অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	২১১	১৪৫	৬৬	-	-
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)					
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	৫৪,৩৯৯ (রাজস্ব-৫৪২১৪ এবং উন্নয়ন ১৮৫)	৪০৯৮৩	১৩৪১৬		
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর	২৩৪৬	১২৩৩	১১১৩	-	-
নিপোর্ট	৮১৩	৫০৫	৩১৮	-	
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর	১১১১৩২	৬১৪৪	৪৯৮৮	-	
মোট	৬৮৯১১	৪৯০১০	১৯৯০১	-	

(২) ২০২২-২৩ অর্থবছরের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ০১ জন কর্মকর্তা ০১ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি দেওয়া হয় এবং ৫ জন কর্মকর্তা ও ১৮ জন কর্মচারী নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয়।

(৩) প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং দপ্তর/সংস্থার মোট ১৬৭ বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৫৬টি মামলা নিষ্পত্তি হয়। অনিষ্পন্ন/প্রক্রিয়াধীন বিভাগীয় মামলা রয়েছে ১১১ টি।

(৪) প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা:

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ সমূহের নাম	প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ ওয়ার্কশপের কর্মসূচির মোট সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	১৫টি	১০১৬ জন
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	৪৯৬টি	১০,০৭৮ জন
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, ঢাকা।	১৯টি	১৭৩৭ জন
নিপোর্ট	৩৪টি	১৩,৭২৩ জন
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর	-	-
সর্বমোট	৫৬৪টি	২৬,৫৫৪ জন

৭.৩ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন:

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ১৯৯৮ সাল থেকেই স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। ইতোমধ্যে ০৩টি সেক্টর কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এমডিজি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমডিজি অর্জনে পুরস্কৃত হয়েছেন । এরই ধারাবাহিকতায় ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৩ অর্জন করা। উক্ত সেক্টর কর্মসূচিতে মা ও শিশু স্বাস্থ্য নির্ভর পরিবার পরিকল্পনা সেবাকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কর্মসূচির আওতায় কৈশোর স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির কার্যকর ব্যবহার, যৌন ও প্রজননসেবা, অপ্রত্যাশিত গর্ভধারণ হ্রাস, সিপিআর বৃদ্ধি, কৌশলগত স্বাস্থ্যসেবা, অপূর্ণ চাহিদার হার হ্রাস ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

চতুর্থ সেক্টর কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়নাধীন অপারেশনাল প্ল্যান।

৪র্থ সেক্টর কর্মসূচির আওতায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ৭টি, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর ১টি, নার্সিং অধিদপ্তর ১টি এবং নিপোর্ট ১টিসহ মোট ১০টি অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

ক্রম	অপারেশন প্লানের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	মেয়াদকাল
১.	ম্যাটারনাল, চাইল্ড রিপ্রোডাক্টিভ এন্ড এ্যাডোলেসেন্ট হেলথ (এমসিআরএএইচ) (২য় সংশোধিত)	১২৬৩.৯৫১৭	জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২৪
২.	প্রকিউরমেন্ট, স্টোরেজ এবং সাপ্লাই ম্যানেজমেন্ট (পিএসএসএম) (২য় সংশোধিত)	২০৪.০০৫৩	জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২৪
৩.	ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশন সার্ভিসেস ডেলিভারী কর্মসূচি (সিসিএসডিপি) (২য় সংশোধিত)	১৪১৯.৯৩৭১	জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২৪
৪.	প্ল্যানিং, মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন (পিএমই) (২য় সংশোধিত)	২০.৮৯	জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২৪
৫.	ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) (২য় সংশোধিত)	১৮১.৮৪	জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২৪
৬.	ফ্যামিলি প্ল্যানিং ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারি (এফপি-এফএসডি) (২য় সংশোধিত)	২০৯২.৯৩	জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২৪
৭.	ইনফরমেশন, এডুকেশন এন্ড কমিউনিকেশন (আইইসি) (২য় সংশোধিত)	২৯০.০০	জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২৪
৮.	নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি এডুকেশন সার্ভিসেস (এনএমইএস)	৩৫৪.১৪	জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২৪
৯.	ট্রেনিং, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (টিআরডি)	২৬৯.৮৬৩৬	জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২৪
১০	মেডিকেল এডুকেশন এন্ড হেলথ ম্যান পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট (এমইএন্ডএইচএমডি)	১৮৬৪.৫৭	জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২৪
মোট		৭৯৬২.১২৭৭	

প্রস্তাবিত পঞ্চম সেক্টর কর্মসূচির আওতায় এ বিভাগের মোট ১৫টি অপারেশনাল প্ল্যান

ক্রম	অপারেশন প্লানের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	মেয়াদকাল
১.	ম্যাটারনাল, চাইল্ড রিপ্রোডাক্টিভ এন্ড এ্যাডোলেসেন্ট হেলথ (এমসিআরএএইচ)	২৮২৯.৩০৫৮	জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৯
২.	প্রকিউরমেন্ট, স্টোরেজ এবং সাপ্লাই ম্যানেজমেন্ট (পিএসএসএম)	৪৯০.৭১	জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৯
৩.	ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশন সার্ভিসেস ডেলিভারী কর্মসূচি (সিসিএসডিপি)	২৪৩২.০০	জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৯
৪.	প্ল্যানিং, মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন (পিএমই)	৪৭.৬৪৪০	জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৯
৫.	ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস)	১১১২.৩২	জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৯
৬.	ফ্যামিলি প্ল্যানিং ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারি (এফপি-এফএসডি)	৩৪১৬.৭৫৯৩	জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৯
৭.	ইনফরমেশন, এডুকেশন এন্ড কমিউনিকেশন (আইইসি)	৫০৩.৭২	জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৯
৮.	নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি এডুকেশন সার্ভিসেস (এনএমইএস)	৬২০.৭৯	জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৯
৯.	পপুলেশন, ট্রেনিং, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট	৬৯২.২৯	জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৯
১০.	মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল এডুকেশন এন্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট (নাম এজডিইএইচআরডি)	৪৯৪০.৮৪	জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৯
১১.	অল্টারনেটিভ মেডিকেল এডুকেশন (এএমই)	৭৩৬.২৭৩০	জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৯
১২.	এডুকেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব এলাইড হেলথ ওয়ার্কফোর্স (ইডিএএইচডব্লউএফ)	২৯৩৩.৩৫	জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৯
১৩.	ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট (পিএফডি)	১৫৯৭৮.৪১৪০	জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৯
১৪.	হিউম্যান রির্সোসেস ডেভেলপমেন্ট (এইচআরডি-এমইএফডব্লিউডি)	৮৯.১২	জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৯
১৫.	ইমপ্রুভড ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট (আইএফএম-এমইএফডব্লিউডি)	১০৮.০১	জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৯
মোট		৩৬৯৩১.৫৪৬১	

সেক্টর প্রোগ্রামের পাশাপাশি বড় বড় স্থাপনা যেমন: মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ইত্যাদি নির্মাণের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের চলমান প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	মেয়াদকাল	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
০১.	ইলেকট্রনিক ডাটা ট্র্যাকিংসহ জনসংখ্যা ভিত্তিক জরায়ু-মুখ ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং কর্মসূচি (২য় সংশোধিত)	১৮৬.৪৫	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৪	বিএসএমএমইউ
০২.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণাঙ্গ শিশু কার্ডিওলজি ও শিশু কার্ডিয়াক সার্জারী ইউনিট স্থাপন	৭২.০৯	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪	বিএসএমএমইউ

০৩.	শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন, গাজীপুর	৮৩৯.২৮	ফেব্রুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২৪	স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর
০৪.	বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস এর আধুনিকায়ন এবং সম্প্রসারণ	৩০৩.৬৫	জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৬	বিসিপিএস
০৫.	বঙ্গমাতা ন্যাশনাল সেলুলার এন্ড মলিকুলার রিসার্চ সেন্টার স্থাপন	১৫১২.৫৭	নভেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২৬	বিএমআরসি
০৬.	রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন (আরএমইউ) স্থাপন	১৮৬৭.০৮	জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৬	রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
০৭.	ঢাকার আজিমপুরস্থ মাতৃসদন ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ডাক্তার, কর্মকর্তা, সিনিয়র স্টাফ নার্স ও প্রশিক্ষনার্থীদের হোস্টেল/ডরমেটরী নির্মাণ	৬৪.৩৩	জানুয়ারি ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২৪	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
০৮.	সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (এসএমইউ) স্থাপন	২০৩৬.৪১	জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৭	সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
০৯.	চাঁদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ স্থাপন	১৩৭০.৭৩	জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬	স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর
১০.	১০টি মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থীদের জন্য আধুনিক; সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ১৯টি হোস্টেল নির্মাণ	১৪২৮.৭৫	জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৭	
১১.	চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন	১৮৫৮.৭৯	জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৭	
	মোট	১৩২৫২.৭১		

পরিকল্পনা কমিশনে অপেক্ষমান প্রকল্পসমূহ:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	মেয়াদকাল
১.	মুগদা মেডিকেল কলেজের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ এবং আনুষাঙ্গিক সুবিধাদি সম্প্রসারণ	৬৭৪.৪১৫৩	জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬
২.	মাগুরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ স্থাপন	১৪৭০.৮৩০৮	জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬
৩.	শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ, হবিগঞ্জ স্থাপন	১৬০০.৭৬৫৫	জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬
৪.	শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, খুলনা স্থাপন	১৯৪৩.৩৬৬৩	জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬
৫.			
মোট		৫৬৮৯.৩৭৭৯	

২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	মেয়াদকাল	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১.	চাঁদপুর ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি স্থাপন	৬৭.৮৫৫৬	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪	স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর
২.	নওগাঁ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ স্থাপন	১৪৯২.৮৩	জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬	স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর
৩.	খুলনা ডেন্টাল কলেজ এন্ড হাসপাতাল স্থাপন	১৪৬৩.০১৫৪	জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬	স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর

৪.	ঢাকা ডেন্টাল কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন	৪৪৭.৭৫১৯	জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬	স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর
৫.	শেখ হাসিনা জাতীয় স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি স্থাপন	৯৮৮.৫০	জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬	স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর
৬.	৫টি নার্সিং হোস্টেল নির্মাণ	৯০.০০	জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৭	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
৭.	তাজউদ্দিন আহমেদ নার্সিং কলেজের হোস্টেল সম্প্রসারণ ও আবাসিক ভবন নির্মান	১৫০.০০	জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৭	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
৮.	মাদারীপুর আঞ্চলিক নার্সিং ও মিডওয়াইফারি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন	৩০০.০০	জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৭	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
	মোট	৪৯৯৯.৯৫২৯		

সম্প্রতি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	মেয়াদকাল
১.	"রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়" স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	১৮৬৭০৮.০০ লক্ষ টাকা	জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৬
২.	"সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (আরএমইউ)" স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	২০৩,৬৪২.০০ লক্ষ টাকা	জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৭
৩.	১০টি মেডিকেল কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ১৯টি হোস্টেল নির্মাণ	১৪২৮৭৫.৩১ লক্ষ টাকা	জুলাই ২০২৩ – জুন ২০২৭
৪.	"চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প	১৮৫৮৭৯.০০ লক্ষ টাকা	জুলাই ২০২৩ – জুন ২০২৭
৫.	চাঁদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	১৩৭০৭৩.৫২ লক্ষ টাকা	জুলাই ২০২৩ – জুন ২০২৫

উন্নয়ন পরিকল্পনায় গৃহীত নতুন উদ্যোগ:

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ খাতে সরকারের গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ২০২৪ সালের মধ্যে ২২টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেফ্রোলজি ইউনিট ও ডায়ালাইসিস সেন্টার এর জন্য পূর্ণাঙ্গ পদ সৃজন, চলমান '৪র্থ স্বাস্থ্য , জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি' (HPNSDP) এর আওতায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০২৪ সালের মধ্যে ক্রমপুঞ্জিভূত হিসেবে সারাদেশে মোট ১৩০ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, ১৬৫ টি ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, স্বাস্থ্য শিক্ষার উন্নয়নে ১৬ টি ইন্সটিটিউট অব হেলথ টেকনলজি এবং ১৭ টি নার্সিং কলেজ নির্মাণ করা হবে। দেশের জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য 'বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০১২' বাস্তবায়নে ২০২৫ সালের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা খাতে মনিটরিং ও প্রচার কর্মসূচীর আওতায় সুনির্দিষ্ট 'অপারেশনাল প্ল্যান' বাস্তবায়ন করা হবে, সকল স্তরের হাসপাতালসমূহে ২০২৫ সালের মধ্যে 'বায়োমেট্রিক পদ্ধতি' চালু করা হবে। এছাড়াও সকল প্রকার ক্রয়কার্যে স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে ২০২৬ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সকল ক্রয় কার্য সম্পন্ন করা হবে।

৭.৪ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

ক) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় প্রধান অর্জনসমূহ নিম্নরূপ:

- ২০২১ সালে "শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা" এবং "বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ, সুনামগঞ্জ" অনুমোদিত হয়;
- দ্বি-স্তর বিশিষ্ট পরিবার পরিকল্পনা ক্যাডার গঠনের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পরিবার পরিকল্পনা) গঠন ও ক্যাডার আদেশ, ২০২০ সংশোধিত' গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়;

- 'The Bangladesh Civil Service Recruitment Rules 1981' সংশোধনপূর্বক বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পরিবার পরিকল্পনা) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২০ করা হয়;
- চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ০৮টি Simulation Lab স্থাপন করা হয়;
- ০৫ টি স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণাঙ্গ ও বিষয়ভিত্তিক পদ সৃজন সম্পন্ন হয়;
- ২৫ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং ১২টি ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মিত হয়।

৭.৫ শুদ্ধাচার কার্যক্রম:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। এ কৌশলের মূল লক্ষ্যে হলো শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। সরকারকে অব্যাহতভাবে এ লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে মর্মে শুদ্ধাচার কৌশলে উল্লেখ রয়েছে। তারই আলোকে গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ বিভাগের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনার আলোকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত কর্মসম্পাদন সূচক বাস্তবায়ন ছাড়াও শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক কার্যক্রমের আওতায় নিম্নোক্ত চারটি কার্যক্রম সম্পন্ন করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়:

- সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
- রংপুর মেডিকেল কলেজ এবং বেসরকারি রংপুর কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ পর্যবেক্ষণ এবং মানোন্নয়ন
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উপকরণ ও সরবরাহ ইউনিটের ক্রয় ও সরবরাহ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মানোন্নয়ন কার্যক্রম এবং
- ময়মনসিংহ নার্সিং কলেজ এবং সালেসিয়ান সিস্টার্স নার্সিং কলেজ পর্যবেক্ষণ এবং মানোন্নয়ন।

৭.৬ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম:

গৃহীত উদ্যোগসমূহ

নাগরিক সেবা দ্রুত ও সহজলভ্য করা এবং জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে বিভিন্ন উদ্ভাবনী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটি কার্যক্রম নিম্নরূপ:

সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজে বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির আবেদন অনলাইনে গ্রহণ সংক্রান্ত উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন:

সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজে ভর্তিচ্ছু বিদেশি শিক্ষার্থীদের নিকট হতে ভর্তির আবেদন ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হতো। বর্ণিত নীতিমালার বিধান অনুযায়ী ভর্তিচ্ছু বিদেশি শিক্ষার্থীর ভর্তির আবেদন সংশ্লিষ্ট দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আবেদনসমূহ স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করে। স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষার্থীদের মার্কস সমতাকরণ সম্পন্ন করার পর যোগ্য (Eligible) শিক্ষার্থীগণ সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়ে থাকেন। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের ভর্তির আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত সময়সীমা প্রতিপালনে ব্যত্যয়, মার্কস সমতাকরণ ব্যতীত বেসরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি এবং অনৈতিক তদবিরসহ বিভিন্ন ধরনের অনিয়মের উদ্ভব ঘটতো।

উদ্ভাবনী ধারণা: স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা-২০২০' সংশোধন করে মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা-২০১২' প্রণয়নপূর্বক বিদেশি শিক্ষার্থীদের আবেদন গ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়ঃ

"১০.২ সরকারি/বেসরকারি মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে ভর্তির জন্য বিদেশি শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ভর্তির বিজ্ঞপ্তি জারির পর স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্ধারিত অনলাইন প্লাটফর্মে আবেদন করবে। অতঃপর অনলাইন আবেদনের একটি প্রিন্টেড কপি এবং নিজ নিজ দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমানের সনদপত্র ও নম্বরপত্রের সত্যায়িত কপিসহ সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে অথবা বাংলাদেশে অবস্থিত ঐ দেশের দূতাবাসের মাধ্যমে অথবা বাংলাদেশের জন্য নির্ধারিত ঐ দেশের দূতাবাসের মাধ্যমে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদনপত্র প্রেরণ করবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রাপ্ত আবেদনসমূহের তালিকা প্রস্তুত করে আবেদনগুলো স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরে এবং একটি তালিকা স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে প্রেরণ করবে।"

সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজে বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তির আবেদন হার্ড কপির পাশাপাশি অনলাইনে গ্রহণের লক্ষ্যে 'www.dgme.gov.bd' পোর্টালে একটি অনলাইন প্লাটফর্ম প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্লাটফর্মের মাধ্যমে বিদেশি শিক্ষার্থীদেরকে সরকার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভর্তির আবেদন অনলাইনে দাখিল করে তার প্রিন্টেড কপিসহ হার্ড কপি দাখিল করতে হবে। ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির সার্কুলারে অনলাইনে আবেদন দাখিলের বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর কোর্সে অধ্যয়নের জন্য সরকারি চিকিৎসকদের 'প্রেষণ মঞ্জুর সেবা' সহজিকরণ:

পূর্বে সরকারি চিকিৎসকগণ দেশের অভ্যন্তরে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রেষণ মঞ্জুরের আবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে স্ব স্ব অধিদপ্তরে প্রেরণ করতেন। একজন চিকিৎসককে তার কর্মস্থল অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে উপজেলা/জেলা/বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে তার সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরে আবেদন প্রেরণ করতে হতো। সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর আবেদন পর্যালোচনাপূর্বক স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে প্রেরণ করতো। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে প্রেরিত আবেদনগুলো প্রেষণ মঞ্জুরের জন্য নথিতে উপস্থাপনপূর্বক অনুমোদন গ্রহণ করে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে প্রেরণ করা হতো। পরবর্তীতে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ হতে প্রেষণ আবেদন মঞ্জুর/নামঞ্জুর করা হতো। এ দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় প্রেষণ পাওয়ার ক্ষেত্রে একজন চিকিৎসককে অনেক সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করতে হতো। প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতার জন্য অনেক সময় কোর্স শুরু হওয়ার ২/৩ মাস পর জি.ও. জারি করা হতো। ফলে শিক্ষার্থীগণকে বিলম্বে কোর্সে যোগদান করতে হতো।

বর্তমানে চিকিৎসকদের প্রেষণ মঞ্জুরের আবেদন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের HRIS এর মাধ্যমে Online এ গ্রহণ করার ফলে এ সেবাটি সহজতর উপায়ে প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। চিকিৎসকদের 'প্রেষণ মঞ্জুর সেবা' সহজিকরণের রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত রোডম্যাপ অনুযায়ী উচ্চতর কোর্সে অধ্যয়নের নিমিত্ত ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সরকারি চিকিৎসকগণ নির্ধারিত ফরম্যাটে স্ব-স্ব নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের ক্লিয়ারেন্সসহ সরাসরি স্ব-স্ব অধিদপ্তরের Web Portal এ আবেদন করতে পারছেন। স্ব-স্ব অধিদপ্তর আবেদন পর্যালোচনাপূর্বক স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে প্রেরণ করে। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা আবেদন যাচাই-বাছাই করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জি.ও. জারি করে।

সেবা সহজিকরণের বর্ণিত প্রক্রিয়াটি প্রাথমিকভাবে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের চিকিৎসকগণের জন্য অনুসৃত হচ্ছে। পরবর্তীতে অন্যান্য চিকিৎসকগণের জন্য অনলাইন প্লাটফর্ম প্রস্তুত হলে একই প্রক্রিয়ায় সেবা সহজীকরণ করা হবে।

সরকারি মেডিকেল কলেজ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুর সেবা সহজিকরণ:

সরকারি মেডিকেল কলেজ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুর সংক্রান্ত কার্যক্রম স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের পারসোনেল-১ শাখা হতে সেবাটি প্রদানের ক্ষেত্রে সময়, খরচ ও ভ্রমণ (সরকারি অফিসে যাতায়াত) কমানোর উদ্দেশ্য সেবাটি সহজিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যা প্রসেস ইনোভেশন কার্যক্রম হিসেবে পরিগণিত।

আলোচ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগের (প্রসেস ইনোভেশন) আওতায় সেবা প্রদানে কয়েকটি ধাপ কমিয়ে সেবাটির সহজিকরণ প্রসেস ম্যাপ (নতুন) প্রণয়ন ও অনুমোদন করা হয়।

সরকারি মেডিকেল কলেজ হতে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর-এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুরের আবেদন প্রেরণের ক্ষেত্রে পূর্বের প্রসেস ম্যাপ অনুযায়ী এ বিভাগের আওতাধীন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর পর্যায়ে ৭টি ধাপ অতিক্রম করতে হতো। কিন্তু স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর হতে আবেদন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে প্রাপ্তিতে দীর্ঘ সূত্রিতা দূরীকরণে নতুন প্রসেস ম্যাপ অনুসারে সরকারি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পর্যায়ের কর্মরতদের শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুরের আবেদন সরাসরি স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে প্রেরণ (অনুলিপি স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে প্রেরণ) করছেন।

পূর্বের প্রসেস ম্যাপ অনুসারে সরকারি মেডিকেল কলেজ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুর প্রক্রিয়ায় মোট ধাপ সংখ্যা ছিল: ২৮টি, সম্পৃক্ত জনবল ছিল ২৪ জন এবং সময় লাগতো ২৯ দিন। কিন্তু নতুন প্রসেস ম্যাপ অনুসারে ধাপ সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে ২০টি, সম্পৃক্ত জনবল ০৯ জন এবং সময় নির্ধারণ করা হয়েছে ১৮ দিন।

সরকারি মেডিকেল কলেজ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুর সংক্রান্ত সেবাটি বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপ-এর পরিবর্তে নতুন প্রসেস ম্যাপ (সহজিকরণ প্রসেস ম্যাপ) অনুসরণপূর্বক পরিচালনা করার জন্য এ বিভাগের আওতাধীন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর-এর মহাপরিচালক এবং দেশের সকল সরকারি মেডিকেল কলেজ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর অধ্যক্ষ-কে অনুরোধ করা হয়। নতুন প্রসেস ম্যাপ অনুযায়ী সেবা কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

সিটিজেন চার্টার-এর অন্তর্গত নাগরিক সেবার আওতায় 'তথ্য প্রদান' শীর্ষক সেবাটিকে ডিজিটাইজকরণ:

'ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩-এর আওতায় 'ন্যূনতম একটি সেবা ডিজিটাইজকৃত' শীর্ষক কার্যক্রম এর পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সিটিজেন চার্টার-এর অন্তর্গত নাগরিক সেবার আওতায় 'তথ্য প্রদান' শীর্ষক সেবাটিকে ডিজিটালাইজড করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এটুআই প্রোগ্রাম-এর কারিগরি সহযোগিতায় উক্ত সেবাটিকে ডিজিটালাইজড করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় এবং সেবাগ্রহীতাদের জন্য MyGov Digitization Platform-এ উন্মুক্ত করা হয়।

ইনোভেশন সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম (ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর আলোকে):

- '৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ক অবহিতকরণ' ০৫টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে;
- 'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন' বিষয়ক ২টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- 'সেবা সহজিকরণ' বিষয়ক ২টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- 'সেবা ডিজিটাইজেশন' বিষয়ক ২টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ আয়োজন।

৭.৭ তথ্য অধিকার ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম:

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর প্রবিধি ৩(১) এ বর্ণিত তফসিল-১ ও তফসিল-২ অনুযায়ী সম্পাদিত কার্যক্রম ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। সিটিজেন চার্টার এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন (তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট অংশ) এর কার্যক্রম এবং স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ৭ (সাত)টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন জমা পড়ে এবং সরবরাহকৃত তথ্যের হার ১০০%। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে ০১ (এক)টি অভিযোগ দাখিল করা হয় এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত কমিশনে বহাল থাকে।

৭.৮ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন:

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)'র ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে অভীষ্ট-৩ (সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ) সরাসরি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ অভীষ্টের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মাতৃ ও শিশু মৃত্যু হ্রাসকরণ, প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ, সংক্রামক ও অসক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণসহ সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং নিরাপদ, মানসম্মত, কার্যকর ঔষধ ও টিকা সরবরাহ নিশ্চিত করা। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-৩ (সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ) এর ৩.৭ লক্ষ্যমাত্রার ২টি সূচকে লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত যা নিম্নরূপঃ

লক্ষ্যমাত্রা ৩.৭:
২০৩০ সালের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা, তথ্য ও শিক্ষাসহ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবায় সার্বজনীন অধিকার নিশ্চিত করা এবং প্রজনন স্বাস্থ্যকে জাতীয় কৌশল ও কর্মসূচির অঙ্গীভূত করা। এর আওতায় ২টি সূচক রয়েছে-

- (৩.৭.১) আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা চাহিদা পূরণ করা হয়েছে, প্রজননক্ষম (১৫-৪৯ বছর বয়সী) এমন নারীর অনুপাত ২০৩০ সালের মধ্যে শতভাগে উন্নীত করা;
- (৩.৭.২) প্রতি ১,০০০ কিশোরী মায়েদের (১০-১৪ বছর ও ১৫-১৯ বছর বয়সী) মধ্যে সন্তান জন্মদানের হার ৫০ এ নামিয়ে আনা।

অগ্রগতি: বিডিএইচএস-২০১৪ অনুযায়ী পরিবার পরিকল্পনা আধুনিক পদ্ধতিতে প্রজনন চাহিদা (১৫-৪৯ বছর) পূরণের হার ছিল ৭২.৬%। বিবিএস ২০১৯ [মিকস] অনুযায়ী আধুনিক পদ্ধতিতে প্রজনন চাহিদা পূরণের হার ৭৭.৪%। অপরপক্ষে, প্রতি ১০০০ জন কিশোরী মায়েদের সন্তান জন্মদানের হার এসভিআরএস-২০১৫ অনুযায়ী ছিল ৭৫। উল্লেখযোগ্যভাবে এ হার হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে এ হার ৬৮ (এসভিআরএস-২০২২)। ইতোমধ্যে, মোট প্রজনন হার ২.১৫ (এসভিআরএস-২০২২), যা প্রতিস্থাপন লেভেলে পৌঁছেছে।

কো-লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে দায়িত্ব:

এ বিভাগ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-২ (ক্ষুধামুক্তি) এর ২.২ লক্ষ্যমাত্রার ২টি সূচক এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-৩ (সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ) এর ১৯টি সূচকসহ মোট ২২টি সূচকে কো-লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে লিড মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করে থাকে। কো-লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে লিড মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করে এমন গুরুত্বপূর্ণ সূচক এবং তাদের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

লক্ষ্যমাত্রা: ২.২
২০২৫ সালের মধ্যে অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী খর্বকায় ও রুদ্ধবিকাশ শিশুদের আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত সকল অভীষ্ট অর্জন এবং কিশোরী, গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী নারী ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ধরনের অপুষ্টির অবসান। সূচকদ্বয় নিম্নরূপ:

- অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে খর্বিত বিকাশের ব্যাপকতা (বয়স অনুযায়ী উচ্চতা বিবেচনায় শিশুদের বিকাশ সংক্রান্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদন্ডের মধ্যমা থেকে গড় বিচ্যুতি <-২) (২.২.১);

অগ্রগতি: বিডিএইচএস ২০০৭ অনুযায়ী এ হার ছিল ৪৩%। বর্তমানে এর ব্যাপকতা ২৪% (বিডিএইচএস ২০২২) হ্রাস পেয়েছে।

- অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে ক্ষীণতা ও স্থূলতার ধরণ অনুযায়ী অপুষ্টির ব্যাপকতা ও বিস্তার (বয়স অনুযায়ী উচ্চতা বিবেচনায় <-২ বছর বয়সী শিশুদের বিকাশ সংক্রান্ত বিশ্ব খাদ্য সংস্থার মানদন্ডের মধ্যমা হতে পরিমিত ব্যবধান) (২.২.২)।

অগ্রগতি: বিডিএইচএস ২০০৭ অনুযায়ী ক্ষীণতা ছিল ১৭%। বর্তমানে এটি হ্রাস পেয়ে ১১% এ দাঁড়িয়েছে (বিডিএইচএস ২০২২) ।

লক্ষ্যমাত্রা: ৩.১
২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী মাতৃমৃত্যুর অনুপাত প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে ৭০ এর নিচে নামিয়ে আনা এবং প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি ৮০% এ উন্নীতকরণ।

অগ্রগতি: মাতৃমৃত্যুর অনুপাত (এসভিআরএস ২০০৭) অনুযায়ী ছিল ২৫৯। বর্তমানে এ অনুপাত ১৫৬ (এসভিআরএস ২০২২)।

লক্ষ্যমাত্রা: ৩.২
২০৩০ সালের মধ্যে নবজাতক ও অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুর প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যু বন্ধের পাশাপাশি প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্মে নবজাতকের মৃত্যুহার কমপক্ষে ১২ তে এবং প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্মে অনুর্ধ্ব ৫ শিশুমৃত্যুর হার কমপক্ষে ২৫ এ নামিয়ে আনা।

অগ্রগতি: অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুর প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর হার ছিল ৫৮ (এসভিআরএস ২০০৭)। বর্তমানে এ হার ৩১ (এসভিআরএস ২০২২)। নবজাতক মৃত্যুর হার বর্তমানে ২০ (এসভিআরএস ২০২২), যা ২০০৭ সালে ছিল ১৯।

লক্ষ্যমাত্রা: ৩.৮
সকলের জন্য অসুস্থতাজনিত আর্থিক ঝুঁকিতে নিরাপত্তা, মানসম্মত অপরিহার্য স্বাস্থ্যসেবা এবং সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপদ, কার্যকর, মানসম্মত আবশ্যক ঔষধ ও টিকা সুবিধা প্রাপ্তির পথ সুগম করাসহ সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে লক্ষ্য অর্জন;

অগ্রগতি: সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা কভারেজ ৫২ (বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ২০১৬) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৪ (বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ২০১৯) এ দাঁড়িয়েছে।

সেক্টর কর্মসূচী এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে জনমিতিক সূচকে অর্জিত সাফল্য:

সূচক	২০২৩ সালের পরিসংখ্যান
গড় আয়ুষ্কাল	৭২.৪ বছর মহিলা-৭৪.২ বছর পুরুষ-৭০.৮ বছর
টিএফআর(TFR)	২.১৫
সিপিআর (CPR)	৬৪%
অপূর্ণ চাহিদা (Unmet need)	১০%
ছেড়ে দেওয়ার হার (Drop out)	৩৭%
নবজাতকের মৃত্যুর হার/১০০০ জীবিত জন্মে	২০/১০০০
এক বছর বয়সী শিশু মৃত্যুর হার/১০০০ জীবিত জন্মে	২৫/১০০০
পাঁচ বছরের নীচে শিশু মৃত্যুর হার/১০০০ জীবিত জন্মে	৩১/১০০০
দক্ষসেবা প্রদানকারী দ্বারা প্রসব সেবার হার	৭০%
প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবার হার	৬৫%
মাতৃমৃত্যুর অনুপাত/১০০০০০ জীবিত জন্মে	১৫৬/১০০০০০
গর্ভকালীন সেবা-১	৮৮%
গর্ভকালীন সেবা-৪	৪১%
বাল্য বিবাহ	৫০%
কৈশোরকালীন গর্ভধারণ	২৪%
শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো	৫৫%
খর্বাকৃত (Stunting)	২৪%
কৃশকায় (Wasting)	১১%
কম ওজন (Under Weight)	২২%
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১.২২%

উৎস: এসভিআরএস-২০২২ এবং বিডিএইচএস-২০২২

০৮. অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক কার্যক্রম:

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অধীনে চিকিৎসা শিক্ষা সম্পর্কিত কার্যক্রমের সাথে এ বিভাগের 'চিকিৎসা শিক্ষা অনুবিভাগ' এবং 'স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর' সম্পৃক্ত। চিকিৎসা শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন সরকারের টেকসই উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার অংশ। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন এবং জনস্বাস্থ্য নিশ্চিতে সরকার চিকিৎসা শিক্ষার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। চিকিৎসা শিক্ষার মান সমুন্নত রাখা এবং এর আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে উন্নত শিক্ষা লাভের সুযোগ সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। চিকিৎসা শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রি প্রদানের জন্য মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষায়িত চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মেডিকেল কলেজগুলোতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করে পাঠ্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ইতোমধ্যে চিকিৎসা শিক্ষার কারিকুলাম হালনাগাদ, আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। সরকারি/বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এ শিক্ষা ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধনে ও বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণে সরকার বদ্ধপরিকর।

৮.১ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে দেশের সাধারণ জনগণকে সাশ্রয়ী ও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের পরিকল্পনার বিষয়টি অধিক গুরুত্বের সাথে বিধৃত হয়েছে। সে লক্ষ্যে চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণার মান উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০৮টি বিভাগে ০৮টি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। ইতোমধ্যে দেশে নিম্নোক্ত ০৫টি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং অন্যান্য বিভাগে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.১.১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা:

দেশের প্রথম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ১৯৯৮ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়টি চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, যা এখন বাংলাদেশের মানুষের চিকিৎসা সেবার আশা-ভরসা ও আস্থার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আজ শুধু বাংলাদেশেই নয়, উপ-মহাদেশের সবচাইতে বড় হাসপাতাল ও চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয় আজ এদেশের চিকিৎসা শিক্ষা, সেবা ও গবেষণায় সাফল্যের ক্ষেত্রে এক অনন্য নাম।

বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বর্তমানে ৫৭টি বিভাগ রয়েছে। এছাড়া ৩/৪টি বিভাগ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ২০০০টি, এর মধ্যে অর্ধেকই দরিদ্র রোগীদের জন্য বিনা ভাড়ার শয্যা। প্রতিদিন এ হাসপাতালে বহির্বিভাগে নতুন পুরাতন মিলিয়ে প্রায় ১০০০০ জন রোগী চিকিৎসাসেবা নেয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এর ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সেবাসমূহ:

ক্রমিক নং	দপ্তর/বিভাগের নাম	রোগীর সংখ্যা
০১	আউটডোর নতুন রোগী চিকিৎসা নিয়েছে	১৪২৩৬৮২
০২	আউটডোর পুরাতন রোগী চিকিৎসা নিয়েছে	৫৬৯৪৭২
০৩	সাধারণ জরুরী বিভাগে রোগীর সেবা নিয়েছে	১৪৬৬৬
০৪	বৈকালিক স্পেশালাইজড কনসালটেশন সার্ভিসে নতুন রোগী	১৫৪৯৯৪
০৫	বৈকালিক স্পেশালাইজড কনসালটেশন সার্ভিসে পুরাতন রোগী	৬১৯৯৭
০৬	বীর মুক্তিযোদ্ধা চিকিৎসা সেবা	৬১৯৯৭
০৭	অপারেশন	১৯২৪
০৮	গাইনী ইনফার্টিলিটি অপারেশন	৫০৬৭৪
০৯	রোগী ভর্তি সংখ্যা	৩৬৬
১০	সাধারণ জরুরী বিভাগে রোগী ভর্তি	৩৭২৮২
১১	পিএমটিসি	৩৫০৫
১২	এ আর টি সেন্টার	৩২৩৩
১৩	পরিবার পরিকল্পনা সেবা	২৬০
১৪	টিকাদান (ইপিআই)	৪২০৬
১৫	ডেঙ্গু রোগী	২৬৪৫
১৬	ভ্যাকসিন (মোট টিকাদান)	১৪৫
১৭	করোনা রোগী ভর্তি হয়েছে (কেবিন ব্লক)	৫৫৩৬০
১৮	ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কোভিড ফিল্ড হাসপাতাল	৭০২২
১৯	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অতি-দরিদ্র রোগীর আর্থিক সহায়তা তহবিল	৮২১

সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল:

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫০ শয্যাবিশিষ্ট এ হাসপাতালটি দেশের প্রথম সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল। দেশের জনগণকে উন্নত চিকিৎসাসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৫৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০০টি ICU বেড, ১০০টি ইমার্জেন্সি বেডসহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে। সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে ইমার্জেন্সি এন্ড ট্রমা, হৃদরোগ, কিডনি রোগ, লিভার, গল ব্লাডার ও প্যানক্রিয়েটিক সার্জারী, অরগান ট্রান্সপ্লান্ট, ক্যান্সার, ইনফার্টিলিটি, শিশুরোগ, কার্ডিয়ো-থোরাসিক সার্জারি, ভাস্কুলার সার্জারি, নিউরোসার্জারিসহ বিভিন্ন জটিল রোগের বিশেষায়িত চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
- **সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে নিম্নলিখিত ৫টি সেন্টারভিত্তিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়:**

Sl no.	Name of the Center
1.	Cardio & Cerbro-vascular Center
2.	Emergency Medical Center
3.	Hepatobiliary & Liver Transplant Certer
4.	Kidney Diseases Center
5.	Maternal & Child Healthcare Center

৮.১.২ চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম:

চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের এখনও নিজস্ব কোনো ভবন তৈরি হয়নি। তাই, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল এন্ড ইনফেকশাস ডিজিসেস (বিআইটিআইডি) এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষ হতে চট্টগ্রাম বিভাগের সকল সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ/নার্সিং কলেজ ও ইনস্টিটিউটসহ সকল চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্ত হয়।

চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প বাস্তবায়ন:

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার ফৌজদারহাটে বক্ষব্যধি হাসপাতাল ক্যাম্পাসের ২৩.৯২ একর ভূমিতে চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। গত ০৫.০৯.২০২৩ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (সিএমআই) স্থাপন শীর্ষক ডিপিপি অনুমোদন হয়। প্রকল্পের মেয়াদ ০১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৭। বর্তমানে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম চলমান আছে।

চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ/ইনস্টিটিউট

ক্রমিক	অধিভুক্ত চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা
০১।	সরকারি মেডিকেল কলেজ	০৬
০২।	বেসরকারি মেডিকেল কলেজ	১০
০৩।	সরকারী ইনস্টিটিউট (এমডি কোর্স)	০১
০৪।	সরকারি ডেন্টাল কলেজ	০১
০৫।	বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ	০১
০৬।	সরকারি নার্সিং কলেজ	০৭
০৭।	বেসরকারি নার্সিং কলেজ	১৮
০৮।	বেসরকারি ইউনানি মেডিকেল কলেজ	০১
০৯।	বেসরকারি মেডিকেল টেকনোলজি	০৫
১০।	ইনস্টিটিউট অব কমিউনিটি অফথালমোলজি	০১

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সর্বমোট ৫৩টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যাতে প্রতি শিক্ষাবর্ষে মোট ৩৬৩৬ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। প্রতি সেশনে এমবিবিএস কোর্সে ১৪৮১, বিডিএস কোর্সে ১৩০, এমডি কোর্সে ০৫, বিএসসি ইন নার্সিং ও পোস্ট বেসিক নার্সিং কোর্সে ১৬০০ এবং অন্যান্য কোর্সে ৪২০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান-সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম:

- ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন প্রদান;
- বিভিন্ন পেশাগত পরীক্ষা গ্রহণ;
- বিভিন্ন পেশাগত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ;
- কলেজের সকল শিক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং করা;
- অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের গবেষণা কাজে উৎসাহ প্রদান করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় হতে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রান্ট প্রদান;
- বিভিন্ন সেমিনার ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম:

- ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৪৪ জন গবেষককে (অধিভুক্ত কলেজের শিক্ষকদের) বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জন্য গ্রান্ট প্রদান করা হয়। বর্তমানে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের গ্রান্ট প্রদানের কার্যক্রম চলমান আছে।
- লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্নার ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন করা হয়।
- চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল স্থাপন করা হয়।
- চিকিৎসা শিক্ষা ও সেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে ১৪ টি সায়েন্টিফিক সেমিনার এর আয়োজন করা হয়।
- ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ফাইনাল পেশাগত পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

- সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে ১ম, ২য়, ৩য় ও ফাইনাল পেশাগত এমবিবিএস ও বিডিএস, ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বর্ষ বিএসসি ইন নার্সিং, বিএসসি ইন মেডিকেল টেকনোলজি (ল্যাব ও ডেন্টাল), বিএসসি ইন অপ্টোমেট্রিসহ বিভিন্ন কোর্সে মোট ৩০টি পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং যথাসময়ে ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
- শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সাথে ০৮ টি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।
- অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে অংশীজনদের সাথে ০৬ টি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।
- প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অফিস ব্যবস্থাপনা, কর্মক্ষেত্রে শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা বিষয়ক এবং এপিএ বিষয়ক ৬০ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
- বিভিন্ন জাতীয় দিবস সরকার কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী পালন করা হয়।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার ও আলোচনা সভা করা হয়।

৮.১.৩ রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী:

'রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৬' মহান জাতীয় সংসদে পাশ হওয়ার মধ্য দিয়ে দেশের তৃতীয় মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস স্থাপনের জন্য রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৬৭.৭৮ একর জমি নির্বাচন করা হয়েছে।

প্রাথমিক ভৌত (অস্থায়ী) ও তথ্য প্রযুক্তিগত অবকাঠামো সৃষ্টি:

- রাজশাহীতে বিভাগীয় কন্টিনিউইং এডুকেশন সেন্টার (ডিসিইসি ভবন), রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কার্যালয়ে প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং রাজশাহী মেডিকেল কলেজ এর ২ নম্বর ভবনে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ এবং কলেজ পরিদর্শন দপ্তরের কাজকর্ম পরিচালিত হচ্ছে।
- রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট (অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের সুবিধাসহ) চালু হয়েছে।
- রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য রাজশাহীর বড়বনগ্রাম, বাজেসিলিন্দা এবং বারইপাড়া মৌজায় মোট ৬৭.৭৮ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত সম্মতিসহ প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব রাজশাহী জেলা প্রশাসন থেকে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

পরিচালনা সংক্রান্ত কমিটি গঠন ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পাদন:

- মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট গঠিত হয়েছে ও ইতিমধ্যে সিন্ডিকেটের ১৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ কমিটি গঠিত হয়েছে এবং ইতিমধ্যে কমিটির ৯টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- অধিভুক্ত বেসরকারি মেডিকেল কলেজসমূহের গভর্নিং বডি গঠন করা হয়েছে এবং নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত করে বিশ্ববিদ্যালয় বরাবর রিপোর্ট প্রদান করে।
- বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে Non Binding MoU স্বাক্ষরের জন্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে অনুমোদন নেয়া হয়েছে এবং এ বিষয়ে ইতোমধ্যে বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।
- রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি ও বিভাগের সংখ্যা নির্ধারণ ও অর্গানোগ্রাম তৈরির কাজ চলমান আছে।

রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প বাস্তবায়ন:

- গত ২২-০২-২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।
- প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের নিমিত্ত রাজস্ব বাজেটের 'প্রকল্প প্রস্তুতিমূলক খাতে' বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য প্রকল্পের কনসেপ্ট পেপার প্রস্তুত করা হচ্ছে যা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
- গত ০৫-০১-২০২১ তারিখে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে প্রকল্পের Feasibility Study সম্পন্ন হয়ে একটি মাস্টার প্ল্যানের ভিত্তিতে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে|

শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা:

- রাজশাহী, রংপুর এবং খুলনা বিভাগের সকল সরকারি এবং বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, নার্সিং কলেজ এবং অন্যান্য মেডিকেল ইন্সটিটিউটসমূহকে রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্তি প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা স্থাপিত হওয়ায় খুলনা বিভাগের প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিভুক্তি স্থানান্তরিত হবে।

- রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ ও ইউনানী মেডিকেল কলেজসমূহে ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে এমবিবিএস, বিডিএস ও ইউনানী কোর্সে ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া চলছে।
- রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত মেডিকেল প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য পরবর্তীতে Cumulative Grade Point Average (CGPA) System চালু করার লক্ষ্যে একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ইতোমধ্যে ইরাসমাস ইউনিভার্সিটি, নেদারল্যান্ডস-এর সাথে শিক্ষা কার্যক্রমে স্কলারশীপ প্রদান সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- ইউনিভার্সিটি অব এডিনবার্গ, ইংল্যান্ডের সাথে যৌথ প্রযোজনায় প্রাইমারি হেলথ্ কেয়ার এর উপর গবেষণা চুক্তি স্বাক্ষর হতে যাচ্ছে, যার মধ্যে গবেষণা, প্রশিক্ষণ, মাস্টার্স এবং পিএইচডি প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৮.১. ৪ সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট:

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মহান জাতীয় সংসদে ১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে 'সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১৮' পাস হয়। স্বাস্থ্যখাতে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও সেবার মান উন্নয়নের নিমিত্তে ১২০০ (এক হাজার দুই শত) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালসহ চিকিৎসা খাতে উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিশ্বমানের স্বাস্থ্যশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে।
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর 'সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যায়ল আইন-২০১৮'এর ক্ষমতা বলে ০১ জানয়ারি ২০২৩ সালে অধ্যাপক এ.এইচ.এম এনায়েত হোসেনকে সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এর ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন।
- হযরত শাহজালাল (র) এর মাজারের সন্নিকটে সিলেট শহরের চৌহাট্টাস্থ 'সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ' অধ্যক্ষের অব্যবহৃত বাসভবনটি 'সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়' এর অস্থায়ী কার্যালয় হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে।
- সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের দাপ্তরিক সম্পাদনের নিমিত্তে জরুরি প্রয়োজনে এডহক ভিত্তিতে সীমিত সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় সম্মতিসহ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের জন্য সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলাধীন জে.এল. নং-১১৭ গোয়ালগাঁও মৌজায় ৫০.২২ একর এবং জে.এল. নং-১১৮ হাজরাই মৌজায় ৩০.০৯ একরসহ সর্বমোট ৮০.৩১ একর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমতিপত্র পাওয়া গেছে। ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব জেলা প্রশাসক, সিলেট বরাবরে দাখিল করা হলে জেলা প্রশাসক, সিলেট কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প (DPP)' বিগত ১৮/০৭/২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয় । প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২০৩৬.৪২ কোটি (দুই হাজার ছয়ত্রিশ কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ) টাকা । উক্ত প্রকল্পের মেয়াদ ০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৭ তারিখ পর্যন্ত নির্ধারিত হয়েছে।
- সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এর অস্থায়ী কার্যালয়ে 'বঙ্গবন্ধুর মুর‍্যাল' স্থাপন করা হয়েছে।
- সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এর অস্থায়ী কার্যালয়ে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' স্থাপন করা হয়েছে।
- বঙ্গবন্ধু'র জন্মশত বার্ষিকী ও বিভিন্ন জাতীয় দিবস যথাযথ ভাবগাম্ভীর্যের সাথে উদ্‌যাপন করা হয়েছে।
- চিকিৎসা শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ এর শিক্ষকদের নিয়ে Teaching Methodology & Examination Evaluation শীর্ষক ট্রেনিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৮.১.৫ শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা:

- মহান জাতীয় সংসদে দেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও সেবার মান এবং সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের নিমিত্ত "শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা" নামে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপনকল্পে ২০২১ সানের ০৬ নং আইন প্রণীত হয় এবং ০৪/০২/২০২১ ইং তারিখে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয় ।
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা এর হেমাটোলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. মোঃ মাহবুবুর রহমানকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দান করেন এবং তিনি ০৩/০৫/২০২১ ইং তারিখে উপাচার্য হিসেবে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে গত ০৮/০৯/২০২১ ইং তারিখে অফিস হিসেবে বাড়ী ভাড়া করার জন্য একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয় এবং ০১/১১/২০২১ ইং তারিখ থেকে খুলনাস্থ নিরালা আবাসিক এলাকার ১ নং রোডে ৯ তলা বিশিষ্ট ভবনের ৪র্থ তলা, ৫ম তলা, ৬ষ্ঠ তলা ও ৭ম তলাসহ ৪(চার) টি ফ্লোর ভাড়া নেয়া হয়েছে।
- ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ টি সিন্ডিকেট সভা এবং ২ টি একাডেমিক কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট কর্তৃক প্রথম সংবিধি, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগের লক্ষ্যে ন্যূনতম নির্ধারিত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা (এমপিকিউ), অধিভুক্তকরণ নীতিমালা (মেডিকেল/ডেন্টাল/নার্সিং কলেজ), পরীক্ষা পরিচালনা নীতিমালা নীতিমালাসমূহ অনুমোদিত হয়েছে।
- শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে খুলনা মেডিকেল কলেজের ৩ (তিন) জন অধ্যাপককে অবৈতনিক ডিন হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।
- খুলনা বিভাগের অধীনে ৯ টি মেডিকেল কলেজ এবং ৫ টি নার্সিং কলেজসহ মোট ১৪ টি সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং কলেজ অধিভুক্তকরণ করা হয়েছে। বর্তমানে আরো ৩(তিন) টি সরকারি নার্সিং কলেজ অধিভুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াধীন আছে।
- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন হতে মোট ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টি পদ পাওয়া গেছে। যার মধ্যে ৪ (চার) টি অধ্যাপকের পদ আছে। উক্ত পদগুলোর মধ্যে বিভিন্ন দপ্তরে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের লক্ষ্যে উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যথাযথ নিয়ম অনুসরণপূর্বক ১২ জন কর্মকর্তা ও ১৫ জন কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গত ২১/০৫/২০২৩ ইং তারিখে দুটি জাতীয় জনবহুল পত্রিকায় ৩ টি অধ্যাপক ও ৩ টি কর্মকর্তা নিয়োগ জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়। বর্তমানে নিয়োগের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।
- উপাচার্য মহোদয়সহ মোট ২৮ জন কর্মকর্তা এবং কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত আছেন। এছাড়া ৪র্থ শ্রেণির ৬ জন কর্মচারীকে আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে (ক্লিনার-২ ও সিকিউরিটি গার্ড-৪)।
- স্বল্প পরিসরে লাইব্রেরী ও বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।
- ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষ হতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্ত সকল সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ এবং নার্সিং কলেজসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নার্সিং কলেজসমূহে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের বিএসসি-ইন-নার্সিং (বেসিক ও পোষ্ট বেসিক) কোর্সের ১ম বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষা (তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিকসহ) গত ০১/০৬/২০২৩ ইং তারিখে শুরু হয়ে ২৪/০৭/২০২৩ ইং তারিখে শেষ হয়েছে। চূড়ান্ত পরীক্ষার (তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিকসহ) ফলাফল একাডেমিক কাউন্সিল এবং সিন্ডিকেটের অনুমোদনক্রমে প্রকাশ করা হয়েছে।
- ট্রেজারার নিয়োগের জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে চাহিদাপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে ট্রেজারার নিয়োগের ফাইলটি প্রক্রিয়াধীন আছে।
- শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, স্থাপন খুলনা সম্পর্কে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা শীর্ষক প্রকল্পের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন শেষে প্রফেশনাল এসোসিয়েটস লিমিটেড ও জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (যৌথ উদ্যোগ) কে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠান যথাসময়ে তাদের কাজটি সম্পন্ন করে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার চূড়ান্ত প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করেছে। বর্তমানে ডিপিপি প্রস্তুত করে মন্ত্রী মহোদয়ের অনুমোদন নিয়ে পরিকল্পনা কমিশনে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের জন্য খুলনার লবনচরা থানাস্থ খোলাবাড়িয়া মৌজায় ৫০ একর জমির প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে। এই জায়গাতে ইতোমধ্যে সার্ভে সম্পন্ন করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

৮.২ স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর:

ভূমিকা:

সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা চালু করার লক্ষ্যে উন্নত চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা অপরিহার্য। উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। মানসম্মত মেডিকেল শিক্ষা সমুন্নত রাখা, মেডিকেল শিক্ষার আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে উন্নত শিক্ষা লাভের সুযোগ সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজসমূহে স্নাতক পর্যায়ে যথাক্রমে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্স চালু রয়েছে। বিভিন্ন বিশেষায়িত চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও মেডিকেল কলেজগুলোতে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হয়েছে ও পাঠদান অব্যাহত রয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ১৬/০৯/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় হতে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ০১ জন মহাপরিচালক, ০২ জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন/চিকিৎসা শিক্ষা), ০৮ জন পরিচালক (প্রশাসন, শৃংখলা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, অলটারনেটিভ মেডিসিন, ডেন্টাল শিক্ষা, গবেষনা প্রকাশনা ও কারিকুলাম উন্নয়ন), ০৭ জন উপ-পরিচালক (শৃংখলা,আর্থিক ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, অলটারনেটিভ মেডিসিন, ডেন্টাল শিক্ষা, গবেষনা প্রকাশনা ও কারিকুলাম উন্নয়ন), ১৩ জন সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-৩টি, শৃংখলা, বাজেট, অডিট, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, সরকারি মেডিকেল কলেজ, বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, অলটারনেটিভ মেডিসিন, ডেন্টাল শিক্ষা, গবেষণা প্রকাশনা ও কারিকুলাম উন্নয়ন) সহ মোট ১৪৯ টি পদ সৃজন করা হয়। এছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চিকিৎসা শিক্ষা বিভাগে পূর্বে থেকে নিয়ে ২৯টি পদসহ মোট ১৭৮টি পদ সম্বলিত স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর গঠন করা হয়।

রূপকল্প (Vision):

সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণে চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষিত জনবল তৈরিকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mission):

চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মানসম্মত চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা চালুকরণ, দক্ষতা উন্নয়নের নিমিত্তে প্রশিক্ষণের সুযোগ সম্প্রসারণ, গবষেণামূলক কাজ বৃদ্ধিকরণ ও জার্নালে প্রকাশকরণ।

স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যপরিধি :

- সরকারি বেসরকারি মেডিকেল কলজে/ডেন্টাল কলেজসমূহ নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালনা নিশ্চিত করা। স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা । সকল চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি নিশ্চিত করা।
- ইউনানী, আর্য়ুবেদিক, হোমিও প্যাথিক ও দেশজ চিকিৎসা শিক্ষার বিস্তার ও মানোন্নয়নে র্কাযক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।
- দক্ষতা উন্নয়নের নিমিত্তে প্রশক্ষিণের সুযোগ সম্প্রসারণ।
- ম্যাটস ও আইএইচটি শিক্ষার মানোন্নয়ন/ শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ।

মেডিকেল কলেজ:

চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে সরকার প্রতিটি জেলায় ০১ টি করে মেডিকেল কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সময়ের প্রয়োজনে মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থীদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বিগত ১০ বছরে দেশের এমবিবিএস কোর্সে আসন সংখ্যা এবং মেডিকেল কলেজের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯ সালে দেশে মোট মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ছিল ৫৮টি (সরকারি ১৭টি, বেসরকারি ৪০টি এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত ০১টি)। ২০২২ সাল পর্যন্ত ৬৪টি বৃদ্ধি পেয়ে মোট ১১৩টি হয়েছে (সরকারি ৩৭টি, বেসরকারি ৭০টি এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত সরকারি ০১টি ও বেসরকারি ০৫টি)। একইভাবে এমবিবিএস কোর্সের আসন সংখ্যা ২০০৯ সালের ২,০৫০টি থেকে ২০২২ সালে (সরকারি ৪,৩৫০ এবং বেসরকারি ৬,৪৩৯) ১০,৭৮৯টিতে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জ জেলায় 'নারায়ণগঞ্জ মেডিকেল কলেজ' নামে একটি নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

ডেন্টাল কলেজ:

এমবিবিএস কোর্সের পাশাপাশি বিডিএস কোর্সের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ২০০৯ সাল পর্যন্ত দেশে সরকারি ডেন্টাল কলেজ ছিল ০১টি, সরকারি মেডিকেল কলেজে ডেন্টাল ইউনিট ছিল ০২টি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ডেন্টাল কলেজ ছিল ১০টি। বেসরকারি পর্যায়ে কোনো ডেন্টাল ইউনিট ছিল না। দন্ত চিকিৎসার গুরুত্ব এবং জনসংখ্যা বিবেচনায় ২০২২ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে ০৩টি সরকারি ডেন্টাল

কলেজ, ০৬টি সরকারি মেডিকেল কলেজে ডেন্টাল ইউনিট, ১২টি বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ ও ১৫টি বেসরকারি ডেন্টাল ইউনিট এ উন্নীত হয়েছে।

ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি):

সরকারি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) ২০০৯ সালের ৩টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ সালে ২৩টি হয়েছে। বেসরকারি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) ২০০৯ সালের ৪০টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ সালে ১১২টি হয়েছে।

মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস):

সরকারি মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস) ২০০৯ সালের ৭টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ সালে ১৮টি হয়েছে। ২০০৯ সালে বেসরকারি মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস) ছিল ২০টি। ২০২২ সাল পর্যন্ত বিগত ১০ বছরে বেসরকারিভাবে ২০০টি ম্যাটস স্থাপিত হয়েছে।

একনজরে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের চিত্র:

বিভিন্ন চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্টানসমূহের সংখ্যা

প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠান	সরকারি	বেসরকারি	মোট
১	মেডিকেল কলেজ	৩৭	৭০	১০৭
২	আর্মি মেডিকেল কলেজ (বেসরকারি)	০	৫	৫
৩	আমর্ড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ (সরকারি)	১	০	১
৫	ডেন্টাল কলেজ ও ইউনিট	৯	২৭	৩৬
৬	ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজী (আইএইচটি)	২৩	১১২	১৩৫
৭	মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস)	১৮	২০০	২১৮
	মোট=	৮৮	৪১৪	৫০২

অনুমোদিত আসন সংখ্যা

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠান	সরকারি	বেসরকারি	আর্মি	মোট
১	মেডিকেল কলেজ	৪৩৫০	৬২১০	৩৭৫	১০৯৩৫
২	ডেন্টাল কলেজ ও ইউনিট	৫৪৫	১৪১৫	০	১৯৬০
৩	ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজী (আইএইচটি)	৩১৭৬	৮৬৫	০	৪০৪১
৪	মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস)	১০৮২	২০২৯	০	৩১১১
	মোট=	৯১৫৩	১০৫১৯	৩৭৫	২০০৪৭

সরকারি মেডিকেল কলেজ:

নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	আসন সংখ্যা
১	ঢাকা মেডিকেল কলেজ	২৩০
২	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	২৩০
৩	শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	২০০
৪	ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ	২৩০
৫	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ	২৩০
৬	রাজশাহী মেডিকেল কলেজ	২৩০

নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	আসন সংখ্যা
৭	সিলেট মেডিকেল কলেজ	২৩০
৮	শেরে-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল	২৩০
৯	রংপুর মেডিকেল কলেজ	২৩০
১০	কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ	১৮০
১১	খুলনা মেডিকেল কলেজ	১৮০
১২	শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ, বগুড়া	১৮০
১৩	বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ, ফরিদপুর	১৮০
১৪	এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ, দিনাজপুর	১৮০
১৫	পাবনা মেডিকেল কলেজ	৭০
১৬	আব্দুল মালেক উকিল মেডিকেল কলেজ, নোয়াখালী	৭০
১৭	কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ	৭০
১৮	যশোর মেডিকেল কলেজ	৭০
১৯	সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ	৬৫
২০	শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ, কিশোরগঞ্জ	৬৫
২১	কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ	৬৫
২২	শেখ সায়রা খাতুন মেডিকেল কলেজ, গোপালগঞ্জ	৬৫
২৩	শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ, গাজীপুর	৭২
২৪	শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, টাঙ্গাইল	৬৫
২৫	শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর	৬৫
২৬	কর্ণেল মালেক মেডিকেল কলেজ, মানিকগঞ্জ	৭৫
২৭	শহীদ এম মনুসর আলী মেডিকেল কলেজ, সিরাজগঞ্জ	৬৫
২৮	পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ	৫১
২৯	রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ	৫১
৩০	মুগদা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	৭৫
৩১	শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, হবিগঞ্জ	৫১
৩২	নেত্রকোনা মেডিকেল কলেজ	৫০
৩৩	নীলফামারী মেডিকেল কলেজ	৫০
৩৪	নওগাঁ মেডিকেল কলেজ	৫০
৩৫	মাগুরা মেডিকেল কলেজ	৫০
৩৬	চাঁদপুর মেডিকেল কলেজ	৫০
৩৭	বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ, সুনামগঞ্জ	৫০
		৪৩৫০

বেসরকারি মেডিকেল কলেজ:

নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	আসন সংখ্যা
১	বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	১২০
২	গণস্বাস্থ্য সমাজ ভিত্তিক মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	৫০
৩	ইনস্টিটিউট অফ এ্যাপলাইড হেলথ সায়েন্স (ইউএসটিসি), চট্টগ্রাম	৮০
৪	জহিরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ, কিশোরগঞ্জ	১০০
৫	মেডিকেল কলেজ ফর উইমেনস এন্ড হাসপাতাল, ঢাকা	৯৫
৬	জেড. এইচ. সিকদার উইমেনস মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	১০০

নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	আসন সংখ্যা
৭	ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ	১৩০
৮	কমিউনিটি বেসড মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ	১৩০
৯	জালালাবাদ রাগিব রাবেয়া মেডিকেল কলেজ, সিলেট	১৩০
১০	শহীদ মুনসুর আলী মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	১৪০
১১	নর্থ ইস্ট মেডিকেল কলেজ, সিলেট	১২৫
১২	হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	১৪৫
১৩	ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, টঙ্গী, গাজীপুর	১৩০
১৪	নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ, সিরাজগঞ্জ	৮৫
১৫	ইস্ট ওয়েস্ট মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	১২৭
১৬	কমুদিনি মেডিকেল কলেজ, টাঙ্গাইল	১২০
১৭	তাইরুনেচ্ছা মেডিকেল কলেজ, গাজীপুর	১০৭
১৮	ইব্রাহীম মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	১২০
১৯	বিজিসি ট্রাস্ট মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম	১০০
২০	সাহাবুদ্দিন মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	৯০
২১	এনাম মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	১৫৫
২২	ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী	৮৫
২৩	ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	৬০
২৪	সেন্ট্রাল মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা	৮০
২৫	ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা	১১৫
২৬	খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ, সিরাজগঞ্জ	১০৫
২৭	চট্টগ্রাম মা ও শিশু মেডিকেল কলেজ	১১৫
২৮	সিলেট উইমেনস মেডিকেল কলেজ	১০০
২৯	সাউর্দান মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম	৬৫
৩০	উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	৯০
৩১	ডেলটা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	৯০
৩২	আদ্ব-দ্বীন উইমেনস মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	১০০
৩৩	ঢাকা কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ	১০০
৩৪	টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ, বগুড়া	১৫০
৩৫	আনোয়ার খান মডার্ণ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	১৪৭
৩৬	প্রাইম মেডিকেল কলেজ, রংপুর	১৩৫
৩৭	রংপুর কমিউনিটি হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ	১৩৫
৩৮	ফরিদপুর ডাইবেটিকস এ্যাসোসিয়েশন মেডিকেল কলেজ	৯০
৩৯	গ্রীন লাইফ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	১২০
৪০	পপুলার মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	১০৫
৪১	এমএইচ সমরিতা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	১১৫
৪২	মুন্নু মেডিকেল কলেজ, মানিকগঞ্জ	৮৫
৪৩	ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ	৯০
৪৪	ডা: সিরাজুর ইসলাম মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	১০০
৪৫	মার্কস মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	৭০
৪৬	ময়নামতি মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা	১০০
৪৭	আদ্ব-দ্বীন সখিনা মেডিকেল কলেজ, যশোর	৭৫
৪৮	গাজী মেডিকেল কলেজ, খুলনা	১০০
৪৯	বারিন্দ মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী	১০৫

নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	আসন সংখ্যা
৫০	সিটি মেডিকেল কলেজ, গাজীপুর	৮০
৫১	আশিয়ান মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	৫০
৫২	বসুন্ধরা আদ্-দ্বীন মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	৫০
৫৩	আব্দুল হামিদ মেডিকেল কলেজ, কিশোরগঞ্জ	৯০
৫৪	বিক্রমপুর মেডিকেল কলেজ, মুন্সীগঞ্জ	৫৭
৫৫	ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	৬০
৫৬	ব্রাহ্মনবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ	৬০
৫৭	পার্কভিউ মেডিকেল কলেজ, সিলেট	৭২
৫৮	মেরিন সিটি মেডিকেল কলেজ , চট্টগ্রাম	৫৫
৫৯	চিটাগং ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ	৬০
৬০	ইউএস বাংলা মেডিকেল কলেজ, নারায়ণগঞ্জ	৬০
৬১	আদ্-দ্বীন আকিজ মেডিকেল কলেজ, খুলনা	৬০
৬২	মনোয়ারা সিকদার মেডিকেল কলেজ, শরিয়তপুর	৫০
৬৩	খুলনা সিটি মেডিকেল কলেজ	৫০
৬৪	ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ, গুলশান, ঢাকা	৫০
৬৫	সাউথ এ্যাপোলো মেডিকেল কলেজ, বরিশাল	৫০
৬৬	আহসানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজ, উত্তরা,ঢাকা	৫০
		৬২১০

শিক্ষার্থী ভর্তি স্থগিত- নর্দান ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, ঢাকা; নর্দান প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ, রংপুর; আইচি মেডিকেল কলেজ, ঢাকা; শাহ মখদুম মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী;

অনুমোদন বাতিল: নাইটিংগেল মেডিকেল কলেজ, আশুলিয়া, ঢাকা এবং কেয়ার মেডিকেল কলেজ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা;

মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য:

(০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা			ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা			অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	
	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট	মোট ছাত্র	মোট ছাত্রী
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
মেডিকেল কলেজ	৩৭	৬৬	১০৩	৪৩৫০	৬২০৮	১০৫৫৮	৪৭৫২	৫৮০৬
ডেন্টাল কলেজ	১	১২	১৩	৫৪৫	৯৪০			
মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল	১৬	২০০	২১৬	৬৪৫	২০২৯	২৬৭৪	৫৭৯৭	৭০৮৬
ইন্সটিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি	২৩	১০৪	১২৭	১৮০২	৮৬৫	২৬৬৭	৩৬৭৪	৪৬৭৫

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- স্বতন্ত্র এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন করা।
- নতুন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের জন্য এমআইএস/এইচআরআইএস তৈরী করা।
- সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ সমূহে গ্রেডিং সিস্টেম বাস্তবায়ন করা।
- এমবিবিএস, বিডিএস, হোমিওপ্যাথিক ও দেশজ চিকিৎসা, আইএইচটি ও ম্যাটস এর কারিকুলাম সময়ের সাথে যুগোপযোগী করা।
- এ্যালাইড হেলথ প্রোফেশনাল এডুকেশনাল বোর্ড স্থাপন করা।

২০২২-২৩ অর্থ বছরে গৃহিত কার্যক্রম:

সংবিধানের ধারা ১৫ (ক) (অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা অন্যান্য মৌলিক চাহিদার সাথে চিকিৎসার কথা উল্লেখ করা হয়েছে) এবং ১৮ (১) ধারাতে (জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রণীত সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সাংবিধানিক দায়ত্বি পালন করে যাচ্ছেন।

- স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য অবকাঠামোর সাথে দক্ষ, অভিজ্ঞ, মানসম্পন্ন চিকিৎসক, নার্স, প্যারামেডিক্স জনবলের প্রয়োজন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি ০১ (এক) জন চিকিৎসকের বিপরীতে ০৫ (পাঁচ) জন প্যারামেডিক্স থাকা আব্যশক। বর্তমানে দেশে ২৩টি সরকারি আইএইচটি ও ১৮টি সরকারি ম্যাটস ও ১১২টি বেসরকারি আইএইচটি ও ২০০ টি বেসরকারি ম্যাটস এর কার্যক্রমের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
- ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত দক্ষ চিকিৎসক। সে লক্ষ্যে রেখে ৩৭টি সরকারি, ৭০টি বেসরকারি ও ০৬টি আর্মি মেডিকেল কলেজে প্রতি বছর ১০৯৩৩ জন শিক্ষার্থী এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি করা হয়।
- দাঁত মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংগ। দাঁতের যত্নের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত দন্ত চিকিৎসক। ০৩টি সরকারি ডেন্টাল কলেজ, ০৬টি মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল ইউনিটে ৫৪৫ জন এবং ১২টি বেসরকারী ডেন্টাল কলেজে ও ১৫টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল ইউনিটে প্রতিবছর ১৪১৫ জন শিক্ষার্থী বিডিএস কোর্সে ভর্তি করা হয়।
- প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় রেখে চিরাচরিত চিকিৎসা ব্যবস্থার ভূমিকা রয়েছে। সে কারণে ০১টি সরকারী ইউনানী ও আর্য়ূবেদিক কলেজ ও ০১টি হোমিওপ্যাথি কলেজের জন্য ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ১০০ জন শিক্ষার্থী নির্বাচন ও ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।
- কালের পরিক্রমায় ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মেডিকেল কলেজ এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাস্থ্য সেবাকে জনগণের দোরগোঁড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য বেশ কয়েকটি নতুন সরকারী মেডিকেল কলেজের অনুমোদন দেয়া হয়। সকল উপজেলা ও জেলায়, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও জেলা সদর হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে এবং উপজেলা হাসপাতালগুলোকে পর্যায়ক্রমে ৩১ শয্যা হতে ৫০ শয্যা এবং কোন কোন হাসপাতালকে ১০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে এবং জেলা হাসপাতালগুলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী ১০০ হতে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। ২০০৮ সালে হাসপাতালগুলোর জন্য কিছু পদ সৃষ্টি করা হলেও অদ্যাবধি হাসপাতালের শয্যা অনুযায়ী জনবল পর্যাপ্ত নয়। মেডিকেল কলেজগুলোর মধ্যে ৩০টি মেডিকেল কলেজে পদ সৃষ্টি হলেও ০৭ টি মেডিকেল কলেজ সংযুক্ত জনবলের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। অধিকন্তু নতুন-পুরাতন মেডিকেল কলেজসমূহে আসন সংখ্যা পূর্বের চেয়ে কয়েকগুণ বেড়ে যাওয়ায় আনুপাতিক হারে শিক্ষকের চাহিদাও বেড়েছে। এছাড়া, ২০টি মেডিকেল কলেজের হাসপাতাল এখনও নির্মিত হয়নি। এ সকল মেডিকেল কলেজগুলোর ব্যবহারিক শিক্ষার প্রয়োজনে জেলা সদর হাসপাতালকে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিগত ০৭/০২/২০২১ খ্রি. তারিখে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়কে স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষাকে আরোও গতিশীল ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে স্ট্যান্ডাড সেট আপ প্রণয়ন এর দায়িত্ব প্রদান করেন। পরবর্তীতে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়কে সভাপতি ও পরিচালক (মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা) –কে সদস্য সচিব করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর এবং অন্যান্যদের সমন্বয়ে ১২ সদস্যের একটি স্ট্যান্ডাড সেট আপ কমিটি গঠন করা হয়।
- মানসম্পন্ন চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সকল চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত তদারকি ও পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ একটি পর্যবেক্ষণ টুল তৈরী করেন এবং সেই টুলের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে পরিদর্শন কমিটি গঠন করা হয়। পরিদর্শন কমিটি বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ এর প্রশাসনিক, আর্থিক ও একাডেমিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন।
- বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনা আইন, ২০২২ অনুযায়ী সকল মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের প্রতি ০২ (দুই) বছর অন্তর অন্তর একাডেমিক অনুমোদন নবায়নের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সেজন্য আইন অনুযায়ী গঠিত কমিটিতে মন্ত্রণালয়, বিএমএন্ডডিসি, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, অধিদপ্তর ও বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে বেসরকারী মেডিকেল কলেজের নবায়ন ও আসন বৃদ্ধির জন্য সরেজমিন পরিদর্শন করে মতামতসহ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।
- গুণগত মান সম্পন্ন বিশ্বমানের চিকিৎসক তৈরির জন্য প্রয়োজন উন্নত আধুনিক চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর লক্ষ্য অর্জন এবং জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার চিকিৎসা শিক্ষার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। চিকিৎসা শিক্ষার মান সমুন্নত রাখা এবং এর আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে উন্নত শিক্ষা লাভের সুযোগ সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সরকারি/বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এ শিক্ষা ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধনে ও বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণে সরকার বদ্ধ পরিকর। এমবিবিএস কোর্সে চিকিৎসা শিক্ষার কারিকুলাম হালনাগাদ, আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। আইএইচটি ও ম্যাটস এর কোর্স কারিকুলাম আপডেট করা হয়েছে।

- মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিভিন্ন বিষয়ে অপারেশনাল প্লান এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- নবগঠিত স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্র তৈরি ও গতিশীল করার জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের জন্য স্বতন্ত্র ওয়েব সাইট (www.dgme.gov.bd) রয়েছে। বর্তমানে ওয়েব সাইটটিতে তথ্য সমৃদ্ধিকরণ ও হালনাগাদকরণ এর কাজ চলমান রয়েছে।
- স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের জন্য স্বতন্ত্র এমআইএস তৈরির কারিগরি সহায়তার প্রস্তাব পাশ হয়েছে এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- ১০টি সরকারি মেডিকেল কলেজে মেডিকেল শিক্ষার্থীদের এনাটমি বিষয়ে জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ ও ভিজ্যুয়ালাইজড করার লক্ষ্যে সিমুলেশন ল্যাব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- বেসরকারি মেডিকেল কলেজে অটোমেশন পদ্ধতিতে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে।

৮.৩ বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমএন্ডডিসি):

বিএমএন্ডডিসি "বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ৬১ নং আইন)" অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। বিএমএন্ডডিসি মেডিকেল ও ডেন্টাল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রমের স্বীকৃতি, মানসম্মত পাঠ্যসূচি ও কোর্স প্রণয়ন, চিকিৎসা শিক্ষার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ভর্তির নীতিমালা প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি ও ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করে থাকে।

৮.৪ বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ (বিসিপিএস):

বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জন (বিসিপিএস) পরিচালিত হয়। বিসিপিএস হতে চিকিৎসা শিক্ষার এফসিপিএস, এমসিপিএস কোর্সের মোট ৪৮টি বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

৮.৫ বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (বিএমআরসি):

বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (বিএমআরসি) চিকিৎসা শিক্ষার মান উন্নয়নে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন 'বঙ্গমাতা ন্যাশনাল সেলুলার এন্ড মলিকুলার রিসার্চ সেন্টার' স্থাপন করেছে। প্রতিষ্ঠানটি দেশের সকল রোগীর তথ্য উপাত্ত ও নমুনা সংগ্রহ এবং সংরক্ষণে কাজ করবে যা ভবিষ্যতে কমিউনিকেবল ও নন-কমিউনিকেবল ডিজিজের প্যাটার্ন এ্যানালাইসিস ও এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণে গবেষকদের সহায়ক হবে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গমাতা ন্যাশনাল সেলুলার এন্ড মলিকুলার রিসার্চ সেন্টারের সাথে কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। সমঝোতা স্মারকের অধীনে বাংলাদেশ সরকার ও ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৪০ জন শিক্ষার্থী ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে। শিক্ষা শেষে তারা বঙ্গমাতা ন্যাশনাল সেলুলার এন্ড মলিকুলার রিসার্চ সেন্টারে গবেষণা কাজে নিয়োজিত হবেন।

৮.৬ বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড:

১৯৮৩ সালে অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে অবিভক্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড গঠন করে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও শিক্ষাব্যবস্থাকে সুগঠিত করা হয়। হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা, রোগীর যত্ন এবং গবেষণামূলক কর্মকান্ডের উৎকর্ষতার জন্য বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড কাজ করছে। এছাড়াও ১৯৮৯ সালে ঢাকার মিরপুরে সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ কলেজ হতে হোমিওপ্যাথিতে দেশের সর্বোচ্চ ডিগ্রি "ব্যাচেলর অব হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এন্ড সার্জারি"(বিএইচএমএস) ডিগ্রি প্রদান করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি অনুষদ কোর্সটি পরিচালনা করে। বেসরকারিভাবে ৬২টি ডিপ্লোমা পর্যায়ের হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ডের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি 'ডিপ্লোমা অব হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এন্ড সার্জারী'(ডিএইচএমএস) ডিগ্রি প্রদান করে থাকে।

৮.৭ বাংলাদেশ বোর্ড অব ইউনানী এন্ড আয়ুর্বেদিক সিস্টেমস্ অব মেডিসিন:

১৯৮৩ সালে 'বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক প্র্যাকটিশনার্স অর্ডিন্যান্স' জারির মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ড গঠন করে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুগঠিত করা হয়। ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা বিষয়ে সরকারিভাবে ০১টি স্নাতক পর্যায়ের মেডিকেল কলেজ এবং ০১টি ডিপ্লোমা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া স্বীকৃতি (Recognition) প্রাপ্ত হয়ে বেসরকারিভাবে ০২টি স্নাতক পর্যায়ের ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ এবং ২৪টি ডিপ্লোমা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। ডিপ্লোমা পর্যায়ের ইউনানী ও আয়ূর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো 'বাংলাদেশ বোর্ড অব ইউনানী এ্যান্ড আয়ুর্বেদিক সিস্টেমস অব মেডিসিন'-এর অধীনে পরিচালিত হয়। ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে অধিকতর সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি ঢাকায় BIMSTEC Network of National Centers of Coordination in Traditional Medicine-এর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৮.৮ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কার্যক্রম

ভূমিকা:

বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম ১৯৫৩ সালে বেসরকারিভাবে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে শুরু হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ পুনর্গঠন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অন্তরায় হিসেবে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধিকে এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রমকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তৎকালীন সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসকল্পে সরকারিভাবে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির অপরিমিত গতিকে কার্যকরভাবে রোধকল্পে প্রক্রিয়াধীন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) একটি শক্তিশালী জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন, একটি স্বতন্ত্র পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো গঠন এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবার সাথে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা সম্পৃক্ত করাসহ মাঠপর্যায়ে কার্যক্রমের বিস্তৃতি বৃদ্ধি করার বিষয়েও সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সেই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বিশ্বে প্রশংসা অর্জন করে।

সুস্থ, সুখী ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রণীত রূপকল্প ২০২১ এর সফল বাস্তবায়নের জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০১২ এর আলোকে সুনির্দিষ্ট কৌশল ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সে অনুযায়ী এ অধিদপ্তর জাতীয় পর্যায় হতে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে গ্রহীতাকেন্দ্রিক সেবা ও তথ্য প্রদান করে আসছে। বর্তমানে সরকারের রূপকল্প ২০৪১ এর সফল বাস্তবায়ন ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কৌশল, নীতি ও লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে Smart Bangladesh বিনির্মাণের লক্ষ্যে জনসংখ্যা নীতি হালনাগাদের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

রূপকল্প (Vision):

সকলের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং সাশ্রয়ী পরিবার পরিকল্পনা সেবা।

অভিলক্ষ্য (Mission):

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে মানসম্মত স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং সবার জন্য সাশ্রয়ী ও গুণগত পরিবার পরিকল্পনা সেবা।

সেবা প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্র:

- ১৭৩ শয্যা বিশিষ্ট মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, আজিমপুর, ঢাকা;
- ১০০ শয্যা বিশিষ্ট মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা;
- ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, লালকুঠি, মিরপুর, ঢাকা;
- জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে চালুকৃত ২৩০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র;
- ৩২৯০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC);
- পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ মাঠপর্যায়ে বাড়ি পরিদর্শন, উঠান বৈঠক আয়োজন ও স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজনের মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাদের দোরগোড়ায় মানসম্মত তথ্য সেবা, পরামর্শ ও জন্মনিরোধক সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করছেন। এছাড়াও পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ প্রতি সপ্তাহে তিন দিন নিজ কর্ম এলাকায় বাড়ী পরিদর্শনের মাধ্যমে এবং ০২দিন কমিউনিটি ক্লিনিকে পরিবার পরিকল্পনা সেবা, তথ্য প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।
- দূর্গম এলাকা, সাবেক ছিটমহল, কম অগ্রগতি সম্পন্ন এলাকা এবং জনবল সংকট রয়েছে এমন এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় 'কাজ নাই ভাতা নাই' হিসেবে অস্থায়ী ভিত্তিতে ২০১৪ সাল হতে পেইড ভলেন্টিয়ার নিয়োগ করা হচ্ছে। এই পর্যন্ত ৫০৩০ জনকে পেইড ভলেন্টিয়ার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

সেবার তথ্য ও প্রদত্ত সেবার তুলনামূলক চিত্র:

বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতায় সক্ষম দম্পতি প্রায় ২,৭৯,৪৩,৯১১। পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা ২,১৮,৬৭০,২৯ এবং গ্রহণকারীর হার ৭৮.২৫%। ২০২২-২৩ অর্থবছরে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর হতে প্রদত্ত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সেবা প্রদানের তুলনামুলক চিত্র নিম্নরূপ:

পদ্ধতির নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)
খাবার বড়ি	১,০৬,২৩,১৩১
কনডম	২১,৫০,০৬৬
ইনজেকটেবল	৪২,৬৭,৯৮৫
আইইউডি	৬,৭৫,৮১১
ইমপ্ল্যান্ট	১৪,৪৯,৩০৫
পুরুষ (স্থায়ী)	৬,৮২,৪০০
মহিলা (স্থায়ী)	২০,১৮,৩২১

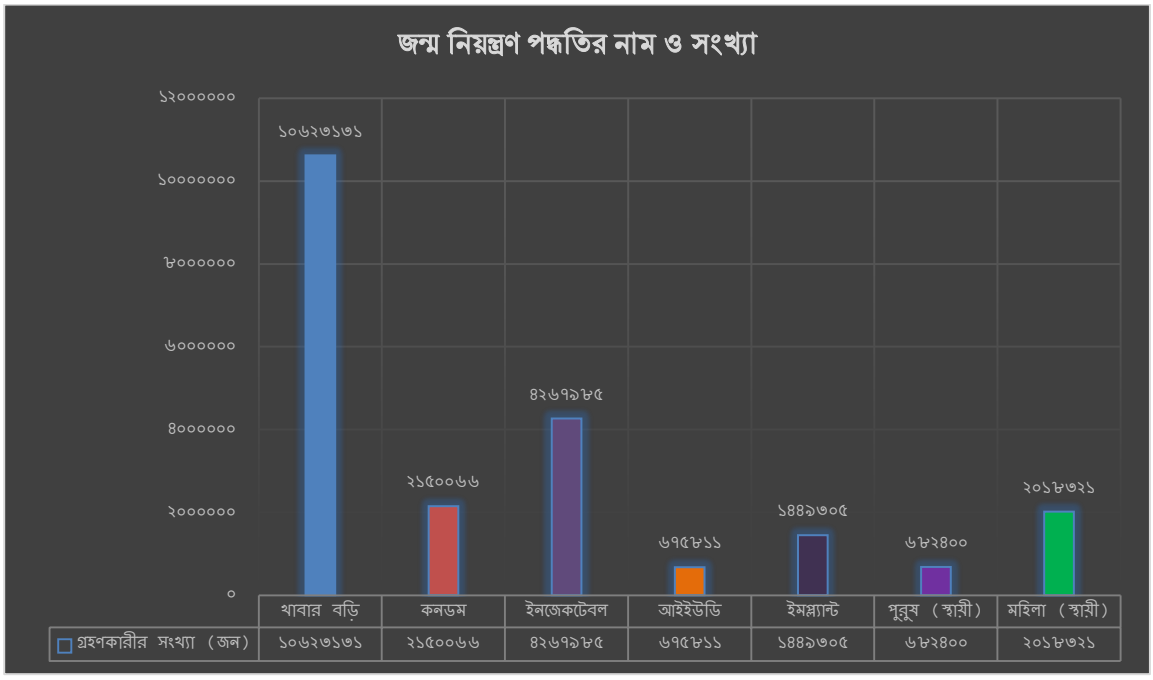

মেথডমিক্স (Method mix):

পরিবার পরিকল্পনার জন্য বিভিন্ন মেয়াদী মোট ৭টি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বিদ্যমান। এসকল জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির গ্রহণকারীর সংখ্যা একইরূপ নয়। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ২০২২-২৩ অর্থবছরের এমআইএস এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীদের মধ্যে খাবার বড়ি গ্রহণকারীর সংখ্যা সর্বোচ্চ (৪৮.৬%) এবং আইইউডি ও স্থায়ী পদ্ধতি (পুরুষ) গ্রহণকারীর সংখ্যা সর্বনিম্ন (৩.১%)। অস্থায়ী পদ্ধতি খাবার বড়ি, কনডম ও ইনজেকশন গ্রহণকারীর হার মোট গ্রহণকারীর ৭৭.৯ শতাংশ। অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার মোট গ্রহণকারীর ৯.৭ শতাংশ এবং স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার মোট গ্রহণকারীর ১২.৩ শতাংশ। জুন, ২০২৩এর অস্থায়ী, দীর্ঘমেয়াদী ও স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যার ভিত্তিতে মেথডমিক্স **(Method mix)** এর চিত্র নিম্নরূপ:

মেথড মিক্স (Method Mix)

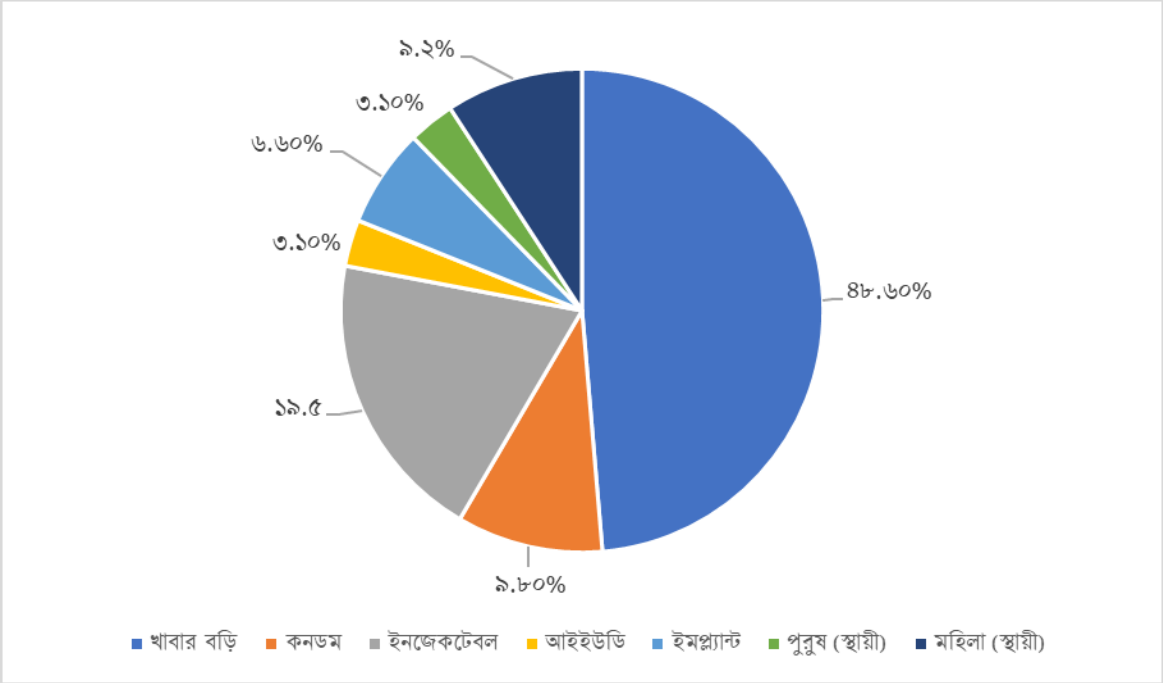

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির সেবা প্রদানের সংখ্যা:

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর অস্থায়ী, দীর্ঘমেয়াদী এবং স্থায়ী মোট ৭ ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সেবা প্রদান করে থাকে। অস্থায়ী পদ্ধতিগুলো হলো- খাবার বড়ি, কনডম ও ইনজেকশন। দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি হলো আইইউডি ও ইমপ্ল্যান্ট । এনএসভি পুরুষের জন্য স্থায়ী পদ্ধতি এবং টিউবেকটমী মহিলাদের জন্য স্থায়ী পদ্ধতি। এ সকল পদ্ধতির বিগত পাঁচ বছরে সেবা গ্রহণকারী সক্ষম দম্পতির সংখ্যা এবং তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ:

পদ্ধতির নাম	জুন ২০১৯	জুন ২০২০	জুন ২০২১	জুন ২০২২	জুন ২০২৩
খাবার বড়ি	১০৪১০২২১	১০৪৭২৪৭৩	১০৫৫৩০৯৬	১০৫৪৫৬৮৬	১০৬২৩১৩১
কনডম	২০০৫৪০৫	২০৩৫৯৮৬	২০৫৫৫৮৬	২০৭৮৯৭৯	২১৫০০৬৬
ইনজেকটেবল	৪১৮৮০৬৭	৪১৯৭১৯৪	৪২২২৪৮৮	৪১৮৫৬৪৫	৪২৬৭৯৮৫
আইইউডি	৭২৩৭০৭	৭৩৩২৫৩	৭৩২৭০৬	৭০৮৫৯৬	৬৭৫৮১১
ইমপ্ল্যান্ট	১২৫০২২৪	১৩৪৭৫৫৪	১৩৯৭৯৪৪	১৪২৪৯৮৩	১৪৪৯৩০৫
পুরুষ (স্থায়ী)	৭৪৬১২২	৭৪৫২১৯	৭৪১৬০২	৭১৪৬৬০	৬৮২৪০০
মহিলা(স্থায়ী)	২০১৭৩১৮	২০৫৭১২২	২০৮৫০৫৯	২০৫০৬২৩	২০১৮৩২১

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির সেবা প্রদানের তুলনামূলক চিত্র

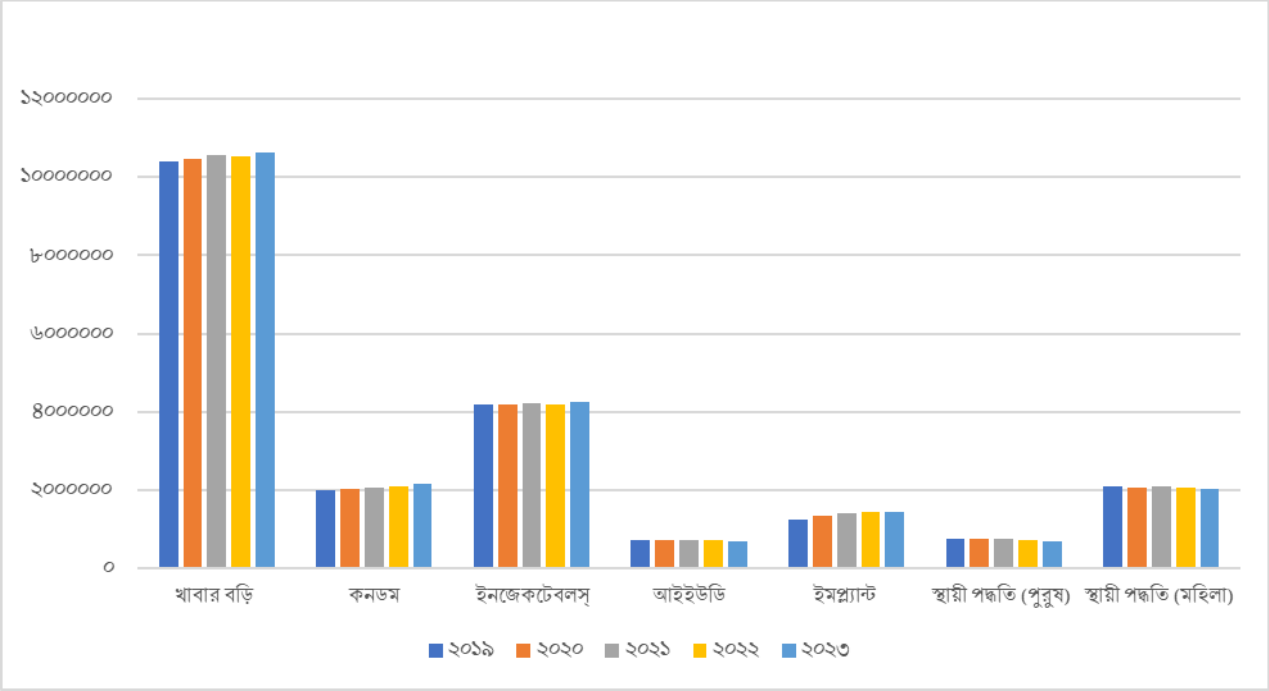

প্রসবপূর্ব সেবা:

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর দেশব্যাপী বিস্তৃত সেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মা-শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে থাকে। বিশেষত: নিরাপদ প্রসব নিশ্চিতকরণে গর্ভবতী মা'দের গর্ভকালীন সময়ে মোট ৪বার প্রসবপূর্ব সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। বিগত পাঁচ বছরে প্রদত্ত প্রসবপূর্ব সেবার সংখ্যা ও চিত্র নিম্নরূপ:

সেবার নাম	২০১৮-১৯	২০১৯- ২০২০	২০২০- ২০২১	২০২১-২০২২	২০২২-২৩
প্রসব পূর্ব সেবা ১	২০৯২০৬৬	১৯৩৪০০৭	১৯১২২০৬	১৮৯২১২৯	১৪৫৮৮০১
প্রসব পূর্ব সেবা ২	১৮৩৯৩১৪	১৪৭৪২৮২	১৩৯৩৩১২	১৩৯৩৭৫২	৮৫৩৪৭৩
প্রসব পূর্ব সেবা ৩	১৫৬৩৭২৩	১২২৭৩৯৭	১১২২৭৪০	১১০৪১৯১	৬০৯৮৭৮
প্রসব পূর্ব সেবা ৪	২২৫২০৫২	১০৬৬২৬৩	৯৫৭৬৭৯	৯৫৭৬৩৩	৫০৭৮০৮

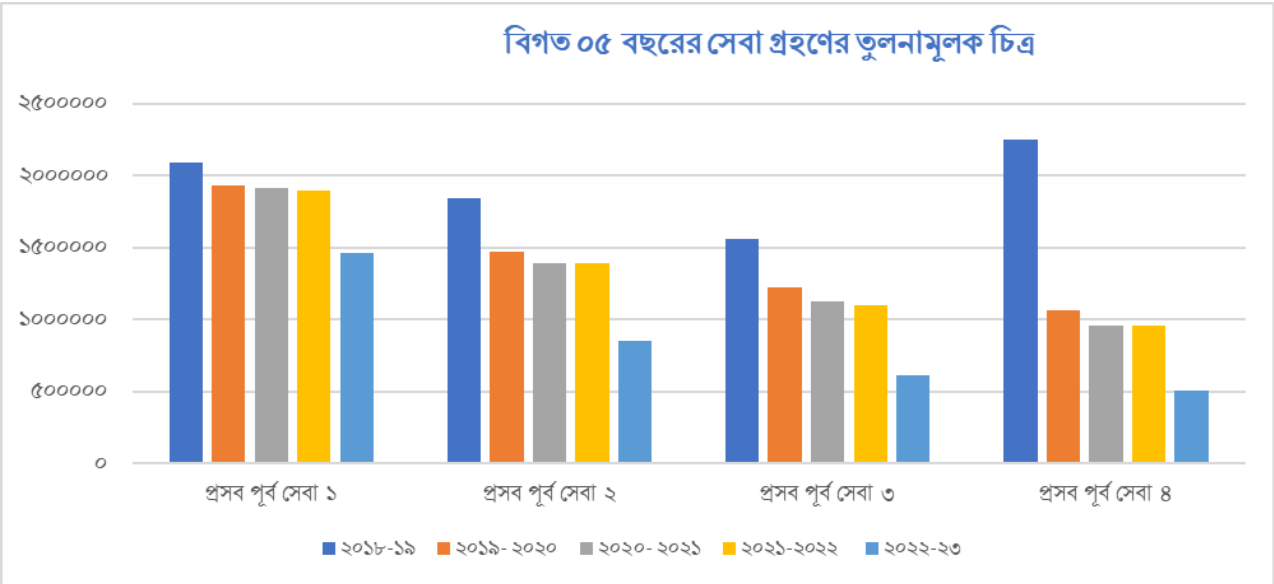

প্রসব সেবা:

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন জাতীয় পর্যায়ের তিনটি হাসপাতালসহ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের পুরাতন ৭২টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র হতে স্বাভাবিক ও জরুরী প্রসূতিসেবা প্রদান করা হয়। এছাড়াও ইউনিয়ন পর্যায়ের ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র হতে স্বাভাবিক প্রসব সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়াও দক্ষ সেবাদানকারীর মাধ্যমে বাড়ীতে প্রসবসেবা প্রদান করা হয়। বিগত ০৫ বছরের প্রসব সেবার তথ্য নিম্নরূপ:

সেবার নাম	২০১৮-১৯	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩
প্রসব সেবা	১৬৯৭০১	১৭৭২৪৮	১৭৬০৮৩	১৯০৫৯০	১৯৪৯৯২

বিগত ০৫ বছরের প্রসব সেবার তথ্য

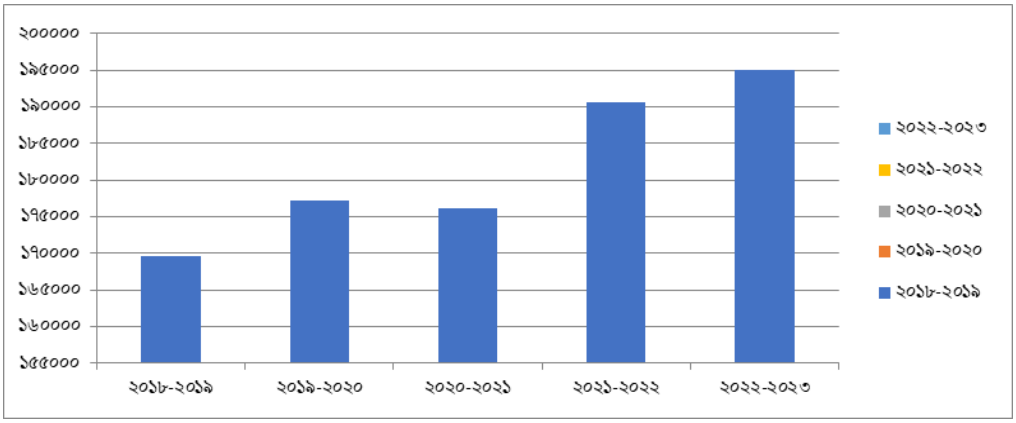

প্রসব পরবর্তী সেবা:

৬-৮ সপ্তাহ সময়ের মধ্যে মায়ের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নবজাতকের যত্ন নিশ্চিত করার জন্য প্রসব পরবর্তী সেবা প্রদান করা হয়। নিম্নে বিগত ০৫ বছরের প্রসব পরবর্তী সেবার চিত্র তুলে ধরা হলো:

সেবার নাম	২০১৮-১৯	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩
প্রসব পরবর্তী সেবা ১	৫৬৮২০৮	৫০৩৬০৭	৪৫৭২৬৪	৪৭৪২৮০	২২১১১৪
প্রসব পরবর্তী সেবা ২	৪৯৪২৫৭	৪৪১১৩১	৪০৫৪৮৩	৪২৯২০৩	১৮৮১৬২
প্রসব পরবর্তী সেবা ৩	৫৬৬৮৩২	৪৭৯১৪৪	৪৪১৩৯৪	৪৫২৪১৯	২৩০৩১২
প্রসব পরবর্তী সেবা ৪	৭২৮০৬৭	৫৭০৬৩৭	৪৮৮৩০১	৫৪৫০৯৫	৩৩৩৪০৬

বিগত ০৫ বছরের সেবা গ্রহণের তুলনামূলক চিত্র

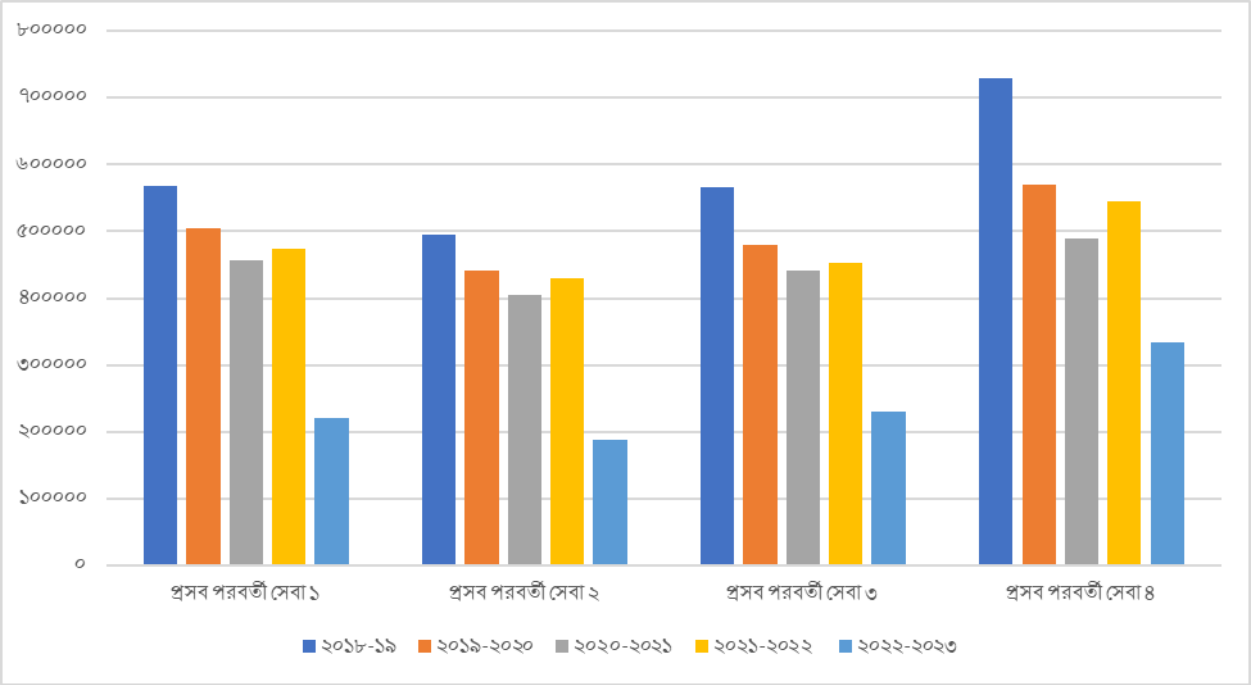

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার 'দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা প্রাপ্তি উন্নত করা' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে:

মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়নে কার্যক্রম:

- জাতীয় পর্যায়ে ০৩টি সেবা বিশেষায়িত হাসপাতাল (এমসিএইচটিআই,আজিমপুর; এমসিএইচটিআই, মিরপুর, ঢাকা এবং এমএফএসটিসি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা) এবং ৭২টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWC) হতে সিজারিয়ান অপারেশনসহ জরুরী প্রসূতি সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- ইউনিয়ন পর্যায়ে নবসৃষ্ট ১০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে;
- প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবার হার বৃদ্ধির জন্য সারা দেশে ২ হাজার ১ শত ৮৯টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র হতে ২৪/৭ ঘন্টা নিরাপদ প্রসব সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- গত ১৮ অক্টোবর, ২০২২ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক এমপি পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন প্রতিটি উপজেলা হতে একটি করে মোট ৫০০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রকে মডেল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র হিসেবে উদ্বোধন করেন। সে লক্ষ্যে মা, নবজাতক,শিশু, কিশোর-কিশোরী, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনার সেবার পাশাপাশি সপ্তাহে সাত দিন ২৪ ঘন্টা প্রসবসেবা দেওয়ার লক্ষ্যে প্রত্যেক কেন্দ্রগুলোতে জনবল প্রদানসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৯৯২ জনের প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী সম্পন্ন হয়েছে।
- সারাদেশে মাতৃমৃত্যুর অন্যতম কারণ হিসাবে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ (৩১ %) ও একলাম্পসিয়া (২৪%) চিহ্নিত করা হয়েছে (বিএমএসএস-২০১৬)।এর মধ্যে প্রসব প্রতিরোধে সেবা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ট্যাবলেট মিসোপ্রোস্টল প্রদান করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২ লক্ষ ৩১ হাজার ৬৯৫ জনকে মিসোপ্রোস্টল প্রদান করা হয়েছে।
- একলাম্পশিয়াজনিত মাতৃমৃত্যু রোধে ইনজেকশন ম্যাগনেসিয়াম সালফেট লোডিং-ডোজ প্রদান পূর্বক রেফারেল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

শিশু স্বাস্থ্য (০-৫ বছর) উন্নয়নে কার্যক্রম:

- নবজাতকের স্বাস্থ্য সুনিশ্চিতকরণে সকল সেবা কেন্দ্রে নবজাতকের সমন্বিত অত্যাবশ্যকীয় সেবা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- অপরিণত ও কম ওজনের নবজাতকের জীবন রক্ষায় ২২টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং ০২টি বিশেষায়িত হাসপাতালে ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার (কেএমসি) সেবা চালু করা হয়েছে;
- জাতীয় পর্যায়ে ০৩টি প্রতিষ্ঠানে (এমসিএইচটিআই, আজিমপুর, ঢাকা; এমএফএসটিসি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ও এমসিএইচটিআই, লালকুঠি, মিরপুর) নবজাতকের নিবিড় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্ক্যানু (SCANU) স্থাপন করে সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- নবজাতকের কাটা নাভিতে সংক্রমণ প্রতিরোধে ৭.১% ক্লোরোহেক্সিডিন ক্রয় ও বিতরণ করা হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের ক্ষেত্রে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৬৩১ নবজাতকের কাটা নাভিতে সংক্রমণ প্রতিরোধে ৭.১% ক্লোরহেক্সিডিন প্রদান করা হয়েছে।

কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য উন্নয়নে কার্যক্রম:

- কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১০০টি সহ এ পর্যন্ত মোট ১২৫৩টি সেবা কেন্দ্রে কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্য সেবা চালু করা হয়েছে;
- কিশোর-কিশোরীদের গুণগত মাসিক ব্যবস্থাপনার জন্য ১৬,৯৪,৭৮৩ জন কিশোরীকে মানসম্মত স্যানিটারী ন্যাপকিন প্রদান করা হয়েছে;
- রক্তস্বল্পতারোধে ১৫,৮৩,৯৬০ জন কিশোরীকে আয়রন-ফলিক এসিড প্রদান করা হয়েছে;
- ১৩,৬৭,৫৫৫ জন কিশোর-কিশোরীকে আরটিআই/এসটিআই ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সেবা প্রদান করা হয়েছে।

গত ১৭ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখে মহাপরিচালক মহোদয় মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এমসিএইচটিআই), লালকুঠি, মিরপুর পরিদর্শন করছেন।

গত ২২ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখে মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর উপজেলার ধল্লা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে মহাপরিচালক মহোদয়সহ অতিথিবৃন্দ।

পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম:

সমাজের সকল স্তরের জনগণের মাঝে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য, কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জেন্ডার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম যেমন: টেলিভিশন ও বেতার চ্যানেল, সংবাদপত্র ও সোশ্যাল মিডিয়ায় বহুমাত্রিক তথ্য শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপন;
- পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উদযাপন;
- পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন টিভিসি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে ২৪০০ বার প্রচার করা হয়েছে;
- এফএম ও কমিউনিটি রেডিওতে ৩২০০ বার বিভিন্ন বার্তা প্রচার করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ বেতার জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেলের মাধ্যমে ৪৩২৩টি এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন ৩৫৩টি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করেছে;
- সারাদেশে নিয়োজিত ৪৬ টি এভিভ্যানের মাধ্যমে ৮০১০ বার বিভিন্ন চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে;
- সুখী পরিবার কল সেন্টার (১৬৭৬৭) এর মাধ্যমে ১,০২,৮৩২টি সেবা (কল) প্রদান করা হয়েছে;
- বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে ৫৮৬টি বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে এবং
- বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় নতুন ১২৮টি বিলবোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন বার্তা প্রচার করা হয়েছে।

ক্রয় কার্যক্রম:

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উপকরণ ও সরবরাহ ইউনিটের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সেবার জন্য প্রয়োজনীয় জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী, ঔষধ ও এমএসআর ক্রয় করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিওবি রাজস্ব এবং উন্নয়ন খাতে মোট ১২৬ কোটি ১১ লক্ষ ৫ হাজার ৫১২ টাকার পণ্য এবং মোট ০৪ কোটি ৯২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৪০০ টাকার সেবা ক্রয়ের লক্ষ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এ পর্যন্ত কোন পণ্যের মজুদ শূন্যতা হয়নি।

জাতীয় পর্যায়ের ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখ জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর মজুদ পরিস্থিতি:

Supply Chain Management Portal হতে ৩০ জুন, ২০২৩ এর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর কোন মজুদ ঘাটতি নেই। মাঠপর্যায়ে নিরবিচ্ছিন্নভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী সরবরাহ ও বিতরণ অব্যাহত রয়েছে।

আয়োজিত প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার:

পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন অস্থায়ী, দীর্ঘমেয়াদী ও স্থায়ী পদ্ধতির সেবা প্রদান, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সেবা, তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ, ইএমআইএস ইত্যাদি বিষয়ে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ৯টি ইউনিট ও ৭টি অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে ৪৪৫টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে এবং মোট ৮৪৭৭ জনকে এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও অধিদপ্তরের কার্যক্রম ও সেবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৭৫২টি সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। এ কার্যক্রমে ৩৫,১৪৭ জন অংশগ্রহণ করেছেন।

গত ২৬ নভেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখে শরীয়তপুর জেলার সার্কিট হাউসে আইইএম ইউনিটের উদ্যোগে জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব সাহান আরা বানু, এনডিসি।

গত ১০ জুন ২০২৩ খ্রি. তারিখে ময়মনসিংহ বিভাগে বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি, ২০১২ হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সমন্বয়ে কনসালটেশন কর্মশালায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব সাহান আরা বানু, এনডিসিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে প্রদত্ত সেবা:

কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় অস্থায়ী ক্যাম্পে অবস্থানরত জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের সেবা প্রদানের জন্য মোট ৬টি মেডিকেল টিম, ২টি সদর ক্লিনিক, ৬টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, ২টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও২২টি এনজিও কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ দুইটি উপজেলার পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের ক্লিনিক ও ৬টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৫.০৮.২০১৭ হতে **৩০**জুন, ২০২৩ পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে-

পদ্ধতির নাম	গ্রহণ
খাবারবড়ি	৩,৬৮,৪৯০ সাইকেল
কনডম	৯৮,৩৯৮পিস
ইনজেকটেবল	৩,৬৮,৪৯০ ডোজ
আইইউডি	১২,২৩১ জন
ইমপ্ল্যান্ট	২০,২৮৮জন
গর্ভকালীন সেবা	৮,৯০,৫০০ জন
প্রসব সেবা	৫০,৪২৩ জন
প্রসব পরবর্তী সেবা	১,৯২,৩২৮ জন
সাধারণ রোগী সেবা	৬৬,৯১,০০৮ জন
শিশু সেবা	২৩,৭০,১৩৪ জন

নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার ভাসানচরে স্থানান্তরিত FDMNs-কে প্রদত্ত উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত):

পদ্ধতির নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
খাবার বড়ি	১৮৭৩জন
কনডম	১০৬জন
ইনজেকটেবল	১৭৮৫ জন
আইইউডি	৯১জন
ইমপ্ল্যান্ট	২৫২জন
গর্ভকালীন সেবা	৪৫৮৫জন
প্রসব পরবর্তী সেবা	৫২৮জন
শিশু সেবা	১৭১৫ জন
সাধারণ রোগী	৬১৮৫জন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনার আলোকে বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

শূন্যপদ পূরণ:

- পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ক্যাডার)'র ২৪৭টি শূন্য পদ (৪১তম বিসিএস এর মাধ্যমে ১৭৩টি, ৪৩তম বিসিএস এর মাধ্যমে ৫টি, ৪৪তম বিসিএস এর মাধ্যমে ২৭টি এবং ৪৫তম বিসিএস এর মাধ্যমে ১২টি) পূরণের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পিএসসিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। গত ০৩.০৮.২০২৩ তারিখ ৪১তম বিসিএস থেকে ১৭৩ জনকে পরিবার পরিকল্পনা ক্যাডারে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।
- পরিবার পরিকল্পনা ক্যাডার [কারিগরী (মেডিকেল)] এর ৪৮৬টি শূন্যপদের মধ্যে ৪৪১টি শূন্যপদ ৪৫তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে পূরণের জন্য বিপিএসসি হতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে। বিপিএসসি কর্তৃক সুপারিশকৃত ৩৯১জন মেডিকেল অফিসার (নন-ক্যাডার) এর মধ্যে ৩৭৭ জন ২৩.০৩.২০২৩ তারিখ যোগদান করেছেন। ইতোমধ্যে তাঁদেরকে কর্মস্থলে পদায়ন করা হয়েছে।
- সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার ১০৮টি পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল বিপিএসসি হতে প্রকাশিত হয়েছে। ৪০ তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদে সুপারিশ প্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের মধ্যে হতে ৪৮ জন নিয়োগের অধিযাচন প্রেরণ করা হয়েছে।
- সিনিয়র স্টাফ নার্স এর ৮৮টি পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।
- ১১- ২০ তম গ্রেড (অধিদপ্তর পর্যায়) এর ২০২০ সনে সদর দপ্তর পর্যায়ে ৩৭ ক্যাটাগরির ২৬৪২ টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় এবং ১০,৩৯,৯১৩টি আবেদনপত্র পাওয়া যায়।
- ৪ ক্যাটাগরির ৬টি পদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন করে নিয়োগ পত্র জারী করা হয়েছে। ফার্মাসিস্ট এর ২৭৫টি পদের নিয়োগপত্র জারী করা হয়েছে।
- গাড়িচালক এর ৩৪টি পদের এবং টেলিফোন অপারেটর এর ২টি পদের লিখিত ও মৌখিক (ব্যবহারিকসহ) পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।
- ২৬ ক্যাটাগরির ৬৮২টি পদে ৯৬,৭১৪ জন পরীক্ষার্থীর এমসিকিউ পদ্ধতিতে লিখিত পরীক্ষা ২১.০১.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে, ২২.০৫.২০২৩ হতে ২৪.০৫.২০২৩ মৌখিক পরীক্ষার সম্পন্ন হয়েছে।
- পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণার্থীর ১০৮০টি পদে ৩৩১৭৭৮ জন পরীক্ষার্থীর লিখিত পরীক্ষা ১৮.০২.২০২৩ তারিখে ৪৬টি জেলা সদরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১১.০৫.২০২৩ তারিখে লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হয়েছে। ২৫.০৫.২০২৩ হতে ১৮.০৬.২০২৩ মৌখিক পরীক্ষার সম্পন্ন হয়েছে।
- অফিস সহায়ক ৪০৪টি পদের বিপরিতে ৪৩৮০০৮ জন পরীক্ষার্থীর আবেদন সংগ্রহ করা হয়েছে।
- অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এর ১৫৯টি পদের বিপরীতে ১৬২৫৪৮ জনের আবেদন সংগ্রহ করা হয়েছে।
- জেলা পর্যায়ের ১৫-২০ গ্রেডের ৪ ক্যাটাগরির পদ এর মধ্যে-
- টিএফপিএ (গ্রেড-১৫) ও এফপিআই (গ্রেড-১৬) এর ৪৩৩টি পদের মধ্যে ৩টি পার্বত্য জেলাসহ ৫৯টি জেলায় ৪০৫টি পদে নিয়োগ কাযর্ক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। মুন্সীগঞ্জ, ঝিনাইদহ ও ভোলা জেলায় লিখিত পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। দিনাজপুর জেলার লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার শেষে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। শীঘ্রই নিয়োগপত্র জারী করা হবে।
- পরিবার কল্যাণ সহকারী (গ্রেড-১৭) ও আয়া (গ্রেড-২০)এর ৪৯৩৫টি পদের মধ্যে ৩টি পার্বত্য জেলাসহ ৫৯টি জেলায় ৪৫৩৮টি পদে নিয়োগ কাযর্ক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। মুন্সীগঞ্জ, ঝিনাইদহ ও ভোলা জেলায় লিখিত পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। দিনাজপুর জেলার লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার শেষে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। শীঘ্রই নিয়োগপত্র জারী করা হবে।

সেবা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব উন্নয়ন তহবিল গঠন:

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন ঢাকাস্থ ০৩টি বিশেষায়িত হাসপাতাল (এমসিএইচটিআই, আজিমপুর; এমএফএসটিসি মোহাম্মদপুর এবং এমসিএইচটিআই, লালকুঠি, মিরপুর) হতে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ ৮হাজার ৭২০টাকা আয় হয়েছে।

স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা উপখাত দু'টির কার্যক্রম আরও সমন্বিত ও সম্পূরক করা:

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সমন্বিতভাবে মাঠপর্যায়ে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে:

- কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রদত্ত সেবা:
- কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহ থেকে কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের পাশাপাশি পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ সপ্তাহে ২ (দুই) দিন পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করছেন।
- ইপিআই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ:
- সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নকালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য সহকারীদের সাথে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ যৌথভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছেন;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের স্যাটেলাইট ক্লিনিকসমূহ ইপিআই কেন্দ্রসমূহ হতে একইস্থানে যৌথভাবে আয়োজন এবং স্বাস্থ্য সহকারী, পরিবার কল্যাণ সহকারী, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা যৌথভাবে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা এবং টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছেন;
- কোভিড-১৯ টিকা কার্যক্রমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মীদের সাথে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের কর্মীগণ যৌথভাবে অংশগ্রহণ করছেন।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র হতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কর্মচারীগণ সমন্বতিভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র হতে উপসহকারী কমিউনিট মেডিকেল অফিসার, ফার্মাসিস্ট ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাগণ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও আরডিসমূহ হতে মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ও স্বাস্থ্য সহকারীগণ সমন্বিতভাবে সেবা প্রদান করছেন;
- উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অবস্থিত পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় এবং এমসিএইচ ইউনিট হতে পরিবার পরিকল্পনা এবং মা-শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- জেলা পর্যায়ে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকল্পে প্রশিক্ষিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ঘাটতি মোকাবেলায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর সমন্বিতভাবে সেবা বিনিময়ের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে;
- পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সকল দিবস এবং সপ্তাহসমূহ যৌথভাবে পালন করা হচ্ছে;
- মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের চিকিৎসক, প্যারামেডিক্সসহ সকল পর্যায়ের কর্মীগণ সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংগীকার হিসেবে চিকিৎসা তথ্য প্রযুক্তি ও চিকিৎসা সেবা আধুনিকীকরণ (e-Health):

- মাঠ পর্যায়ে সেবা প্রদান কার্যক্রম ডিজিটালাইজড করার লক্ষ্যে সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে ই-রেজিস্টার কার্যক্রম অব্যহত আছে। মাঠ পর্যায়ে সেবা প্রদান কার্যক্রম ডিজিটালাইজড করার লক্ষ্যে সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে ই-রেজিস্টার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত ২৮১৬টি সেবা কেন্দ্র হতে সেবা প্রদানের তথ্য নিয়মিত সংরক্ষণ করা হচ্ছে;
- e-Tool kits ব্যবহার করে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ে কর্মরত পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং পুষ্টি বিষয়ক সেবা ও তথ্য প্রদান এবং সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করছেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫১টি ব্যাচে ১৬০১ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;
- তথ্য ও সেবা প্রদানের জন্য 'সুখী পরিবার' নামক ২৪ ঘন্টা/৭ দিন কল সেন্টার (নম্বর: ১৬৭৬৭) থেকে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, কৈশোরকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে নিয়মিত সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১ লক্ষ ২ হাজার ৮৩২টি কল রিসিভ করে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হয়েছে;
- নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। মাতৃমুত্যু ও শিশুমৃত্যুহার হ্রাসকল্পে গর্ভবতী মায়েদের ANC (Ante Natal Care) ও প্রাতিষ্ঠানিক Delivery সেবাগ্রহণে এবং প্রসূতী মায়েদের PNC(Post Natal Care) সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য গর্ভবতী মায়েদের মোবাইল ফোনে ভয়েস কল ও SMS প্রদান করা হচ্ছে;

- অপরিণত ও কম ওজনে জন্ম নেওয়া শিশুদের জন্য মোহম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টারে SCANU ওয়ার্ডে আসেপটিক/সেপটিক/স্টেপ ডাউন ০৩টি ইউনিটের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। মেনিফোল্ড সিস্টেমে কেন্দ্রীয়ভাবে অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থা রয়েছে;
- অপরিণত ও কম ওজনে জন্ম নেওয়া শিশুদের জন্য জাতীয় পর্যায়ের তিনটি হাসপাতালে Kangaroo Mother Care (KMC) চালু করা হয়েছে;
- ডিসেম্বর ২০১৯ হতে মোহম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টারে Painless delivery সার্ভিস চালু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৫১৫ জনের Painless delivery সম্পন্ন হয়েছে;
- Laparoscopic সার্জারীর মাধ্যমে Tubal Ligation অপারেশন সেবা মোহম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টারে চালু করা হয়েছে;
- Sonology guided treatment এর মাধ্যমে missing Implant অপসারণ এর সেবা মোহম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টারে চালু করা হয়েছে;
- ডিসেম্বর ২০১২ হতে Hysteroscope Guided missing IUD অপসারণ এর সেবা মোহম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টারে চালু করা হয়েছে;
- মোহম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টারে নিঃসন্তান দম্পতিদের চিকিৎসা সেবা প্রাইমারি লেভেল থেকে সেকেন্ডারি লেভেলে উন্নীত করা হয়েছে;
- ২০২৩ হতে মোহম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টারে IMCI কর্ণার চালু করা হয়েছে;
- Histeroscopic treatment এর মাধ্যমে Infertility এর চিকিৎসা মোহম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টারে চালু করা হয়েছে।

সকল স্তরের হাসপাতালে বায়োমেট্রিক পদ্ধতি চালু করা:

- অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরাধীন ০৩টি বিশেষায়িত হাসপাতালে (মাতৃসদন ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান', আজিমপুর, মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার এবং মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, লালকুঠি, মিরপুর) বায়োমেট্রিক হাজিরা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

হাসপাতালসমূহে সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ উপযোগী মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চালু করা:

- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন 'মাতৃসদন ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান', আজিমপুর-এ ২০১৫ সাল হতে, মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টারএ ২০১৬ সাল হতে এবং নব প্রতিষ্ঠিত মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, লালকুঠি, মিরপুর –এ জুলাই ২০১৯ হতে 'প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন' নামক একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা হয়।

আধুনিক ঔষধ সংরক্ষাণাগার তৈরী:

- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক ক্রয়/সংগ্রহকৃত জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রি, ঔষধ ও MSR (Medical Surgical Requisite) আধুনিক পদ্ধতিতে নির্ধারিত তাপমাত্রায় সংরক্ষণের জন্য ঢাকাস্থ মহাখালীতে ২৭০০০বর্গফুট আয়তনের একটি কেন্দ্রীয় পণ্যাগার নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

সকল প্রকার ক্রয়কার্যে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে (ই-জিপি) ক্রয় কার্য সম্পন্ন করা:

- উপকরণ ও সরবরাহ ইউনিট এর মাধ্যমে ২০১৫-১৬ অর্থবছর হতে ইজিপি ক্রয় পদ্ধতিতে সীমিতভাবে ক্রয় কার্যক্রম শুরু করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট NCT প্যাকেজের ৯০.৪৮% ইজিপির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১০০ ভাগ দরপত্র ই-জিপি সিস্টেমে করার পরিকল্পনা রয়েছে।

৮.৯ জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT)

ভূমিকা:

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ও নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের মাধ্যমে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন তথা মাঠ পর্যায়ে গুণগত সেবা প্রদানের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং উপজেলা কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, প্যারামেডিক্স, ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী, মাঠ পর্যায়ের সুপারভাইজার এবং মাঠকর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিপোর্ট নানা ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। সেবার মান উন্নয়ন ও কর্মসূচি মূল্যায়নের জন্য সূচকসমূহের হালনাগাদ তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে নিয়মিত গবেষণা ও সার্ভে পরিচালনাও নিপোর্টের আর একটি প্রধান কাজ। নিপোর্ট প্রজনন স্বাস্থ্য, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা এবং জনমিতি বিষয়ে গবেষণা ও জরিপ পরিচালনা করে। নীতি নির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ, ব্যবস্থাপক এবং গবেষকগণ নিপোর্টের গবেষণা ও সমীক্ষার ফলাফল ব্যবহার করে সঠিকভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ ও সূচারুরূপে তা বাস্তবায়ন করে থাকেন। গবেষণালব্ধ তথ্য সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানও ব্যবহার করে থাকে। এসব গবেষণার ফলাফল স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের নীতি-নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

১৯৭৭ সালে উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৭ সালে নিপোর্টের জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়। নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও জেলা শহরে ১৪টি আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অধীন ১টি পরিবার কল্যাণ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (FWTI) এবং উপজেলা পর্যায়ে ২১টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC)-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে।

রূপকল্প **(Vision)**

২০৩০ সালের মধ্যে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার একটি নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠান (Centre of excellence) হিসেবে নিপোর্টকে গড়ে তোলা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

গুণগতমানে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলে ও চাহিদাভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি কর্মসূচির উন্নয়ন ঘটিয়ে দেশের জনসংখ্যাকে সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সরকারকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা।

কার্যাবলী

- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানকারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ও উপকরণ প্রণয়ন করা;
- প্রশিক্ষণের নতুন ধারণা ও প্রযুক্তি বিষয়ে তথ্য আদান-প্রদান করা;
- গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনা করা;
- গবেষণা ও সমীক্ষার ফলাফল ডিসেমিনেশন করা;
- প্রশাসনিক, আর্থিক হিসাব নিরীক্ষা করা ও কর্মী ব্যবস্থাপনা; এবং
- ভবিষ্যত উন্নয়ন পরিকল্পনা।

ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কাঠামো

নিপোর্টের সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ৩টি পরিচালনা বিভাগ রয়েছে; যথা- প্রশাসন, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা। মহাপরিচালক নিপোর্টের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তাঁকে সহযোগিতা করেন পরিচালক (প্রশাসন), পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও পরিচালক (গবেষণা)।

প্রশাসনিক কাজ যেমন- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, বেতন-ভাতাদি, টাইমস্কেল প্রদান, সিলেকশন গ্রেড প্রদান, পদায়ন, প্রেষণ, সাধারণ প্রশাসনিক কার্যাবলী, বাজেট প্রণয়ন-সহ সকল প্রশাসনিক কার্যক্রমের মনিটরিং ও সুপারভিশন প্রশাসন বিভাগ হতে পরিচালক (প্রশাসন) এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারী অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ে কর্মরত সেবা প্রদানকারীদের মাতৃস্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও কারিকুলাম প্রণয়ন প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রধান কাজ। প্রশিক্ষণ বিভাগে প্রধান পরিচালক (প্রশিক্ষণ)-কে সহায়তার জন্য ১ জন কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, ২ জন উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ), ৫ জন ঊর্ধ্বতন প্রশিক্ষক, ১ জন অডিওভিজুয়াল স্পেশালিষ্ট, ৪ জন সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), ৫ জন প্রশিক্ষক রয়েছেন। RPTI পর্যায়ে ১ জন অধ্যক্ষ, ১ জন প্রভাষক (সমাজবিজ্ঞান), ১ জন প্রভাষক (মেডিকেল), ১ জন প্রভাষক (নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি) ও ৪ জন ফিল্ড ট্রেইনার রয়েছেন, ২ জন নার্স মিডওয়াইফ এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (RTC) ১ জন প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, ১ জন হোমইকোনমিস্ট, ১ জন প্রভাষক (প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা) ও ১ জন সহকারী প্রশিক্ষক রয়েছেন। তাছাড়া, প্রতিটি RPTI ও RTC-তে নিজ নিজ এলাকার মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক, বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), বিভাগীয় পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা), সিভিল সার্জন, উপপরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা), উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং অন্যান্য প্রফেশনাল কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে রিসোর্স পারসন পুল রয়েছে। তাঁরা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় ভূমিকা রাখেন। মহাপরিচালক প্রধান নির্বাহী হিসেবে এ সকল কার্যক্রম তদারক ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকেন।

গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গবেষণা ইউনিটের প্রধান পরিচালক (গবেষণা) রয়েছেন। তাঁর অধীনে ২ জন ঊর্ধ্বতন গবেষণা সহযোগী, ১ জন মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ, ২ জন গবেষণা সহযোগী, ২ জন পরিসংখ্যানবিদ, ১ জন গ্রন্থাগারিক ও ১ জন ডকুমেন্টেশন অফিসার রয়েছেন। তাঁরা সকলেই গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তা করে থাকেন।

নিপোর্ট ও এর আওতধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের বিগত ০৫ অর্থবছরের পরিচালন বাজেটের বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র

অর্থবছর	বরাদ্দ (হাজার টাকায়)	খরচ (হাজার টাকায়)	অব্যয়িত টাকা (হাজার টাকায়)
২০১৮-১৯	৫১১২৭৫	৪১২৬১১	৯৮৬৬৪
২০১৯-২০	৫৬৭০১০	৩৫৩২১২	২১৩৭৯৮
২০২০-২১	৬৫১৮৭২	৪৩৩১০৪	২১৮৭৬৮
২০২১-২২	৬৭০২০০	৫১৩৬৭২	১৫৬৫২৮
২০২২-২৩	৭২২৯৬০	৪১৫৮৫৩	৩০৭১০৭

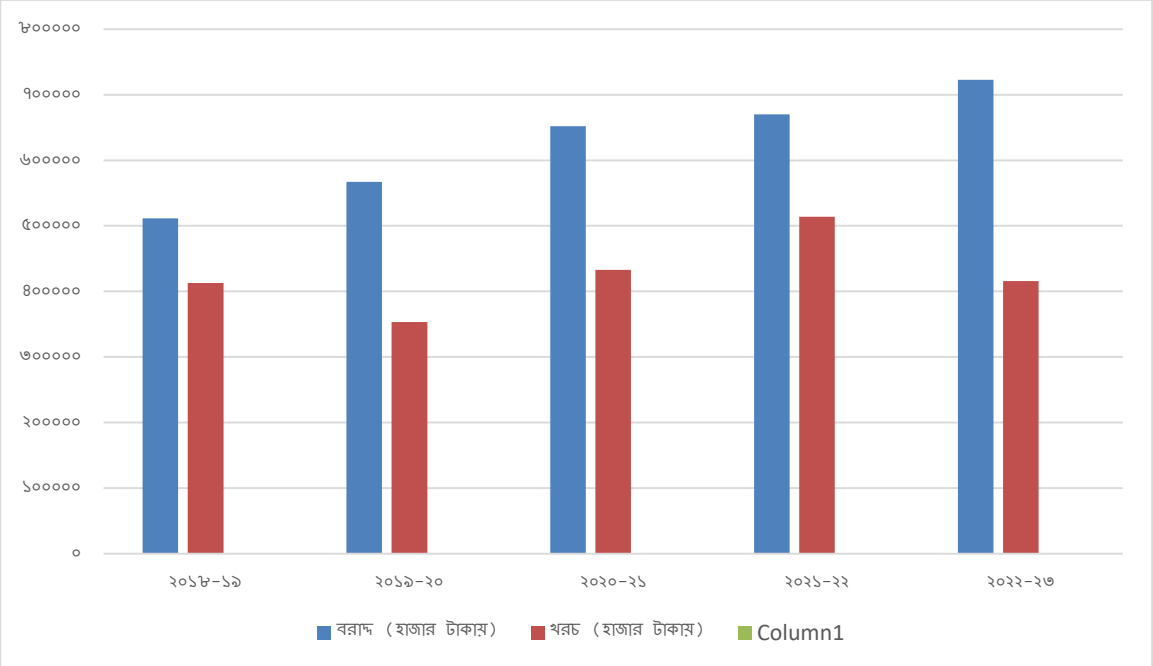

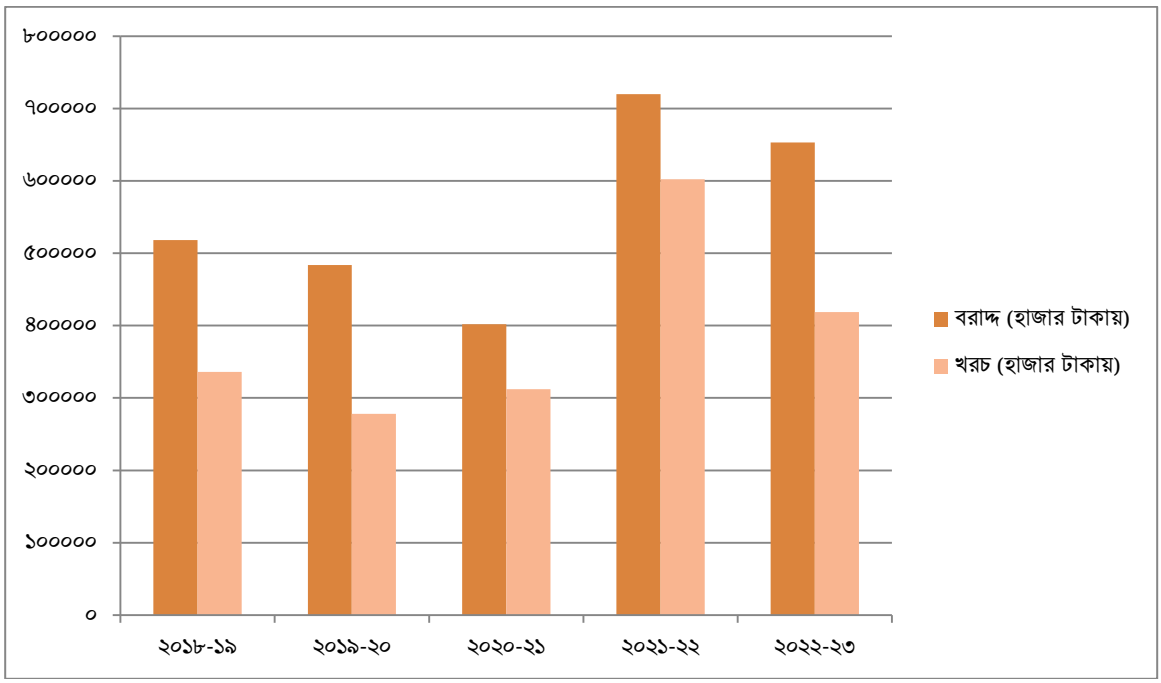

নিপোর্টের আওতাধীন টিআরডি শীর্ষক প্রকল্পের বিগত ০৫ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটের বরাদ্দ ও খরচের তুলনামূলক চিত্র

অর্থবছর	বরাদ্দ (হাজার টাকায়)	খরচ (হাজার টাকায়)	অব্যয়িত টাকা (হাজার টাকায়)
২০১৮-১৯	৫১৮০০০	৩৩৬০৬১	১৮১৯৩৯
২০১৯-২০	৪৮৩৮০০	২৭৮২৪৪	২০৫৫৫৬
২০২০-২১	৪০১৭০০	৩১১২৮৩	৯০৪১৭
২০২১-২২	৭২০০০০	৬০২২৬৫	১১৭৭৩৫
২০২২-২৩	৬৫২৯০০	৪১৮৫০০	২৩৪৪০০

প্রশিক্ষণ:

- নিপোর্ট প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, সেবাপ্রদানকারী, প্যারামেডিক, মাঠপর্যায়ের সুপারভাইজার এবং মাঠকর্মীদের মনোভাবের ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি কর্মসূচি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে যা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals) অর্জনেও কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

- ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচির (4^{th} HPNSP) অন্তর্ভুক্ত প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন (TRD) অপারেশনাল প্ল্যান অন্যতম মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে এ গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিপোর্ট-এর উপর ন্যস্ত। দেশব্যাপী বিস্তৃত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিপোর্ট এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আন্তরিকতা ও সফলতার সাথে পালন করে আসছে।

- বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ে ২৮ ব্যাচে ৯ ধরনের প্রশিক্ষণ-এ মোট ৮৩৮ জনকে, ১৩টি RPTI ও ১টি FWTI -তে ১০ ধরনের প্রশিক্ষণে ৩৩০ ব্যাচে মোট ৬,৫০৪ জনকে ও ২০ টি RTC-তে ৭ ধরনের প্রশিক্ষণে ৩৪০ ব্যাচে মোট ৬৮০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুস্টি সেবাপ্রদানকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুণগত সেবাপ্রদানের নিমিত্ত দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে নিপোর্ট প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়, ১৩টি RPTI, ১টি FWTI ও ২০টি RTC-এর মাধ্যমে মোট **১৩,৭২৩** জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যেসকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নবজাতকের সমন্বিত সেবা, নব-নিয়োগপ্রাপ্ত সিনিয়র স্টাফ নার্সদের ওরিয়েন্টেশন, নব-নিয়োগপ্রাপ্ত পরিবার

কল্যাণ পরিদর্শিকাদের মৌলিক প্রশিক্ষণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, পরিবার কল্যাণ সহকারীদের ০২ মাসের মৌলিক প্রশিক্ষণ, পরিবার পরিকল্পনা সহকারীদের ১০ দিনের মৌলিক প্রশিক্ষণ, প্রজনন ও যৌনস্বাস্থ্য এবং অধিকার, দলগত প্রশিক্ষণ, মাঠ পর্যায়ের সেবাপ্রদানকারীদের পুন: প্রশিক্ষণ, সুপারভিশন, মনিটরিং ও ফলোআপ, কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাথমিক পরিচর্যা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রতিরোধ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা, অফিস ব্যবস্থাপনা, এবং শৃঙ্খলা, সিস্টাচার ও নৈতিকতা ইত্যাদি।

ক্রমিক	ইনস্টিটিউট	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	অর্জনের শতকরা হার
১.	নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়	৮৩৮ জন	৪১৯ জন	৫০.০০
২.	আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI)/পরিবার কল্যাণ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (FWTI)	৬,৫০৪ জন	৬,৫০৪ জন	১০০.০০
৩.	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (RTC)	৬৮০০ জন	৬৮০০ জন	১০০.০০
	মোট:	**১৪,১৪২ জন**	**১৩,৭২৩ জন**	

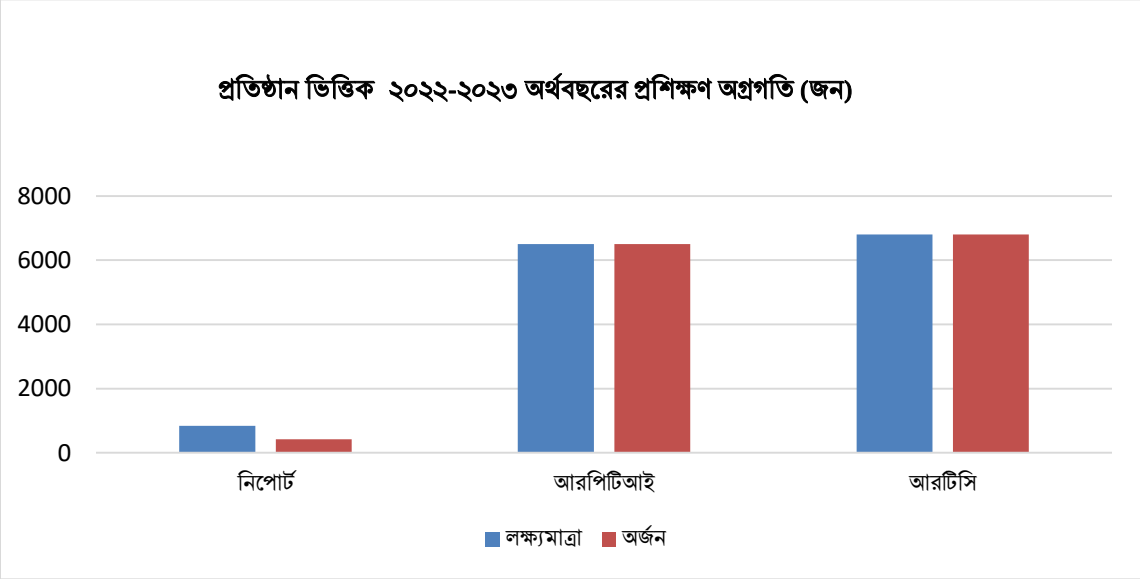

- জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরে কর্মরত ব্যবস্থাপক হতে মাঠ পর্যায়ের কর্মীগণের জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন, মনোভাব এবং অভ্যাসের পরিবর্তনে চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন এবং প্রণীত কারিকুলামের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এই ধারাবাহিকতায় নিপোর্ট ২০২২-২৩ অর্থ বছরে কারিকুলাম সংক্রান্ত নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পাদন করেছে।
- পরিবার কল্যাণ সহকারী (FWA)-দের মৌলিক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম রিভিউ সংক্রান্ত কর্মশালা (০১ টি)
- প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি পর্যায়ের হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা মডিউল প্রণয়ন কর্মশালা (০১ টি)
- "প্রবীণ ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সমন্বিত সেবা" প্রশিক্ষণ কারিকুলাম বিষয়ক বিষয় নির্ধারণী কর্মশালা (০১ টি),
- "প্রবীণ ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সমন্বিত সেবা" প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন সংক্রান্ত টেকনিক্যাল কমিটির কর্মশালা (০১ টি)
- "প্রবীণ ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সমন্বিত সেবা" প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন কর্মশালা (০১ টি),
- পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের (FWV) -দের মৌলিক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম রিভিউ সংক্রান্ত কর্মশালা (০১ টি)

গবেষণা:

জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন, কর্মসূচি মূল্যায়ন ও বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা এবং কর্মসূচির অগ্রগতির অবস্থা নির্ধারণের জন্য নীতি নির্ধারক, কর্মসূচি ব্যবস্থাপক এবং পেশাজীবীদের তথ্যের মূল উৎস হিসেবে নিপোর্ট পরিচালিত গবেষণা ও সার্ভের তথ্য ব্যবহার করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচির প্রশিক্ষণ গবেষণা ও উন্নয়ন অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় নিপোর্ট নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে (BDHS), ইউটিলাইজেশন অফ এসেন্সিয়াল সার্ভিস ডেলিভারি সার্ভে (UESD), বাংলাদেশ আরবান হেলথ সার্ভে (BUHS), বাংলাদেশ হেলথ ফ্যাসিলিটি সার্ভে (BHFS) এবং বাংলাদেশ মেটারনাল মর্টালিটি এন্ড হেলথ কেয়ার সার্ভে (BMMS)-সহ জনসংখ্যা পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও সার্ভে পরিচালনা করে আসছে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে

নিপোর্ট বিভিন্ন গবেষণা এবং সার্ভের মাধ্যমে জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। বিশেষভাবে নিপোর্ট গবেষণার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জাতীয় এবং বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মসূচির সূচকসমূহ মনিটর করা, জনমিতিক ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সাম্প্রতিক (আপডেটেড) সম্পদ উন্নয়ন ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। নিপোর্ট সম্পাদিত গবেষণার মাধ্যমে মা ও শিশু মৃত্যু, মা ও শিশুর অপুষ্টি, ফার্টিলিটি এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক বিভিন্ন সূচক সম্পর্কে নিয়মিতভাবে তথ্য প্রকাশ ও তা নীতি নির্ধারকদের প্রদান করে থাকে।

নিপোর্ট সাধারণত নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম ভিত্তিক ক্ষেত্রসমূহে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে:

- Program focused/health system strengthening
- Population, demographic and development issues
- Training/hamar resource related
- Need assessment/rapid appraisal/situation analysis
- Health service utilization & quality of care service access & equity.

নিপোর্ট প্রতিবছর ১-৩টি জাতীয় পর্যায়ের সার্ভে এবং ৮-১০টি গবেষণা পরিচালনা করে এর ফলাফল বিভিন্ন পর্যায়ে উপস্থাপন করে থাকে। পরিচালিতব্য সার্ভের বিষয়সমূহ অপারেশনাল প্লানে পূর্বনির্ধারিত থাকে এবং পরিকল্পনাভিত্তিক নির্ধারিত ক্ষেত্রসমূহে প্রতিবছরের জন্য অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত গবেষণার বিষয়সমূহ সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়নকারী, পেশাজীবী, অংশীজন ও কর্মসূচি ব্যবস্থাপকদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন লাইন ডাইরেক্টর ও স্টেইক হোল্ডারদের চাহিদার ভিত্তিতে কর্মশালার মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়। নিপোর্টের উল্লেখযোগ্য গবেষণা কাজের মধ্যে নিম্নবর্ণিত জরিপসমূহ অন্যতম:

- Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS)
- Bangladesh Maternal Mortality and Health Care Survey (BMMS)
- Bangladesh Health Facility Survey (BHFS)
- Urban Health Survey (UHS)
- Utilization of Essential Services Delivery (UESD) Survey
- Bangladesh Adolescent Health and Well-being Survey (BAHWS)

২০২২-২৩অর্থবছরে নিপোর্ট নিম্নবর্ণিত জাতীয় সার্ভে ও গবেষণা পরিচালনা করেছে ;

সার্ভে:

- Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS) 2022
- Bangladesh Health Facility Survey (BHFS) 2022

গবেষণা:

- Determinants of low use of Maternal Health Services at Hard-to-reach areas in Bangladesh.
- Assessment of FWVs Performance in terms of Basic Training and related services.
- An Assesment of Hospital Service Management for Providing Quality Health Services in Public Sector.
- Preparedness of Health Workforce in Providing Health Care Services during disaster.
- Assessment of Knowledge, Attitude and Practice among Bangladeshi Adults on NCDs.
- Availability and readiness of Geriatric Health Care in Bangladesh.
- Assessment of the Workload of MCH-FP Service Providers (SACMO & FWVs)
- Knowledge, Attitude and Health System Response for Management of Menopause in Bangladesh.
- Measuring Effect of Covid-19 on Essential MCH-FP Services in Bangladesh.
- Assess to and health care seeking behavior among ethnic minorities and tea pickers.
- Effect of working environment on Reproductive Health of Garments Workers.

এ সময়ে নিপোর্ট বার্ষিক প্রতিবেদন, ০৩টি নিউজ লেটার- নিপোর্ট বার্তা, ১২টি গবেষণা ব্রীফ/প্রকাশনা প্রকাশ করেছে এবং গবেষণা/সার্ভের ফলাফল অংশীজনের সাথে শেয়ার ও প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে ১২টি সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

Bangladesh Demographic & Health Survey (BDHS) 2022 :

২০২২-২০২৩ সালে নিপোর্ট Bangladesh Demographic & Health Survey 2022 পরিচালনা করেছে। জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত এটি বাংলাদেশের নবম সার্ভে। ২৭ জুন হতে ১২ ডিসেম্বর ২০২২ সময়ে দেশের সকল জেলা থেকে নির্বাচিত ৩০০১৮টি খানা হতে সার্ভের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ইতোমধ্যে জাতীয় পর্যায়ে সেমিনারের মাধ্যমে সার্ভের প্রাথমিক ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে এবং ০৮ টি বিভাগীয় সেমিনার এর মাধ্যমে বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়েছে। সার্ভের চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়নকাজ চলমান আছে, যা জাতীয় পর্যায়ের সেমিনারের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। এর পূর্বে ২০১৭-১৮ সালে সর্বশেষ BDHS পরিচালনা পূর্বক ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। বিডিএইচএস ২০২২-এর ফলাফল হতে দেখা যায় বাংলাদেশে:

- জনউর্বরতার হার (TFR) ২০০৭ সালের ২.৭ থেকে কমে ২০২২ সালে ২.৩ হয়েছে।
- জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার (CPR) ২০০৭ সালের ৫৫.৮% থেকে ২০২২ সালে ৬৪% (BDHS ২০২২) এ উন্নীত হয়েছে।
- আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ২০০৭ সালের ৪৭.৫% থেকে ২০২২ সালে ৫৪.৭% এ উন্নীত হয়েছে।
- কম বয়সী মায়েদের (married adolescent) মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ২০০৭ সালের ৩৭.৬% থেকে ২০২২ সালে ৪৮.১% এ উন্নীত হয়েছে।
- সক্ষম দম্পতিদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদার হার ২০০৭ সালের ১৬.৮% থেকে ২০২২ সালে ১০% এ হ্রাস পেয়েছে।
- দক্ষ প্রদানকারীর সহায়তায় প্রসবপূর্ব সেবাগ্রহণকারীর হার (কমপক্ষে ১ বার) ২০০৭ সালের ৫৩.৮% থেকে ২০২২ সালে ৮৭.৬% এ উন্নীত হয়েছে।
- দক্ষ প্রদানকারীর (trained)-র সহায়তায় প্রসবের হার ২০০৭ সালের ২২.৭% থেকে ২০২২ সালে ৬৯.৮% এ উন্নীত হয়েছে।
- প্রসব পরবর্তী মায়েদের সেবাগ্রহণকারীর হার ২০০৭ সালের ২০.১% থেকে ২০২২ সালে ৫৫.২% এ উন্নীত হয়েছে।
- খর্বকায় (stunted) শিশুদের হার ২০০৭ সালের ৪৩.২% থেকে ২০২২ সালে ২৩.৬% এ হ্রাস পেয়েছে।
- কৃষকায় (under-weight) শিশুদের হার ২০০৭ সালের ৪১.০% থেকে ২০২২ সালে ২২.৩% এ হ্রাস পেয়েছে।
- ৫ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুহার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ২০০৭ সালের ৫৮ থেকে ২০২২ সালে ৩১ এ কমে এসেছে।

Bangladesh Health Facility Survey 2022

২০২২-২০২৩ সালে নিপোর্ট Bangladesh Health Facility Survey 2022 পরিচালনা করেছে। জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত এটি বাংলাদেশের পঞ্চম সার্ভে । সরকারী , বেসরকারী ও এনজিও কর্তৃক পরিচালিত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোর উপর এই সার্ভে করা হয়। ২৭ সেপ্টেম্বর হতে ৮ ডিসেম্বর সময়ে দেশের মোট ২১,৯৪৩ টি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র হতে পদ্ধতিগত চয়ন (Systematic Sampling) ব্যবহার করে নির্বাচিত ১,৫৫৭টি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র হতে সার্ভের তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং ৬,২০৯ জন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এই ১,৫৫৭টি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এর মধ্যে ৬২টি জেলা সদর হাসপাতাল (DH), ১০০ টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWC), ১৫৭টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স (UHC), ২৯৩ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UHFWC), ১৪১ টি USC/RD, ৪৮৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক(CC), ১২৭টি এনজিও পরিচালিত সেবাকেন্দ্র (NGO clinic), এবং ১৮৯টি বেসরকারি হাসপাতাল (Private hospital)। ইতোমধ্যে জাতীয় পর্যায়ে সেমিনারের মাধ্যমে সার্ভের প্রাথমিক ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। সার্ভের চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়নকাজ চলমান আছে, যা জাতীয় পর্যায়ের সেমিনারের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। এর পূর্বে ২০১৭-১৮ সালে সর্বশেষ BHFS পরিচালনাপূর্বক ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।

Urban Health Survey 2021:

২০২০-২১ অর্থবছরে নিপোর্ট Urban Health Survey 2021 পরিচালনা করেছে। এটি বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ে তৃতীয় সার্ভে। এর পূর্বে ২০০৬ ও ২০১৩ সালে নিপোর্টের কর্তৃত্বে দুইটি UHS পরিচালনা পূর্বক ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এই সার্ভের জন্য ৩ স্তরে বিন্যস্ত চয়ন পদ্ধতি (Stratified 3 Stage Sampling Method) ব্যবহার করে ৩ ধরনের শহরাঞ্চল থেকে প্রতিনিধিত্বশীল নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। অঞ্চল ০৩টি হলো:

১) ১১ টি সিটি কর্পোরেশন (CC) এলাকা থেকে স্লাম (Slum) এরিয়া
২) ১১ টি সিটি কর্পোরেশন (CC) এলাকা থেকে নন-(non-slum) এরিয়া
৩) অন্যান্য শহর এলাকা (মিউনিসিপালটি, পৌরসভা ইত্যাদি)।

সার্ভের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) কর্তৃক নির্বাচিত দেশের মোট ৬৩৪টি মহল্লা (৪৫০ টি সিটি কর্পোরেশন, ১৮৪ টি অন্যান্য শহরাঞ্চল) হতে ১১৪৫ টি গুচ্ছ (cluster) নির্বাচিত করা হয় (যেখানে, সিটি কর্পোরেশন স্লাম ৩০০টি, সিটি কর্পোরেশন নন স্লাম ৬০০টি, অন্যান্য ২৪৫ টি)

এই নির্বাচিত গুচ্ছগুলো থেকে ৩৫,৭৩০ টি খানা (household) নির্বাচিত করা হয় (যেখানে সিটি কর্পোরেশন স্লাম ১০,৫০০, সিটি কর্পোরেশন নন-স্লাম ১৭৪৮০, অন্যান্য শহরাঞ্চল ৭৩৫০ এবং Response Rate 99.7%) । নির্বাচিত খানা থেকে ৩৬,৪৩৩ জন ১২-৪৯ বছর বয়সের বিবাহিতা সক্ষম মহিলাকে নির্বাচিত করা হয় (যেখানে, সিটি কর্পোরেশন স্লাম- ১০,৬৯৯ জন, সিটি কর্পোরেশন নন-স্লাম ১৭,৯৫২ জন এবং বাকি শহরাঞ্চল হতে ৭,৭৮২ জন Response Rate ৯৬.৭%) এবং নির্বাচিত খানা থেকে ১৫-৫৪ বছর বয়সী বিবাহিত ৮,১৬২ জন পুরুষকে চিহ্নিত করা হয় (যেখানে সিটি কর্পোরেশন স্লাম ৩,৪০২ জন, সিটি কর্পোরেশন ননস্লাম ২,২৭৫ জন, বাকি শহরাঞ্চল ২,৪৮৫ জন এবং Response Rate ৯৬.৬%) । ইতোমধ্যে সার্ভের চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে, যা জাতীয় পর্যায়ের সেমিনারের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।

আরবান হেলথ সার্ভে ২০২১ এর ফলাফল প্রকাশ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে উপস্থিত প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক এমপি, বিশেষ অতিথি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব ড. মো: আনোয়ার হোসেন হাওলাদার ও স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব. মো: সাইফুল হাসান বাদল সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবা কার্যক্রম:

জনসংখ্যা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে বাংলাদেশের বিস্তারিত তথ্যসহ সারা বিশ্বের তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ করার উদ্দেশ্য নিপোর্ট একটি সমন্বিত তথ্যসেবা পদ্ধতি চালু করেছে। সমন্বিত তথ্যসেবা পদ্ধতির আওতায় অনুরোধের প্রেক্ষিতে দেশের ও দেশের বাইরের ব্যক্তি বা সংগঠনকে তথ্য সরবরাহ সেবা প্রদান করে থাকে। নিপোর্ট গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবা সার্ভিস (NILIB)-এর আওতায় নিম্নবর্ণিত সেবা দিয়ে থাকে:

- ডিজিটাল পদ্ধতিতে নিপোর্ট লাইব্রেরি ডাটাবেজ (NILIB) থেকে বিবলিওগ্রাফিক সার্চসহ রেফারেন্স সেবা;
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) উদ্ভাবিত HINARI & Pub Med অনলাইন ডাটাবেজ-এর সাহায্যে লিটারেচার সার্চ সার্ভিস;
- কারেন্ট অ্যাওয়ারনেস সার্ভিস বুলেটিন;
- প্রেসক্লিপিং বুলেটিন;
- অ্যানোটেটেড বিবলিওগ্রাফিক সার্ভিস;
- এ্যাকসেশন রেজিস্টার; ও
- রিপ্রোগ্রাফিক সার্ভিস (ডকুমেন্টস এর ফটোকপি)।

প্রশিক্ষণার্থী ও নিপোর্টের অনুষদ সদস্য ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্র গবেষক ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষকগণ নিপোর্ট গ্রন্থাগার ব্যবহার করে থাকেন। তারা সহজে ও অন্য সময়ে বই বা প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে তৈরি ক্যাটালগিং সিস্টেম নির্ভর ডাটাবেজ (NILIB) ব্যবহার করেছেন। প্রতিবেদন কালীন সময়ে নিপোর্টে নিয়মিতভাবে সরকারি ইডেন মহিলা কলেজ ও সরকারি বদরুন্নেছা মহিলা কলেজ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্রীরা ইন্টার্নশিপ করেন। তারা নিয়মিত গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন।

নিপোর্ট গ্রন্থাগার চলতি বছর থেকে সেবা সহজীকরণ ও উন্নত করার লক্ষ্যে কোহা সফটওয়ার এর মাধ্যমে সকল বই ও প্রকাশনা এন্ট্রি করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি নিপোর্ট পরিচালিত গবেষণা ও সার্ভের রিপোর্টসমূহ ই-বুকে রূপান্তরিত করা হচ্ছে।

উত্তম চর্চা (Best Practice) পুরস্কার প্রদান

উত্তম চর্চার (Best Practice) স্বীকৃতিস্বরুপ শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা (আরপিটিআই ক্যাটাগরিতে) এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মিঠাপুকুর, রংপুরকে (আরটিসি ক্যাটাগরিতে) পুরস্কৃত করা হয়েছে। পুরস্কার হিসাবে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে ০১টি সার্টিফিকেট ও ০১টি ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়েছে।

হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে রিসোর্স পারসনসহ প্রশিক্ষণার্থীগণ

প্রবীণ ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সমন্বিত সেবা" কারিকুলাম প্রণয়ন কমিটির কর্মশালায় রিসোর্স পারসনগণ

প্রশিক্ষণ ও কারিকুলাম প্রণয়ন:

- মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা প্রদানকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুণগত সেবা প্রদানের নিমিত্ত দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টিতে নিপোর্ট প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়, ১৩ টি আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI), ১ টি পরিবার কল্যাণ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (FWTI) এবং উপজেলা পর্যায়ে ২০ টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC)-এর মাধ্যমে মোট ১৩,৭২৩ জনকে (লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৮৩.৩৩%) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১১টি RPTI ও ১ FWTI-এর মাধ্যমে ১২ ব্যাচে মোট ২৪০ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সকে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে;
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কর্মসূচি ব্যবস্থাপকদের জন্য " প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি পর্যায়ে হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক ০১ টি এবং "প্রবীণ ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সমন্বিত সেবা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে । এবং পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (FWV) এবং মাঠকর্মীদের জন্য পরিবার কল্যাণ সহকারী (FWA)-দের মৌলিক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম রিভিউ করা হয়েছে।
- ১১ টি RPTI ও ১ টি FWTI-তে মোট ৩০৭ জন নবনির্বাচিত পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের (FWV) মৌলিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;
- ১১ টি RPTI ও ১ টি FWTI এর মাধ্যমে ১২ ব্যাচে মোট ২৪০ জনকে "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ১১ টি RPTI, ১ টি FWTI এবং ২০টি RTC এর মাধ্যমে ৪১৬ ব্যাচে মোট ৮,৩২০ জনকে "কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাথমিক পরিচর্যা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১০টি গবেষণা ও ২টি জাতীয় সার্ভে পরিচালনা করা হয়েছে। এ সময়ে নিপোর্টের বার্ষিক প্রতিবেদন, তিন কোয়ার্টারে তিনটি সংখ্যা নিউজ লেটার-নিপোর্ট বার্তা ও ১২টি গবেষণা ব্রীফ/প্রকাশনা প্রকাশ করা হয়েছে এবং উক্ত অর্থবছরে গবেষণা/সার্ভের ফলাফল ও নিপোর্ট কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে ১২ টি সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করেছে;
- নিপোর্টের প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্সে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবনী ও আদর্শের উপর একটি করে সেশন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৮.১০ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কার্যক্রম:

ভূমিকা:

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি বিশ্বব্যাপী মহান পেশা হিসেবে স্বীকৃত। নার্স ও মিডওয়াইফগণ স্বাস্থ্যসেবার একটি অপরিহার্য্য অংশ। ব্রিটিশ শাসনামলে এদেশে নার্সিং পেশার যাত্রা শুরু হলেও স্বাধীন বাংলাদেশে নার্সিং সেক্টরের উন্নয়ন শুরু হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে। তিনি ইস্ট পাকিস্তান নার্সিং কাউন্সিলের নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল নামকরণ করেন এবং নার্সিং সেক্টরকে শক্তিশালীকরণ ও সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সেবা পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে সেবা পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালে সেবা পরিদপ্তরকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে উন্নীত করেন। তিনি বাংলাদেশে নার্সিং এর পাশাপাশি স্বতন্ত্র মিডওয়াইফারি পেশা চালু করেন। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর কর্তৃক স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন সকল সরকারি নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালিত হয় এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন সকল সরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নার্স ও মিডওয়াইফের যাবতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হয়।

রূপকল্প:
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সেবার সর্বোত্তম মান নিশ্চিত করা।

অভিলক্ষ্য:
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সেবার মান উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য উন্নত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা।

নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য:

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বর্তমানে ৬৮টি সরকারি ও ৩৬২টি বেসরকারি এবং ০৬টি সামরিক/ স্বায়ত্বশাসিত নার্সিং ইনস্টিটিউট/কলেজে নার্সিং শিক্ষার বিভিন্ন কোর্স চলমান। সরকারি ৬৮টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৫টি নার্সিং কলেজে বিএসসি, ৪৬টি নার্সিং ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি ও ৬০টি নার্সিং ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালু রয়েছে। বেসরকারি ৩৬২টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৫০টি নার্সিং কলেজে বিএসসি কোর্স, ৩৩৫টি ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি ও ১০৫টিতে ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চলমান। তাছাড়া সরকারি ২টি ও বেসরকারি ১৩টি প্রতিষ্ঠানে এমএসসি কোর্স চালু আছে।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের বিদ্যমান জনবলের তথ্য:

ক) অধিদপ্তরের মোট জনবল:

অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূন্য পদ
৫০,৪৪২	৪৫,১৫৭	৫,২৮৫

খ) হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্মরত জনবল:

ক্রম	পদের নাম	গ্রেড	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূন্য পদ
১	সেবা তত্ত্বাবধায়ক	৭/৯	৮৭	৫১	৩৬
২	উপ-সেবা তত্ত্বাবধায়ক	৯	৮৪	৪৭	৩৭
৩	বিভাগীয় সহকারী পরিচালক	৯	৭	৭	০
৪	ডিস্ট্রিক্ট পাবলিক হেলথ নার্স	৯	৬৪	৪০	২৪
৫	নার্সিং সুপারভাইজার	১০	১২১১	৯৭৯	২৩২
৬	সিনিয়র স্টাফ নার্স/স্টাফ নার্স/পাবলিক হেলথ নার্স	১০	৪৩১৭৯	৩৯৭৬৪	৩৪১৫
৭	মিডওয়াইফ	১০	২৯৯৬	২৫৪৫	৪৫১
৮	সহকারী নার্স	১৫	৪০২	৪০২	০

গ) নার্সিং ও মিডওয়াওইফারি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনবল:

ক্রম	পদের নাম	গ্রেড	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূন্য পদ	মন্তব্য
১	অধ্যক্ষ	৪	১০	১০	০	নিজ বেতনে কর্মরত
২	পরিচালক (নিয়েনার)	৫	১	১	০	নিজ বেতনে কর্মরত
৩	উপাধ্যক্ষ	৪	১	১	০	নিজ বেতনে কর্মরত
৪	উপাধ্যক্ষ	৫	৫	১	৪	নিজ বেতনে কর্মরত
৫	অধ্যাপক	৫	৭৫	০	৭৫	
৬	উপ-পরিচালক (নিয়েনার)	৬	১	০	১	
৭	অধ্যক্ষ	৬	১	০	১	অতিরিক্ত দায়িত্বে কর্মরত
৮	সহযোগী অধ্যাপক	৬	৮৫	১	৮৪	নিজ বেতনে কর্মরত
৯	সহকারী অধ্যাপক	৭	১৪৯	১	১৪৮	নিজ বেতনে কর্মরত
১০	অধ্যক্ষ	৭	৯	৯	০	নিজ বেতনে কর্মরত
১১	প্রভাষক (নার্সিং)	৯	২৮১	৬৭	২১৪	১০৭ জন মূল পদে এবং ৪২ জন নিজ বেতনে কর্মরত
১২	কমিউনিটি নার্সিং	৯	১	০	১	
১৩	প্রভাষক (ইংরেজী)	৯	৯	০	৯	
১৪	প্রভাষক (কম্পিউটার)	৯	৯	০	৯	
১৫	সহ: প্রোগ্রামার	৯	২	০	২	
১৬	ল্যাব ইনচার্জ	৯	১৩	০	১৩	
১৭	নার্সিং ইন্সট্রাক্টর ইনচার্জ	১০	৪২	৪২	০	
১৮	নার্সিং ইন্সট্রাক্টর	১০	৩৫১	৩৫১	০	
১৯	ইন্সট্রাক্টর	১০	৮	৮	০	
২০	সেবিকা শিক্ষয়েত্রি	১০	৩	৩	০	
২১	ডেমন্সট্রেটর	১০	১২	১২	০	
২২	২য় শ্রেণির অন্যান্য কর্মকর্তা	১০	১৪	০৬	০৮	
২৩	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী	১২-১৬	১২৬৪	৭২০	৫৪৪	
	সর্বমোট		**২২৬৪**	**১২৩২**	**১০৩২**	
	আউট সোর্সিং		**৩৫৯**		**৩৫৯**	

নিয়োগ ও পদোন্নতি কার্যক্রম:

ক) নিয়োগ

- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের অধীনে ২৩৬৭ টি সিনিয়র স্টাফ নার্স ও ৪০১ টি মিডওয়াইফের নিয়োগ কার্যক্রম সরকারি কর্ম কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।
- এছাড়া অধিদপ্তর কর্তৃক ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ২৮৭টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান।

খ) পদোন্নতি প্রদানঃ

- গ্রেডেশন তালিকা অনুযায়ী ২০৬ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সকে ১ম শ্রেণিতে পদন্নোতি প্রদান করা হয়েছে।

অধিদপ্তরের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের তথ্য:

ক) প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা:

প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা
নার্সিং ইনস্টিটিউট	২৮
নার্সিং কলেজ	৪০
পোস্ট গ্র্যাজুয়েট নার্সিং ইনস্টিটিউট	০১
নির্মানাধীন নার্সিং কলেজ	১১
আঞ্চলিক নার্সিং ও মিডওয়াইফারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (ইন-সার্ভিস)	০৪
পল্লী নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার (ইন-সার্ভিস)	০২

নোট: এছাড়া বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিলের আওতায় বেসরকারি পর্যায়ে ৩৭২টি নার্সিং ইনস্টিটিউট/কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

খ) আসন সংখ্যা:

প্রতিষ্ঠান	সরকারি প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যা	বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যা
ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি	২৭৮০	১৭৩৯০
ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি	১৮২৫	৩৯৩০
বিএসসি ইন নার্সিং (৪ বছর মেয়াদী)	২১০০	৭৩৬৫
পোস্ট বেসিক বিএসসি ইন নার্সিং (২ বছর মেয়াদী)	৭২৫	৪৭৯৫
পোস্ট বেসিক বিএসসি ইন মিডওয়াইফারি (২ বছর মেয়াদী)	৮০	১৬০
এমএসসি ইন নার্সিং	২৭০	১৬৩০
মোট	৭৭৮০	৩৫২৭০

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি:

ক) প্রকল্প/কর্মসূচির নাম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক্রম	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	Expansion and quality improvement of Nursing Education	৮৫.১৫% (বরাদ্দ ১০০০০.০০ এবং খরচ ৮৫১৪.৬৪) (লক্ষ টাকায়)
২	Nursing and Midwifery Education and Services (NMES)	৮৩.৩৫% (জুন,২০২৩) (বরাদ্দ ৩৪০০০.০০ এবং খরচ ২৮৩৩৮.৬২) (লক্ষ টাকায়)

খ) উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত):

প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
৭৫.০০	ব্যয়ের পরিমাণ: ৪৪.৮৬৮২ ব্যয়ের শতকরা হার: ৬০%	১১

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি খাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন:

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	উপজেলা পর্যায়ে নার্সদের আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।	HPNSP এর আওতায় ৫ম সেক্টর কর্মসূচির অধীনে বিভিন্ন উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের হাসপতালে কর্মরত নার্সদের ডরমিটরি নির্মাণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ।
২	নার্সদের কর্মপরিধি সুনির্দিষ্ট হালনাগাদ করে তার প্রতিবেদন নিশ্চিত করতে হবে। মিডওয়াইফদের উপযুক্ত পদায়ন ও দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করতে হবে।	বাস্তবায়িত
৩	নার্সিং শিক্ষায় ক্রমবর্ধিষ্ণু ছাত্র/ছাত্রীর ভর্তি ও সংখ্যা বিবেচনায় দেশের সকল সরকারি নার্সিং কলেজ এবং নার্সিং ইনস্টিটিউটে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্র ও ছাত্রী নিবাস নির্মাণ করতে হবে।	সিলেট, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী নার্সিং কলেজসমূহে হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। ময়মনসিংহ ও দিনাজপুর নার্সিং কলেজ; এবং মিটফোর্ড, কুমিল্লা, ও খুলনা নার্সিং ইন্সটিটিউটের নতুন হোস্টেল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন ফিজিবিলিটি পরীক্ষার জন্য প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৪	নার্সদের বিদেশী ভাষা (বিশেষত ইংরেজী ও আরবী) শিক্ষা	HPNSP এর আওতায় ৫ম সেক্টর কর্মসূচির অধীনে নার্সদের ইংরেজি, আরবি, জাপানিজ, জার্মান ও ইটালিয়ান ভাষা প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
৫	বাগেরহাট জেলায় একটি ডিপ্লোমা নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন	বাগেরহাট জেলায় একটি ডিপ্লোমা নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছে এবং বর্তমানে একটি কলেজ নির্মাণের কাজ চলমান আছে।
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি**
১	নার্সদের শূন্যপদ সমূহ সত্বর অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা পূরণসহ অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সসীমা শিথিল করার ব্যবস্থা করতে হবে।	বাস্তবায়িত
২	সকল সরকারি হাসপাতালে ডাক্তার ও নার্সের আনুপাত সামঞ্জস্যপুর্ণ হতে হবে।	হাসপাতালের ধরন ও অনুমোদিত শয্যার বিপরীতে স্ট্যান্ডার্ড সেট-আপ নির্ধারণপুর্বক ৪৮,১৫৬ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সের পদ সৃজনের প্রস্তাব স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
৩	দক্ষ জনশক্তি হিসেবে নার্সদের বিদেশে প্রেরণ	৬০০ জন নার্সকে কুয়েতে প্রেরণ করা হয়েছে। কুয়েত সরকারের নার্স প্রেরণের বিষয়ে জিটুজি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
৪	গোপালগঞ্জে নার্সিং ইনস্টিটিউট চালুকরণ	বাস্তবায়িত
৫	হাসপাতালে বিশেষায়িত ইউনিটের জন্য বিশেষায়িত নার্স গড়ে তুলতে হবে	সরকারি বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহে বিভিন্ন বিষয়ে ০১ বছর মেয়াদী আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স চালুর মাধ্যমে বিশেষায়িত নার্স নার্স গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া হাসপাতালের বিশেষায়িত ইউনিটসমূহের জন্য বিশেষায়িত নার্সের পদ সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন:

ক্রম	উদ্ভাবন প্রজেক্টের নাম	উপকারভোগী জনগোষ্ঠী	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	দাপ্তরিক চিঠিপত্র সহজিকরণ	নার্স , মিডওয়াইফ, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং সাধারণ সেবা গ্রহতি	বাস্তবায়িত
২	মাতৃত্বকালীন ছুটি সহজিকরণ	নার্স , মিডওয়াইফ, কর্মকর্তা ও কর্মচারী	বাস্তবায়িত

৩	রোগীর সেবায় নাইটিংগেল এপ্রোচ	হাসপাতালে ভর্তি রোগী	জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়িত
৪	নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্যারিয়ার ডেভলপমেন্ট সেন্টার স্থাপন	নার্সিং শিক্ষার্থী	ঢাকা নার্সিং কলেজে পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন
৫	Quality Improvement Department স্থাপনের মাধমে রোগীর সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করা	হাসপাতালে ভর্তি রোগী	জাতীয় নিউরো সায়েন্স ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন
৬	ই-লাইব্রেরী	সকল নার্স, নার্স শিক্ষক এবং নার্সিং ছাত্রছাত্রী	কার্যক্রম চলমান
৭	কমিউনিটি হেলথ নার্সিং (Community Health Nursing)	সাধারণ জনগোষ্ঠী	কার্যক্রম চলমান

মানবসম্পদ উন্নয়ন:

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত):

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১১ (উন্নয়ন বাজেটের আওতায়)	১৪,০৩৭ জন
০৮ (পরিচালন বাজেটের আওতায়)	৩০০ জন

ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের তথ্য:

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের মোট ১২০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বিধি মোতাবেক বিভিন্ন বিষয়ে ০৫ দিন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি এডুকেশন এন্ড সার্ভিসেস অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় প্রশিক্ষণ:

ক্রম	প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু	২০২২ ও ২০২৩ সালে মোট প্রশিক্ষনার্থী সংখ্যা
১	ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং	৯৭২০ জন
২	শিক্ষক প্রশিক্ষণ	৭৮০ জন
৩	আইসিইউ নার্সিং ট্রেনিং	১৫৬০
৪	পেডিয়াট্রিক নার্সিং ট্রেনিং	৩০০
৫	জেরিয়েট্রিক নার্সিং ট্রেনিং	১২০
৬	আইপিসি ও ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং	৭৫০
৭	রিসার্চ মেথোডোলজি	২৩৪
৮	ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট	১৪০
৯	ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ	৮০
১০	নেটওয়ার্ক মিটিং	৩৫৩
১১	ওর্য়াকশপ / সেমিনার	২৮৬১

সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত):

সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
৫১	২৮৬১ জন

২০২২-২৩ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

- ২৩৬৭টি শূন্য পদের বিপরীতে সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান।
- ১০,০০০ সিনিয়র স্টাফ নার্সের নতুন পদ ও ৫০০০ মিডওয়াইফের নতুন পদ সৃজন প্রক্রিয়াধীন।
- ৩৫৬৬ জন নার্সকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান।
- গ্রেডেশন তালিকা অনুযায়ী ২০৬ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সকে ১ম শ্রেণিতে পদন্নোতি প্রদান।
- নার্স ও মিডওয়াইফগণের চাকরি স্থায়িকরণসহ নানাবিধ প্রশাসনিক কার্যক্রম চলমান।
- উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত নার্সগনের জন্য স্টান্ডার্ড প্র্যাকটিস গাইডলাইন প্রস্তুত।

- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের অর্গানোগ্রামসহ ৬৯টি নতুন পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রাপ্তি।
- ৫ম HPNSP প্রোগ্রামে "নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সার্ভিসেস" শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যান অনুমোদিত।
- মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের সাথে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর।
- হাসপাতালে নার্সিং সেবার মান বৃদ্ধিতে মনিটরিং কার্যক্রম এবং উপজেলা পর্যায়ে মিডওয়াইফ পরিচালিত কেয়ার ইউনিটগুলোর কার্যক্রম জোরদার।
- নার্সিং সেবায় চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় হাসপাতালে ইলেক্ট্রনিক নার্সিং ডক্যুমেন্টেশন কার্যক্রম চালুর উদ্যোগ গ্রহণ এবং নার্সিং কলেজসমূহে আধুনিক সিম্যুলেশন ল্যাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যবহারিক শিক্ষা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ।
- বাংলাদেশ হতে যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে দক্ষ নার্স জনশক্তি রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ।
- বিপুল সংখ্যক নার্স ও মিডওয়াইফগণকে বিভিন্ন ক্লিনিক্যাল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সেবা সংক্রান্ত সেমিনার আয়োজন ও প্রজেক্ট গ্রহণ।
- হাসপাতালসমূহে নার্সিং সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুপারভিশন ও মনিটরিং নিশ্চিতকরণের জন্য সিনিয়র স্টাফ নার্সদের মধ্য থেকে দক্ষতা, সক্ষমতা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ২২৫ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সকে নার্সিং সুপারভাইজার পদে পদায়ন।
- দেশের ৫ (পাঁচ) টি জেলায় (সুনামগঞ্জ, নোয়াখালী, বান্দরবান, কক্সবাজার ও ঢাকা) মিডওয়াইফ কর্তৃক গর্ভকালীন সেবা, প্রসব পরবর্তী সেবা ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সেবায় টেলি সেবা সার্ভিস কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।
- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের পিএমআইএস শাখা আধুনিকায়ন। নব যোগদানকৃত নার্স ও মিডওয়াইফগণের পিডিএস তৈরি। বিভিন্ন হাসপাতালের নার্সদের পিএমআইএস বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সরকারি নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের জন্য নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর (শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা ২০২৩ প্রস্তুত ও প্রেরণ।
- নার্স ও মিডওয়াইফদের উচ্চশিক্ষার জন্য সংযুক্তি নীতিমালা খসড়া প্রেরণ।
- ০২ টি নতুন নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (আলহাজ্ব আব্দুর রাজ্জাক নার্সিং কলেজ ডামুড্যা. শরীয়তপুর ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব নার্সিং ইনস্টিটিউট, বাউফল,পটুয়াখালী) চালু করা হয়েছে।
- মোট ৭টি নতুন নার্সিং কলেজ (গোপালগঞ্জ, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, নাটোর, লক্ষ্মীপুর, সুনামগঞ্জ ও গাইবান্ধা) নির্মাণাধীন।
- চার সপ্তাহব্যাপী টিচার্স ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক দেশের বিভিন্ন সরকারি নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক পদায়ন ।
- নার্স ও মিডওয়াইফগণের গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন ও সায়েন্টিফিক কনফারেন্স আয়োজন।
- বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস ও আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস উদযাপন।
- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেবার মানোন্নয়নে সাতক্ষীরা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে মত-বিনিময় সভা আয়োজন।
- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ঢাকার মহাখালীতে গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডা এর সহযোগিতায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ সেন্টার (এনটিটিসি) স্থাপন কার্যক্রম শুরু।
- বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় বাস্তবায়নাধীন ASSET প্রোজেক্টের আওতায় ২০টি নার্সিং ইনস্টিটিউটের উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু।
- NMES অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৯,৭২০ জন নব-নিয়োগকৃত নার্সকে ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ প্রদান ও ৭৮০ জন নার্সিং শিক্ষককে Teachers Development প্রশিক্ষণ প্রদান
- ICU, Pediatric, Geriatric, IPC & Waste Management, Research Methodology, Effective Presentation & Report Writring Skill এবং Financial Management বিষয়ে দেশে ৩,১৯৪ জন নার্সকে প্রশিক্ষণ প্রদান
- UNFPA এর আর্থিক সহযোগিতায় স্থানীয়ভাবে ৬০০ জন মিডওয়াইফ ও মিডওয়াইফারি শিক্ষককে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান
- নার্স ও মিডওয়াইফদের উচ্চ শিক্ষায় স্কলারশিপ প্রদান ও বাংলাদেশে যৌথ ব্যবস্থাপনায় নার্সিং কোর্স চালুর লক্ষ্যে যুক্তরাজ্যের ২টি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের (Bolton University & Salford University) সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদন
- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রশাসনিক পদ কাঠামো পূনর্বিন্যাস ও আপডেটকরণ
- নার্স ও মিডওয়াইফদের জন্য যুগোপযোগী ক্যারিয়ার পাথ তৈরি ও যুগোপযোগী পদোন্নতি প্রক্রিয়াসহ নিয়োগবিধি প্রণয়ণ
- হাসপাতালে ওয়ার্ড ইনচার্জ নার্সের পদ সৃজন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বিশেষায়িত নার্সের পদ সৃজন

- নার্সিং সুপারভাইজার পদটি ২য় শ্রেণি হতে ১ম শ্রেণিতে উন্নিতকরণ ও সুপারভাইজারের পদ সংখ্যা বৃদ্ধি
- ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে মিডওয়াইফের নতুন পদ সৃজন
- নার্স ও মিডওয়াইফদের জন্য ৬ মাস ব্যাপী ফাউন্ডেশন ট্রেনিং চালু
- সিনিয়র স্টাফ নার্সদের জন্য কাজের ক্ষেত্র ভিত্তিক স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর, জব ডেস্ক্রিপশন এবং বিধানবলী প্রণয়ন
- সিনিয়র স্টাফ নার্স ও মিডওয়াইফদের বদলি ও পদায়ন নীতিমালা আপডেটকরণ
- নার্সিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট, নার্সিং সুপারভাইজার ও ডিস্ট্রিক্ট পাবলিক হেলথ নার্সদের সক্ষমতা বৃদ্ধি জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন
- কুয়েত, ইতালী, ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া, জাপান, কানাডা ও যুক্তরাজ্যে নার্স জনশক্তি রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ
- ৪২ টি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবনের রিপেয়ার ও রিনোভেশনের কাজ সম্পাদন
- দিনাজপুর নার্সিং কলেজ ও সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন নার্সিং কলেজের ভবন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ
- ডিপ্লোমা নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি ও ডিপ্লোমা মিডওয়াইফারি শিক্ষার্থীদের ইন্টার্ন ভাতা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ
- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগবিধি চূড়ান্তকরণ
- বিশেষায়িত ইনস্টিটিউটসমূহে বিভিন্ন ক্লিনিক্যাল নার্সিং বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স চালুর মাধ্যমে বিশেষায়িত নার্স তৈরি ও হাসপাতালে বিশেষায়িত নার্সের পদ সৃজন
- সরকারি নার্সিং কলেজে পোস্ট বেসিক বিএসসি ইন মিডওয়াইফারি কোর্সের আসন বৃদ্ধি
- এমএসসি ইন নার্সিং চালুর প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত সরকারি নার্সিং কলেজসমূহে এমএসসি ইন নার্সিং কোর্সের একাডেমিক কার্যক্রম চালু

৮.১ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর:

ভূমিকা:

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (Health Engineering Department) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন নিজস্ব প্রকৌশল সংস্থা। ওয়ার্ড পর্যায় থেকে জেলা পর্যায়ে ১০০ শয্যা পর্যন্ত সকল স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো/স্থাপনা সমূহের নির্মাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর উপর ন্যস্ত রয়েছে। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক জেলা হাসপাতাল, জাতীয় পর্যায়ের হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ, মেরামত ও সংস্কার কাজও এইচইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়।

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যপরিধি অনুযায়ী ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ, পুন:নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ; ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ, পুন:নির্মাণ, আরডি/ইউনিয়ন সাব-সেন্টারকে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে উন্নীতকরণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ; নবসৃষ্ট উপজেলায় নতুন ৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ, বিদ্যমান ১০/২০/৩১ শয্যাবিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সমূহকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ, নবরূপায়ন, মেরামত ও সংস্কার কাজ; উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সমূহকে ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ, নবরূপায়ন , মেরামত ও সংস্কার কাজ; জেলা পর্যায়ে ২০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ, উপজেলা পর্যায়ে ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ; ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ; ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ; ট্রমা সেন্টার নির্মাণ কাজ; উপজেলা ষ্টোর-কাম-অফিস নির্মাণ; RPTI, RTC, নার্সিং কলেজ, নার্সেস ট্রেইনিং ইনষ্টিটিউট, ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (IHT) নির্মাণ, মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেইনিং স্কুল (MATS) নির্মাণ; জেলা পণ্যাগার ও কেন্দ্রীয় পণ্যাগার নির্মাণ, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, নিপোর্ট, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, সিবিএইচসি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা কার্যালয় নির্মাণসহ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিত অন্যান্য কাজ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর উপর ন্যস্ত রয়েছে।

কর্মসম্পাদন, অগ্রগতি এবং কর্মপরিকল্পনা প্রতিবেদন:

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের মাধ্যমে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে শুরু করা/ চলমান প্রকল্পের তালিকা:

নিপোর্ট ভবন নির্মাণ কাজ :

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতি
০১	ঢাকার আজীমপুরস্থ নিপোর্ট ভবন নির্মাণ	৪৯০৩.৩৮	৮৩%

মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস) নির্মাণ কাজ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন/কেন্দ্র	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতি
০১	বান্দরবান	সদর	রাইসা	৩০৫৪.০০	৯২%
০২	বরিশাল	আগৈলঝরা	--	৩৩২৮.২৫	৮৩%
০৩	নীলফামারী	সদর	--	৩০৩৬.১৫	৯৫%

ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) নির্মাণ কাজ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন/কেন্দ্র	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতি
০১	সুনামগঞ্জ	সদর	--	৩৫৯৭.৬৫	৮৩%

১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন/কেন্দ্র	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতি
০১	নরসিংদী	রায়পুরা	মরজাল	৪৯৫.৩৩	১৬%
০২	চট্টগ্রাম	হাটহাজারী	চিপাতলী	৪৯৪.৮৫	৯৮%
০৩	নড়াইল	লোহাগড়া	লাহড়িয়া	৪৭২.০৮	৭৮%
০৪	রংপুর	পীরগাছা	চাওলা	৪৫১.৮১	৬৯%
০৫	গাইবান্ধা	গোবিন্দগঞ্জ	মহিমাগঞ্জ	৪৩২.৬২	৫৩%
০৬	গাজীপুর	শ্রীপুর	দমদমা	৫৩৮.০৭	২৩%
০৭	কুমিল্লা	দেবীদ্বার	মইনুদ্দীন মুন্সী ধামতী	৫৪৪.৬৭	৩৫%
০৮	নরসিংদী	পলাশ	জিনারদী হাসিনা-হাকিম	৪৯৩.৩০	১৯%
০৯	কিশোরগঞ্জ	অষ্টগ্রাম	খয়েরপুর আব্দুল্লাপুর	৫৪০.২৩	০%
১০	জামালপুর	ইসলামপুর	ইসলামপুর	৫৩৬.৪৩	০%
১১	কুমিল্লা	লাঙ্গালকোট	ডৌলখা	৪৯৩.৯৫	০%

জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ কাজ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন/কেন্দ্র	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতি
০১	নরসিংদী	সদর	--	৪৯৬.৬৬	৫৫%
০২	বান্দরবান	সদর	--	৪৬৯.৬৯	৯%
০৩	যশোর	সদর	--	৪৯৩.২২	৬৪%
০৪	খাগড়াছড়ি	সদর	--	৪৬৬.১৩	৭০%
০৫	চুয়াডাঙ্গা	সদর	--	৪৬০.৫৯	২৬%
০৬	সুনামগঞ্জ	সদর	--	৬০৭.১৯	৪%

নার্সিং কলেজ নির্মাণ কাজ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন/কেন্দ্র	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতি
০১	মেহেরপুর	সদর	--	৩০৫৯.৬৫	৮১%
০২	গাইবান্ধা	সদর	--	২৬৯৯.১৬	৭৫%

নার্সিং ইনস্টিটিউট/নার্সিং কলেজ নির্মাণ কাজ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন/কেন্দ্র	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতি
০১	নাটোর	সদর	--	১৩৪৬.৯৭	৮৮%
০২	মাদারীপুর	শিবচর	বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব	৩৩২৫.৪৬	৪৭%

বিদ্যমান নার্সিং ইনস্টিটিউট নবরূপায়ন সংস্কার ও বর্ধিতকরণ কাজ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন/কেন্দ্র	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতি
০১	নওগাঁও	সদর	--	৮৯.৯৯	৪৬%
০২	টাঙ্গাইল	সদর	--	৯৪.৭১	৫০%
০৩	কুষ্টিয়া	সদর	--	৮৯.৯৬	৮৪%

ওয়্যার হাউজ পুন:নির্মাণ ও সংস্কার কাজ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন/কেন্দ্র	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতি
০১	রাঙ্গামাটি	সদর	--	১৬১.৭২	৯৬%
০২	নোয়াখালী	সদর	--	১৭৬.৩৬	৫৫%
০৩	বান্দরবান	সদর	--	১৬১.১৭	৮৫%
০৪	টাঙ্গাইল	সদর	--	১৬২.০০	৫%
০৫	জামালপুর	সদর	--	১৬২.০০	৫%
০৬	ময়মনসিংহ	সদর	--	১৬১.৮৭	৭৮%
০৭	বগুড়া	সদর	--	১৬১.৯৮	৮৮%
০৮	কুষ্টিয়া	সদর	--	১৬১.৯৪	৬৩%

নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ কাজ:

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্তির তারিখ
১.	ঠাকুরগাঁও জেলার নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে কিচেন, ডাইনিং রুম, স্টোর রুম, গার্ড রুম, হল রুম, ২টি ক্লাস রুম, ছাত্রদের ২টি আবাসিক ডরমেটরী সহ বহুমুখী ব্যবহারের জন্য ভবন নির্মাণ	৪৪৮.১০	৭৩%

ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতি
০১	চট্টগ্রাম	পটিয়া	৮ নং কাছিয়াইছ	১৪৩.০০	৯২%
০২	লক্ষীপুর	সদর	তেয়ারিগঞ্জ	১৪৩.৯৪	৯৪%
০৩	সিলেট	গোলাপগঞ্জ	উত্তর বাদেপাশা	১৪৩.৮৫	৪৫%
০৪	সিলেট	ফেঞ্চুগঞ্জ	উত্তর কুশিয়ারা	১৪৩.৯	৪২%
০৫	সিলেট	কোম্পানীগঞ্জ	ইছাকলস	১৪৩.৮৫	৫৮%

ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পুন:নির্মাণ কাজ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতি
০১	চট্টগ্রাম	কর্ণফুলী	শিকলবাহা	১৪৪.০০	৯৭%

ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ:

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	কেন্দ্রের নাম	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতি
০১	সাতক্ষীরা	কালীগঞ্জ	মৌতলা এবং বিষ্ণুপুর	২৬.৯৯	৭৫%
০২	সাতক্ষীরা	শ্যামনগর	জাওদাঙ্গা সদর এবং রমজাননগর	২৯.৯৬	৯৫%
০৩	সাতক্ষীরা	শ্যামনগর	ঈশ্বরপুর এবং নুরনগর	২৯.৮৭	৬৭%
০৪	সাতক্ষীরা	তালা	খাসেরা এবং নগরহাটা	২৬.৯১	৬৮%
০৫	কুমিল্লা	মনোহরগঞ্জ	উত্তর জালাম এবং কালিয়া	২৯.৩৭	৯৫%
০৬	রংপুর	মিঠাপুকুর	বড়বালা, মিলনপুর এবং দুর্গাপুর	৪০.৪৭	৯২%
০৭	রংপুর	পীরগাছা	শাওলা, পারুল এবং কল্যাণী	৪০.৪৭	৭২%
০৮	রংপুর	তারাগঞ্জ	আলমপুর এবং সয়ের	২৬.৯৮	৯৫%

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থ বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা:

পণ্যাগার নির্মাণ এবং নবরূপায়ন ও সংস্কার কাজ:

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্তির তারিখ
১	ঢাকার মহাখালীতে পরিবার পরিকল্পনার কেন্দ্রীয় পন্যাগার নির্মাণ কাজ		৫৯৯০.২৪	৩০.১১.২০২২

ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) নির্মাণ কাজ:

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্তির তারিখ
১	মাদারীপুর	শিবচর	৩৯৯৮.০০	০৯.০৭.২০২২

মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস্) নির্মাণ কাজ:

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্তি তারিখ
১	জয়পুরহাট	ক্ষেতলাল	৩০৫৬.৮১	২৭.০২.২০২৩
২	টাঙ্গাইল	মধুপুর	৩৩৭৪.০৪	৩১.০৭.২০২২

নার্সিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ কাজ:

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্তির তারিখ
১	পটুয়াখালী	বাউফল	১৭৭০.৩৯	২৯.০৮.২০২২২

বিদ্যমান নার্সিং ইনস্টিটিউট বর্ধিতকরণ, সংস্কার ও নবরূপায়ন কাজ:

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্তির তারিখ
১	রাঙ্গামাটি	সদর	৮৯.৯৬	৩০.০৫.২০২৩
২	মুন্সীগঞ্জ	সদর	৬৩.৪৫	২৫.০৪.২০২৩
৩	ঝিনাইদহ	সদর	৮৯.৯৭	২৫.০৩.২০২৩
৪	কিশোরগঞ্জ	সদর	৮৯.৯৮	২২.০৪.২০২৩
৫	জয়পুরহাট	সদর	৮৯.৯৯	১৯.০৬.২০২৩
৬	পাবনা	সদর	৮৯.৯৫	১৩.০৪.২০২৩
৭	পিরোজপুর	সদর	৮৯.৯৯	২৫.০৫.২০২৩

১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ:

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্তির তারিখ
১	চট্টগ্রাম	সোনাইছড়ি, সীতাকুন্ড	৪৮৭.১৬	৩০.০৪.২০২৩
২	বরিশাল	ওটরা, উজিরপুর	৪৭৩.৪৪	৩১.০৩.২০২৩
৩	কুমিল্লা	ছোটতুলাগাঁও, বরুড়া	৪০৭.০৬	১৫.০২.২০২৩
৪	রংপুর	১৪ নং ছোত্রা, পীরগঞ্জ	৪১৪.৩৮	২৩.০৩.২০২৩
৫	রংপুর	হেলেনচা, মিঠাপুকুর	৪৬৭.১৯	২৮.০৬.২০২২
৬	কিশোরগঞ্জ	যশোদল, সদর	৫৪৪.৭৬	২৮.০৮.২০২২
৭	নেত্রকোণা	শোনই (কামরুন্নাহার), আটপাড়া	৫১৭.৪৩	১৭.১১.২০২২
৮	ময়মনসিংহ	সাকুয়া, ত্রিশাল	৪৮২.৯৮	২৮.০২.২০২৩

জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ:

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্তির তারিখ
১	নওগাঁও	সদর	৫০৬.৯৮	২৪.০৭.২০২২
২	ঝালকাঠি	সদর	৫৬৯.৯২	২৭.০৮.২০২২
৩	দিনাজপুর	সদর	৪৬৮.০০	১৫.০৯.২০২২
৪	ফেনী	সদর	৬২৫.০০	২৫.০৬.২০২৩

ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ:

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্তির তারিখ
১	নারায়ণগঞ্জ	আড়াইহাজার	খাককান্দা	১৪৩.১৬	০৪.১০.২০২২
২	ফেনী	সদর	ফাজিলপুর	১৫৯.০০	১৪.০২.২০২৩
৩	পাবনা	চাটমোহর	মথুরাপুর	১৪৩.৮৮	২৫.০৫.২০২২
৪	মাদারীপুর	রাজৈর	হরিদ্রাসিদ্দি মহেন্দ্রাদী	১৪৩.৯৪	২৯.০৫.২০২২
৫	গোপালগঞ্জ	সদর	পাইক কান্দি	১৪৩.৯৩	১৫.০৪.২০২৩
৬	সিলেট	গোয়াইনঘাট	নন্দিগ্রাম (নন্দিগাঁও)	১৫৬.২৮	২৩.০২.২০২৩
৭	সিলেট	জৈন্তাপুর	চিকনাগুল	১৪৩.৭২	৩০.০৫.২০২৩
৮	ময়মনসিংহ	ফুলপুর	রহিমগঞ্জ	১৪৩.৮২	৩০.০১.২০২৩
৯	টাঙ্গাইল	ধনবাড়ী	জধুনাথপুর	১৪৪.০০	২৯.১২.২০২২

ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পুন:নির্মাণ কাজ:

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্তির তারিখ
১	মুন্সীগঞ্জ	সদর	চর কেওয়াড়	১৪৩.৯৬	০৫.০৫.২০২৩
২	লক্ষীপুর	সদর	রমনিমোহন	১৪৩.৮৯	২৮.০৪.২০২৩
৩	নাটোর	সিংড়া	শুকাশ	১৪৩.৮৬	১০.০৯.২০২২
৪	শরীয়তপুর	সদর	বিনোদপুর	১৪৩.৮৬	২৮.০৮.২০২২
৫	গোপালগঞ্জ	সদর	গোবরা	১৪৩.৯৯	৩০.১১.২০২২
৬	ঝালকাঠি	কাঠালিয়া	শৌলজালিয়া	১৪৫.০০	১৪.০৮.২০২২
৭	সিলেট	জৈন্তাপুর	ফতেহপুর	১৪.৩৩	৩১.০১.২০২৩

আরটিসি নবরূপায়ন ও সংস্কার কাজ:

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্তির তারিখ
১	ফরিদপুর	ভাঙ্গা	-	১৮৩.০৭	২৬.১২.২০২২

চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসাবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো

ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ:

সারাদেশে প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি করে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC) স্থাপন কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে ৩৩৫৩টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে গত ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ০৯টি'র নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং বর্তমানে ০৫টির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

খাগকান্দা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ (নির্মাণ: অক্টোবর'২০২২)।

ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পুনঃনির্মাণ কাজ:

সারাদেশে জরাজীর্ণ ও সেবা প্রদানে অনুপযোগী বিদ্যমান ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC) পুনঃ নির্মাণ করে সেবা প্রদানের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে গত ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ০৭টি'র পুনঃ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং বর্তমানে ০১টির পুনঃ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

গোবরা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পুন:নির্মাণ, সদর, গোপালগঞ্জ (নির্মাণ: নভেম্বর'২০২২)।

১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ:

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ হাট/বাজার/বন্দর ইত্যাদি এলাকায় ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সকল কেন্দ্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাসহ পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। এ পর্যন্ত সর্বমোট ১৪১ টি ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে গত ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৭টি ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে ১১টি'র নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

শুনই (কামরুন্নাহার) ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, আটপাড়া, নেত্রকোণা (নির্মাণ: নভেম্বর'২০২২)।

ম্যাটস্ নির্মাণ:

এ পর্যন্ত ১২টি মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস্) নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে গত ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ০২টি মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস্) নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে এবং সারাদেশে ০৩টি ম্যাটস্ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস্), মধুপুর, টাঙ্গাইল (নির্মাণ: জুলাই'২০২২)।

নার্সিং কলেজ ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ:

গত ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ০১টি নার্সিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে সারাদেশে ০২টি নার্সিং কলেজ এবং ০২টি নার্সিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে ।

বাউফল নার্সিং ইনস্টিটিউট, পটুয়াখালী (নির্মাণ: আগষ্ট'২০২২)।

ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচইটি) নির্মাণ:

ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (IHT) প্রতিষ্ঠান থেকে স্বাস্থ্য সেবা সহকারী, ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ান ইত্যাদি জনবল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এর মধ্যে গত ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ০১টি আইএইচটি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং সারাদেশে ০১টি আইএইচইটি নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি), শিবচর, মাদারীপুর (নির্মাণ: জুলাই'২০২২, উদ্বোধন: ডিসেম্বর'২০২২)।

জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস:

গত ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ০৪টি উপ-পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং সারাদেশে ৮টি উপ-পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, দিনাজপুর।

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে সম্পাদিত বিভিন্ন নির্মাণ ও পুন:নির্মাণ কাজের তালিকা:

ক্রম	স্থাপনার নাম	২০২২-২০২৩ সালে নির্মাণ সম্পন্ন (সংখ্যা)	২০২২-২০২৩ সাল পর্যন্ত নির্মাণ সম্পন্ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	মন্তব্য
০১.	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC) নির্মাণ	০৯টি	৪১৪৩টি	
০২.	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC) পুন:নির্মাণ	০৭টি	১০৪টি	
০৩.	১০ শয্যা মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ	০৮টি	১৪৪টি	
০৪.	২০ শয্যা মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ	-	৬৩টি	
০৫.	৫০টি শয্যা মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ	-	১টি	
০৬.	ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি নির্মাণ	০১টি	২০টি	
০৭.	মেডিকেল এ্যাসিসেন্ট ট্রেনিং স্কুল নির্মাণ	০২টি	১৪টি	
০৮.	নার্সিং কলেজ নির্মাণ	-	১১টি	
০৯.	নার্সিং ইনষ্টিটিউট নির্মাণ	০১টি	০৭টি	
১০.	আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট নির্মাণ	-	০৪টি	
১১.	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ	-	০২টি	
১২.	বিভাগীয় পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা এর অফিস ভবন নির্মাণ	-	০৫টি	
১৩.	উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা এর অফিস ভবন নির্মাণ	০৪টি	২৩টি	
১৪.	অত্যাধুনিক কেন্দ্রীয় পণ্যাগার, পরিবার পরিকল্পনা নির্মাণ	০১টি	০১টি	
১৫.	উপজেলা স্টোর কাম-পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ	-	৩৯৭টি	

০৯. বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন

জাতীয় শোক দিবস উদযাপন:

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের পক্ষ হতে যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস ২০২২ পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে এ বিভাগের আওতাধীন সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। এ বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে সামাজিক দূরুত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে পুষ্পস্তবক অর্পন ও মোনাজাত এবং সকল স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

‘জাতীয় শোক দিবস ২০২২’ পালন উপলক্ষ্যে আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠান

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ জাতীয় দিবস উদযাপন:

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ হতে যথাযোগ্য মর্যাদায় ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ২০২২ উদযাপন করা হয়।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ২০২৩ জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব, জনাব মোঃ আজিজুর রহমান কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন।

মহান স্বাধীনতা দিবস পালন:

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সহ অন্যন্য অতিথিবৃন্দ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ পালন: ১৭ মার্চ ২০২৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়।

১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরসহ সহ অন্যন্য অতিথিবৃন্দ।

১০. স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের বিশেষ উদ্যোগ:

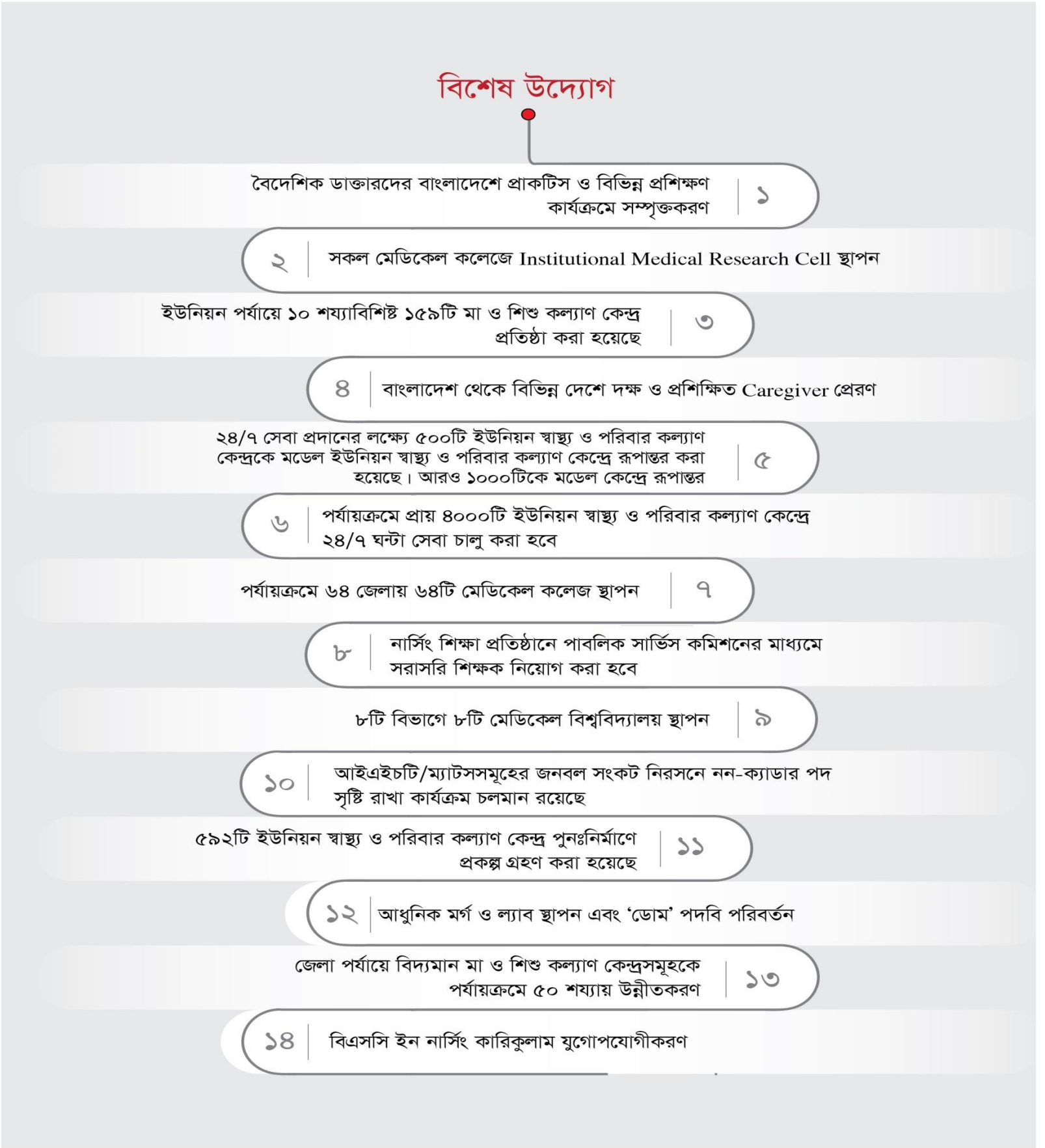

১১. স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এ সংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবার উন্নয়নে লক্ষ্য ও কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। এর সাথে সমন্বিত করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ তার ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা স্থির করেছে। স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের গুণগত মান ও পরিমাণ বৃদ্ধি, তৃণমূল পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা সেবা জোরদারকরণ, বেসরকারি খাতকে উৎসাহিতকরণ, স্বাস্থ্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণ এবং তথ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়ে এ বিভাগ নিম্নরূপ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে:

- স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ ও প্রশিক্ষিত চিকিৎসক, নার্স ও টেকনোলজিস্ট তৈরি করা;
- চিকিৎসা শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সকল মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা ইউনিট স্থাপনসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা জোরদার করা;
- পর্যায়ক্রমে দেশের সকল বিভাগে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতি জেলায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা;
- ২০৪১ সালের মধ্যে এক মিলিয়নের অধিক দক্ষ ও প্রশিক্ষিত আন্তর্জাতিক মানের নার্স তৈরি করা;
- ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কেয়ার গিভার (Caregiver) তৈরি ও দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
- দক্ষ ও প্রশিক্ষিত মেডিকেল টেকনোলজিস্ট তৈরির লক্ষ্যে ম্যাটস ও আইএইচটিসমূহে শিক্ষক সংকট দূরীকরণের জন্য নন-ক্যাডার হিসেবে পদায়নের জন্য স্বতন্ত্র নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন করা এবং জনবল নিয়োগ;
- চিকিৎসা শিক্ষার মান আরো উন্নত ও প্রযুক্তি নির্ভর করার জন্য পর্যায়ক্রমে সকল মেডিকেল ও নার্সিং কলেজে এবং কেন্দ্রিয়ভাবে ঢাকায় সিমুলেশন ল্যাব ও ই-লাইব্রেরি স্থাপন করা; সর্বজনীন মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে চিকিৎসাখাতে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা;
- দক্ষ চিকিৎসক ও নার্স গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'শেখ হাসিনা জাতীয় স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি' শীর্ষক প্রকল্প এবং "মাদারীপুর আঞ্চলিক নার্সিং ও মিডওয়াইফারি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- পিএসসির মাধ্যমে নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরাসরি শিক্ষক/জনবল নিয়োগ করা হবে।
- চিকিৎসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও প্রযুক্তি নির্ভর করার লক্ষ্যে ব্লেন্ডেড শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা হবে।
- পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের আওতায় আন্তর্জাতিক নার্স ও মিডওয়াইফ স্কিল ট্রেনিং একাডেমি স্থাপন করা;
- পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের আওতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (BSMMU)-তে স্টেমসেল রিসার্চ সেন্টার স্থাপন করা;
- চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়ন ও মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এবং ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন ফর মেডিকেল এডুকেশন (WFME) এর যৌথ টাস্কফোর্সের সুপারিশ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চিকিৎসা শিক্ষা অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন করা;
- স্বাস্থ্যখাতে দক্ষ সহযোগী জনবল তৈরির লক্ষ্যে এ্যালাইড হেলথ শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করা;
- দেশজ চিকিৎসাকে মানসম্মত ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক কাউন্সিল এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা বোর্ড গঠন করা;
- চিকিৎসা শিক্ষা ও নার্সিং শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে এমবিবিএস ও নার্সিং কারিকুলাম হালনাগাদ করা;
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যবহারের হার ৬৪% (BDHS-2022) হতে ২০৩০ সাল নাগাদ ৭৫% এ উন্নীত করা;
- মাতৃমৃত্যুর বর্তমান হার (প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে) ১৫৬ (SVRS-2022) হতে ২০৩০ সালের মধ্যে (SDG-2030) ৭০ এর মধ্যে নামিয়ে আনা;
- পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যুহার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ২০৩০ সালের মধ্যে (SDG-2030) ৩১ (BDHS-2022) হতে ২৫ জনে নামিয়ে আনা;
- নবজাতকের মৃত্যুহার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ২০৩০ সালের মধ্যে (SDG-2030) ২০ (BDHS 2022) হতে ১২ জনে নামিয়ে আনা;
- প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবার হার ৬৫% (BDHS-2022) হতে আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ ৮০% এ উন্নীত করা;

- সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে দেশের অন্যান্য এলাকার কার্যক্রমের সাথে সমরূপতা আনয়ন করা এবং এ লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করা;
- নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, সাভার ও চট্টগ্রাম এলাকার গার্মেন্টসে স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিচালনার মাধ্যমে গার্মেন্টসে কর্মরত নারীদের মা, শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবার আওতায় আনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১৫টি গার্মেন্টসে কার্যক্রম শুরু হয়েছে যা ক্রমান্বয়ে সকল গার্মেন্টসে সম্প্রসারণ করা;
- বর্তমানে ১৫-১৯ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২৯.৮২% (২০২২ সালের আদমশুমারী), সারাদেশে ১২৫৩টি সেবাকেন্দ্রে কৈশোরবান্ধব সেবা কর্নারের মাধ্যমে তাদের সেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং ক্রমান্বয়ে সকল সেবাকেন্দ্রে কৈশোরবান্ধব সেবা কর্নার স্থাপনের মাধ্যমে তাদের সেবা প্রদান করা এবং যুবক-যুবতীদের বিবাহপূর্ব কাউন্সিলিং শুরু করা হয়েছে, যা সম্প্রসারণ করা;
- ইলেকট্রনিক প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে e-MIS কার্যক্রম ও DHIS-2 কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ তথ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন-বিবিএস, সিআরভিএস, নিটা এবং এটুআই এর সাথে সমন্বয় করা;
- ৫০০ মডেল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সংখ্যা ১৫০০ এ উন্নীতকরণ এবং পর্যায়ক্রমে সকল UH&FWC-তে স্বাভাবিক প্রসব সেবাসহ অন্যান্য সকল সেবা নিশ্চিত করা। সর্বজনীন চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে সকল UH&FWC-তে ২৪/৭ সেবা চালু রাখা।

১২.পরিশিষ্ট: ব্যবহৃত শব্দ সংক্ষেপ

ADP	Annual Development Program
AMS	Asset Management System
APA	Annual Performance Agreement
APPS	Application Software
AUAFP	Accelarating Universal Access to Family Planning
BCC	Behaviour Change Communication
BCPS	Bangladesh College of Physicians and Surgeons
BDHS	Bangladesh Demographic and Health Survey
BHFS	Bangladesh Health Facility Survey
BHMS	Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery
BIM	Bangladesh Institute of Management
BIMSTEC	Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation
BMDC	Bangladesh Medical and Dental Council
BMRC	Bangladesh Medical Research Council
BMS	Bangladesh Midwifary Society
BNA	Bangladesh Nurses Association
BNMC	Bangladesh Nursing and Midwifery Council
BSMMU	Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University
CBC	Complete Blood Count
CBT	Competancy Based Training
CCSDP	Clinical Contraception Services Delivery Program
CHCP	Community Health Care Provider
CMEOC	Comprehensive Emergency Obstetric Care
CNC	Comprehensive Newborn Care
CNCP	Comprehensive Neo-born Care Package
CPR	Contraceptive Prevalence Rate
DGFP	Director General-Family Planning

DGHS	Director General-Health Services
DGME	Director General of Medical Education
DGNM	Director General-Nursing and Midwifery
DHIS2	District Health Information System
DHMS	Diploma of Homeopathic Medicine and Surgery
DMS	Digital Monitoring System
DRS	Digital Registration System
E-GP	Electronic Government Procurement
eMIS	Electronic Management Information System
FDMNs	Forcibly Displaced Myanmar Nationals
FPI	Family Planning Inspector
FWA	Family Welfare Assistant
FWC	Family Welfare Centre
FWVTI	Family Welfare Visitors Training Institute
GAVI	Global Alliance for Vaccinization and Immunization
GoB	Government of Bangladesh
HA	Health Assistant
HED	Health Engineering Department
HINARI	Health Inter Network Access to Research Initiative
HPNSP	Health, Population and Nutrition Sector Programmme
HRIS	Human Resource Information System
HSD	Health Services Division
IEC	Information, Education and Communication
IHT	Institute of Health Tecnology
IYCF	Infant Young Child Feeding
JPGSPH	James P Grants School of Public Health
LARC/PM	Long Acting Reversible Contraceptive/Permanent Method
LOC	Letter of Collaboration
MATS	Medical Assistant Training School

MCH-FP	Maternal and Child Health- Family Planning
MCHTI	Maternal and Child Health Care Training Institute
MCRAH	Maternal, Child, Reproductive and Adolescent Health
MCWC	Mother and Child Welfare Centre
MDG	Millenium Development Goals
MEFWD	Medical Education and Family Welfare Division
MEHMD	Medical Education and Health Manpower Development
MFSTC	Mohammadpur Fertility Service and Training Centre
MICS	Multiple Indicator Cluster Survey
MIS	Management Information System
MMR	Maternal Mortality Rate
NAPD	National Accademy for Planning and Development
NCD	Non-Communicable Disease
NIANER	National Institute of Advanced Nursing Education and Research
NILIB	NIPORT Library Database
NIPORT	National Institute of Population Research Training
NMEMS	Nurse-Midwifes Education Management System
NMES	Nursing and Midwifery Education Services
NSV	Non-Scalpel Vasectomy
PFD	Physical Facilities Development
PME	Planning Monitoring and Evaluation
PMIS	Personal Management Information System
PPFP	Post Partum Family Planning
PPV	Paid Peer Volunteer
PSSM	Procurement, Storage and Supply Management
RADP	Revised Annual Development Program
RPA	Reimbursable Project Aid
RPTI	Regional Population Training Institute
RTC	Regional Training Centre

SACMO	Sub-Assistant Community Medical Officer
SCANU	Special Care & Newborn Unit
SCMP	Supply Chain Management Portal
SDG	Sustainable Development Goals
SRHR	Sexual and Reproductive Health and Rights
SVRS	Statistical Vital Registration System
TFR	Total Fertility Rate
ToT	Training of Trainers
TRD	Training, Research and Development
UESD	Utilization of Essential Service Delivery
UHFWC	Union Health and Family Welfare Centre
UNFPA	United Nations Population Fund
USAID	United States Agency for International Development
UFMR	Under Five Mortality Rate
WHO	World Health Organization

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
www.mcfwd.gov.bd